১৮শ রবিবার

ক বর্ষ - মথি ১৪:১৩-২১

সেসময়, দীক্ষাগুরু যোহনের মৃত্যুর কথা শুনে যীশু নৌকায় করে সেখান থেকে এক নির্জন স্থানে চলে গেলেন যেখানে একাকী হয়ে থাকতে পারেন। কিন্তু লোকেরা তা শুনে নানা শহর থেকে এসে হাঁটা-পথে তাঁর পিছু পিছু সেখানে গেল। তাই তিনি যখন নৌকা থেকে নেমে এলেন, তখন বিপুল এক জনতাকে দেখলেন। তাদের প্রতি তিনি দয়ায় বিগলিত হলেন, ও তাদের পীড়িত লোকদের নিরাময় করলেন। পরে, সন্ধ্যা হলে শিষ্যেরা কাছে এসে তাঁকে বললেন, 'জায়গাটা নির্জন, বেলাও গেছে; লোকদের বিদায় দিন, যেন তারা গ্রামে গ্রামে গিয়ে নিজেদের জন্য খাবার মত কিছু কিনতে পারে।'

যীশু তাঁদের বললেন, 'এদের যাওয়ার প্রয়োজন নেই; তোমরাই এদের খেতে দাও।' তাঁরা তাঁকে বললেন, 'আমাদের এখানে কেবল পাঁচখানা রুটি ও দু'টো মাছ ছাড়া আর কিছুই নেই।' তিনি বললেন, 'তা এখানে আমার কাছে নিয়ে এসো।' তিনি লোকদের ঘাসের উপরে বসতে আদেশ করলে পর সেই পাঁচখানা রুটি ও দু'টো মাছ হাতে নিয়ে স্বর্গের দিকে চোখ তুলে 'ধন্য' স্তুতিবাদ উচ্চারণ করলেন, এবং সেই ক'খানা রুটি ছিঁড়ে তা শিষ্যদের হাতে দিলেন ও শিষ্যেরা তা লোকদের দিয়ে দিলেন। সকলে তৃপ্তির সঙ্গেই খেল; এবং যতগুলো টুকরো পড়ে রইল, তাঁরা তা কুড়িয়ে নিলে বারোখানা ঝুড়ি ভরে গেল। যারা খেয়েছিল, তারা স্ত্রীলোক ও শিশু বাদে আনুমানিক পাঁচ হাজার পুরুষ ছিল।

ক্যাণ্টারবেরির বিশপ বাল্ডুইন-লিখিত 'বেদির পরমারাধ্য সাক্রামেন্ত' **২য় বিভাগ ৩**

নিজ ঐশমহিমায় খ্রীষ্ট নিত্যই কাম্য

যারা আমাকে খাবে, তাদের সকলের আরও ক্ষুধা পাবে, যারা আমাকে পান করে, তাদের সকলের আরও তেষ্টা পাবে। বর্তমানকালে আমরা ঈশ্বরের প্রজ্ঞা সেই খ্রীষ্টকে গ্রহণ করেও আমাদের ক্ষুধা মিটিয়ে পরিতৃপ্ত হতে পারি না; এমনকি তৃপ্তি পাবার বাসনা থেকেই যায়। আর আমরা তাঁর মাধুর্য যতখানি আস্বাদন করি, বাসনা ততখানি বেড়ে ওঠে। এজন্য যারা খায়, তাদের আবার ক্ষুধা পাবে যতক্ষণ না একদিন পরিতৃপ্ত হয়। সৎমানুষদের বাসনা যখন সিদ্ধিলাভ করবে, তখনই তাদের আর ক্ষুধা বা তেষ্টা পাবে না।

যারা আমাকে খাবে, তাদের সকলের আরও ক্ষুধা পাবে, যারা আমাকে পান করে, তাদের সকলের আরও তেষ্টা পাবে। এবাণী ভাবী জীবনের বেলায়ও প্রযোজ্য। কেননা সেই শাশ্বত পরিতৃপ্তিতে এমন আকাঙ্ক্ষা রয়েছে, যা কোন অভাব থেকে নয়, সুখ থেকেই নির্গত: স্বর্গে খাদ্য গ্রহণের যাদের আর প্রয়োজন নেই, তারা নিত্যই খেতে বাসনা করে, এমনকি তেমন পরিতৃপ্তির ফলে তারা কোন অস্বস্তি বোধ করে না। কেননা এমন পরিতৃপ্তি রয়েছে যা অস্বস্তিবিহীন, আবার এমন বাসনাও রয়েছে যা পীড়াবিহীন। *যাঁর দিকে স্বর্গদূতেরা দৃষ্টি নিত্যই নিবদ্ধ রাখতে বাসনা করেন,* নিজ রাজমহিমায় অপরূপ হয়ে সেই খ্রীষ্ট আমাদেরও নিত্য বাসনার বস্তু। এজন্যই তাঁকে পেয়েও আমরা তাঁকে বাসনা করতে থাকি, ও তাঁর কাছে পৌঁছেও তাঁর নিত্য সন্ধানে রত থাকি, যেমনটি লেখা আছে: *অনুক্ষণ তাঁর শ্রীমুখ অন্বেষণ কর।* যাঁকে ভালবাসি, তিনি যেন আমাদের অনন্তকাল ধরে দখল করেন, এজন্যই আমরা অবিরতই তাঁর অন্বেষণ করি।

আবার এজন্যই যারা তাঁর সন্ধান পায়, তারা তাঁর নিত্য অন্বেষণে রত থাকে, ও যারা তাঁকে খাদ্যরূপে গ্রহণ করে তাদের আরও ক্ষুধা পায়, ও যারা তাঁর জল পান করে তাদের আরও তেষ্টা

পায়; তথাপি এ ক্ষুধা অন্য সমস্ত ক্ষুধা বাতিল করে দেয়, আর এ তৃষ্ণা অন্য সমস্ত তৃষ্ণা মিটিয়ে দেয়।

তেমন ক্ষুধা ও তৃষ্ণা অভাব থেকে নয়, সিদ্ধ সুখ থেকেই নির্গত। কেননা অভাবজনিত ক্ষুধা বিষয়ে লেখা আছে: *যে কেউ আমার কাছে আসে, তার আর কখনও ক্ষুধা পাবে না, আর যে কেউ আমার প্রতি বিশ্বাস রাখে, তার আর কখনও তেষ্টা পাবে না।* কিন্তু সুখজনিত ক্ষুধা বিষয়ে লেখা আছে: *যারা আমাকে খাবে, তাদের সকলের আরও ক্ষুধা পাবে, যারা আমাকে পান করে, তাদের সকলের আরও তেষ্টা পাবে।* যারা তাঁর প্রতি বিশ্বাস রাখে, তাদের জন্য খ্রীষ্ট হলেন খাদ্য ও পানীয়, রুটি ও আঙুররস: বলীয়ান ও শক্তিশালী করে তোলেন বিধায় তিনি খাদ্য ও রুটি; আনন্দিত করে তোলেন বিধায় তিনি পানীয় ও আঙুররস। আমাদের মধ্যে বলীয়ান, শক্তিশালী ও অটল যা কিছু আছে, যে স্ফূর্তিপূর্ণ আনন্দে আমরা ঈশ্বরের আদেশগুলি পালন করি, পীড়ন সহ্য করি, বাধ্যতা দেখাই ও ন্যায়ের জন্য সংগ্রাম করি, তেমন বল, শক্তি ও সাহস সেই রুটি থেকেই নির্গত, তেমন আনন্দ সেই পানীয় থেকেই নির্গত। সুখী যারা শক্তি ও আনন্দের সঙ্গে জীবনাচরণ করে!

আর নিজের শক্তিবলে যেহেতু কেউই সেভাবে আচরণ করতে পারে না, সেজন্য তারাই সুখী, যারা ন্যায্য ও ধর্মময় সমস্ত কিছু ব্যগ্রতার সঙ্গে আকাঙ্ক্ষা করে ও তাঁরই হাত থেকে শক্তি ও আনন্দ পেতে বাসনা করে যিনি বলেন: *ধর্মময়তার জন্য ক্ষুধার্ত ও তৃষ্ণার্ত যারা, তারাই সুখী।*

তাই যখন খ্রীষ্ট এমন খাদ্য ও পানীয়, যা বর্তমানকালের ধার্মিকদের বলীয়ান ও আনন্দিত করে তোলে, তখন ভাবী জীবনে তাদের অনন্ত সুখের উৎস আরও কতই না উৎকৃষ্ট হওয়ার কথা!

খ বর্ষ - যোহন ৬:২৪-৩৫

যীশু কিংবা তাঁর শিষ্যেরা সেখানে আর কেউই ছিলেন না, লোকে তা বুঝতে পেরে সেই সব নৌকায় উঠে যীশুর অনুসন্ধানে কাফার্নাউমে চলল। তাঁকে সাগরের ওপারে খুঁজে পেয়ে তারা তাঁকে বলল, 'রাব্বি, এখানে কবে এলেন?'

যীশু তাদের উত্তর দিয়ে বললেন, 'আমি তোমাদের সত্যি সত্যি বলছি, তোমরা চিহ্নগুলো দেখেছ বলেই যে আমাকে খুঁজছ তা নয়, সেই রুটি খেয়ে পরিতৃপ্ত হয়েছ বলেই আমাকে খুঁজছ। নশ্বর খাদ্যের জন্য কাজ করো না, বরং সেই খাদ্যেরই জন্য কাজ কর, যা অনন্ত জীবনের উদ্দেশে থেকে যায়, যা মানবপুত্রই তোমাদের দান করবেন; কারণ পিতা ঈশ্বর তাঁকেই নিজের মুদ্রাঙ্কনে চিহ্নিত করেছেন।' তখন তারা তাঁকে জিজ্ঞাসা করল, 'আমরা যেন ঈশ্বরের কাজ করতে পারি, তবে আমাদের কী করতে হবে?' যীশু তাদের এই উত্তর দিলেন, 'তিনি যাঁকে প্রেরণ করেছেন তাঁর প্রতি বিশ্বাস রাখা, এটিই ঈশ্বরের কাজ।'

তাই তারা তাঁকে বলল, 'আপনি এমন কী চিহ্নকর্ম সাধন করতে যাচ্ছেন, যেন তা দেখতে পেয়ে আমরা আপনাকে বিশ্বাস করি? আপনি কী কাজ সাধন করতে যাচ্ছেন? আমাদের পিতৃপুরুষেরা মরুপ্রান্তরে মান্না খেয়েছিলেন, যেমনটি লেখা আছে, তিনি স্বর্গ থেকে রুটি তাদের খেতে দিলেন।' যীশু তাদের বললেন, 'আমি তোমাদের সত্যি সত্যি বলছি: মোশীই যে স্বর্গ থেকে রুটি তোমাদের দান করেছেন তা নয়, আমার পিতাই স্বর্গ থেকে সত্যকার রুটি তোমাদের দান করছেন; কারণ যে রুটি স্বর্গ থেকে নেমে আসে ও জগৎকে জীবন দান করে, সেটিই ঈশ্বরের দেওয়া রুটি।' তখন তারা তাঁকে বলল, 'প্রভু, তেমন রুটি আমাদের সর্বদাই দান করুন!' যীশু তাদের বললেন, 'আমিই সেই জীবন-রুটি: যে কেউ আমার কাছে আসে, তার আর কখনও ক্ষুধা পাবে না, আর যে কেউ আমার প্রতি বিশ্বাস রাখে, তার আর কখনও তেষ্টা পাবে না।

খ্রীষ্ট আমার তিক্ততা পানীয়রূপে গ্রহণ করলেন
যেন নিজ অনুগ্রহের মাধুর্য আমাকে দিতে পারেন

আমি তুচ্ছ, আমি অবজ্ঞার বস্তু, তবু ভুলি না তোমার আদেশমালা। আমি স্বর্গের মঙ্গলদানগুলির ধন্য সহভাগিতা লাভ করেছি। আমি ইতিমধ্যেই দিব্য ভোজের সম্মানে গৃহীত: আমার ভোজের পক্ষে বৃষ্টির জল কি ভূমির উদ্ভিদ কি গাছের ফলের প্রয়োজন হয় না। পিপাসা মেটানোর জন্য নদী কি জলাশয়ের সন্ধান করা দরকার হয় না: খ্রীষ্টই আমার খাদ্য, খ্রীষ্টই আমার পানীয়: ঈশ্বরেরই মাংস আমাকে বল দেয়, ঈশ্বরেরই রক্ত আমার পিপাসা মেটায়। পরিতৃপ্ত হবার জন্য আমি বাৎসরিক ফসলের অপেক্ষাও করি না, কারণ খ্রীষ্ট প্রতিদিন আমার কাছে নিজেকে নিবেদন করেন।

আমি প্রেমপূর্ণ ও ধর্মময় ভক্তিতে নিষ্ঠাবান হলে তবে আমাকে কিছুই ভয় করতে হবে না, কারণ আকাশের ঝড় কি মাটির অনুর্বরতা খ্রীষ্টের ফসল ক্ষতি করতে পারে না। আমার এমন বাসনা নেই যে, ভারুই পাখি আমার উপর বর্ষিত হবে—সেই যে ভারুই পাখি দেখে আমি আগে মুগ্ধ হতাম; এমন বাসনাও নেই যে, মান্না আমার উপর বর্ষিত হবে—সেই যে মান্না আমি অন্য খাদ্যের চেয়ে পছন্দ করতাম। কারণ পিতৃপুরুষেরা তা খেয়েছিলেন, কিন্তু তাদের ক্ষুধা মেটেনি। আমার খাদ্য এমন যে, সেই খাদ্য যে গ্রহণ করে তার আর কখনও ক্ষুধা পাবে না; এ খাদ্য এমন যা দেহকে নয়, মানুষের হৃদয়কেই বলবান করে তোলে।

আমি আগে স্বর্গের রুটির কথা ভেবে মুগ্ধ হতাম; কেননা লেখা আছে, *তিনি স্বর্গ থেকে রুটি তাদের খেতে দিলেন;* তবু সেই রুটি আসল রুটি ছিল না; সেই রুটি ছিল ভাবী রুটির প্রতীক মাত্র। স্বর্গের রুটি, কিন্তু স্বর্গের প্রকৃত রুটিই পিতা আমার জন্য রাখলেন: আমার জন্য স্বর্গ থেকে ঈশ্বরের সেই রুটি নেমে এল যা জগৎকে জীবন দান করে। এই তো জীবন-রুটি: ফলে জীবনকে যে খায়, সে মরতে পারে না। কেননা জীবনকে যে খায় সে কেমন করে মরতে পারে? যার মধ্যে জীবনী-শক্তি রয়েছে, সে কেমন করে নিঃশেষিত হবে?

তবে তাঁর কাছে এসো, তৃপ্তির সঙ্গেই খাও, কারণ তিনি রুটি; তাঁর কাছে এসে পান কর, কারণ তিনি জলের উৎস; তাঁর কাছে এগিয়ে এসো, তোমরা উজ্জ্বল হয়ে উঠবে, যেহেতু তিনি আলো; তাঁর কাছে এসো, তোমরা স্বাধীন হয়ে উঠবে, কারণ *যেখানে প্রভুর আত্মা, সেখানে স্বাধীনতা;* তাঁর কাছে এসো, তোমরা ক্ষমা পাবে, কারণ তিনি পাপমোচন। তোমরা কি জিজ্ঞাসা করছ, তিনি কে? শোন, তিনি নিজেই কথা বলছেন: *আমিই সেই জীবন-রুটি: যে কেউ আমার কাছে আসে, তার আর কখনও ক্ষুধা পাবে না, আর যে কেউ আমার প্রতি বিশ্বাস রাখে, তার আর কখনও তেষ্টা পাবে না।* তোমরা তাঁকে শুনেছ, তাঁকে দেখেছ, অথচ তাঁর উপর বিশ্বাস রাখনি। এজন্যই তোমাদের মৃত্যু হয়েছে; এবার কিন্তু বিশ্বাস কর, যাতে জীবন পেতে পার। ঈশ্বরের দেহ থেকে আমার জন্য অনন্ত জলের উৎস নির্গত হল: খ্রীষ্ট আমার তিক্ততা পানীয়রূপে গ্রহণ করলেন যেন নিজ অনুগ্রহের মাধুর্য আমাকে দিতে পারেন।

গ বর্ষ - লুক ১২:১৩-২১

একদিন ভিড়ের মধ্য থেকে একজন যীশুকে বলল, 'গুরু, আমার ভাইকে বলুন, সে যেন আমার সঙ্গে

পৈতৃক সম্পত্তি ভাগ করে।' তিনি তাকে বললেন, 'হে মানুষ, তোমাদের উপরে বিচারকর্তা বা মধ্যস্থ করে আমাকে কে নিযুক্ত করেছে?' পরে তিনি তাদের বললেন, 'সাবধান, সব ধরনের লোভ থেকে দূরে থাক, কারণ প্রাচুর্যে থাকলেও মানুষের জীবন তার সম্পত্তির উপর নির্ভর করে না।'

আর তিনি তাদের এই উপমা-কাহিনী শোনালেন, 'একজন ধনী লোকের জমিতে প্রচুর ফসল হয়েছিল। তাই সে মনে মনে ভাবতে লাগল, কী করি? আমার ফসল রাখবার স্থান নেই! পরে বলল, আমি এ করব: আমার যত গোলাঘর ভেঙে ফেলে বড় বড় গোলাঘর তৈরি করব, এবং তার মধ্যে আমার সমস্ত শস্য ও আমার সমস্ত সম্পদ জমিয়ে রাখব। তারপর আমার প্রাণকে বলব, প্রাণ, বহু বছরের মত তোমার জন্য অনেক সম্পদ জমা আছে: বিশ্রাম কর, খাও দাও, ফুর্তি কর। কিন্তু ঈশ্বর তাকে বললেন, হে নির্বোধ, আজ এই রাতেই তোমার প্রাণ তোমার কাছ থেকে চেয়ে নেওয়া হবে, তবে তুমি এই যা কিছু প্রস্তুত করেছ, তা কার্ হবে? তেমনটি তারই ঘটে, যে নিজের জন্য সম্পদ জমিয়ে রাখে কিন্তু ঈশ্বরের সামনে ধনবান হয় না!'

নাজিয়াঞ্জুসের সাধু গ্রেগরির উপদেশাবলি **উপদেশ ১৪:২০-২২**

এসো, ঐশবাণীর অনুসরণ করি, সেই বিশ্রামের অন্বেষণ করি

প্রজ্ঞাবান নিজের প্রজ্ঞায় গর্ব না করুক, বলবান তার বলে গর্ব না করুক, ধনবান তার ধনে গর্ব না করুক; প্রজ্ঞা কি বল কি ধনের সর্বোচ্চ পর্যায়ে পৌঁছলেও নয়। তাছাড়া আমি সমরূপ কথাও যোগ করে দিতাম যেমন, বিখ্যাত ও খ্যাতিসম্পন্ন মানুষ নিজের গৌরব নিয়ে যেন গর্ব না করে, স্বাস্থ্যবান মানুষও নিজের স্বাস্থ্য নিয়ে নয়, সুন্দর মানুষও নিজের সৌন্দর্য নিয়ে নয়, যুবকও নিজের যৌবন নিয়ে নয়: এক কথায়, এমন গর্বিত ও অসার মানুষ যেন না থাকে, যে তাতেই গর্ব করে যা সাংসারিক মানুষের কাছে প্রশংসার বস্তু। কিন্তু যে গর্ব করে, এই একটামাত্র জিনিস নিয়ে গর্ব করুক যে, সে ঈশ্বরকে জানে ও তাঁর অন্বেষণ করে; এবং হতভাগাদের রিপু বিষয়ে দুঃখ করে সে ভাবী জীবনের জন্যই পুণ্য কিছুটা সঞ্চয় করুক। কেননা অন্য সব কিছু অস্থায়ী ও ভঙ্গুর, এবং ঝিল-খেলার মত সেই সমস্ত কিছু একে অপরের দিকে নিক্ষিপ্ত হয়ে শেষ মুহূর্তে পরের হাতেই পড়ে। একই প্রকারে, কারও এমন সম্পদ নেই যা কালের স্রোতে নিঃশেষিত না হয় বা একদিন—আহা, মালিকের কেমন দুঃখ!—পরেরই সম্পদ না হয়। ঈশ্বরজ্ঞান ও তাঁর অন্বেষা কিন্তু এমন কিছু যা নিশ্চিত ও স্থিতমূল, কখনও নিঃশেষিত হয় না, ফুরিয়েও যায় না; এগুলিতেই যারা প্রত্যাশা রাখে, তারা কখনও আশাভ্রষ্ট হবে না।

তাছাড়া আমার মনে হয় যে, এ পৃথিবীতে যেহেতু কোন মঙ্গল স্থায়ী ও স্থিতমূল নয়, যেহেতু স্রষ্টা-বাণী ও মানবীয় মনের অতীত সেই প্রজ্ঞা দ্বারা সুবুদ্ধির সঙ্গে সৃষ্ট যত বস্তু আমাদের আশাভ্রষ্ট করে ফেলে, আবার যেহেতু আমরা দেখতে পাচ্ছি যে, সমস্ত কিছু একরূপ থেকে অন্য রূপে রূপান্তরিত হয়, একবার উপরে আর একবার নিচে চলে যায়, আবার উল্ট পাল্টও হয়ে যায় ও সেগুলো হাতে পাবার আগেও দূরে পালিয়ে যায় বা ফুরিয়েও যায়, তখন এ সমস্ত কিছুর অস্থায়িত্ব ও অস্থিরতা লক্ষ করেই আমরা ভাবী জীবন-বন্দরের দিকে যেতে আকর্ষিত হই। বর্তমান সমৃদ্ধি ভঙ্গুর ও অস্থায়ী হলেও আমরা যখন তার কাছে একপ্রকারে শৃঙ্খলিত, ও অসার ধনবৃদ্ধির জন্য আমরা যখন এমন শোচনীয় দাসত্বের অধীন হই যে, বর্তমান বস্তুর চেয়ে মঙ্গলকর ও মূল্যবান কিছু থাকতে পারে তাও কল্পনা করতে পারি না, তখন বর্তমান সমৃদ্ধি যদি স্থায়ী হত তবে আমরা কী

করতাম? অথচ আমরা বারবার শুনি ও বলি, এমনকি অধিক সমর্থন করি যে, হ্যাঁ, আমরা সেই ঈশ্বরেরই প্রতিমূর্তিতে সৃষ্ট হয়েছি যিনি স্বর্গে বাস করেন ও সেইখানে আমাদের পুনরায় আকর্ষণ করেন!

যে কেউ প্রজ্ঞাবান, সে এসব কিছু ভেবে দেখুক, তবে বুঝতে পারবে। অস্থায়ী বস্তু কেইবা অবহেলা করবে? পরিবর্তনশীল বস্তুর দিকে কেইবা নজর রাখবে? এমন কেউ কি আছে, যে বর্তমান বস্তুগুলো অস্তিত্বহীন বলে গণ্য করবে? সত্যিই ধন্য সেই ব্যক্তি, যে ঐশবাণীর খড়্গ দ্বারা অমঙ্গল থেকে মঙ্গল নির্ণয় ক'রে ও ভাগ ভাগ ক'রে ধন্য দাউদের কথামত *পুণ্য যাত্রার জন্য নিজ অন্তরে প্রস্তুতি নেয়,* এবং এ অশ্রুময় সংসার যথাসাধ্য ত্যাগ করতে চেষ্টা ক'রে ঊর্ধ্বলোকের বিষয়ের অন্বেষণ করে, ও খ্রীষ্টের সঙ্গে ক্রুশবিদ্ধ হয়ে খ্রীষ্টের সঙ্গে পুনরুত্থান করে ও অস্থায়ী ও অসার নয় এমন জীবনের উত্তরাধিকারী হয়ে তাঁর সঙ্গে সেখানেই আরোহণ করে যেখানে সাপের মাথা নিষ্পেষিত হয়েছে বিধায় সাপ যাত্রাপথে কাউকে কামড়াতে পারে না, কারও পাদমূলেও চালাকি খাটাতে পারে না। সেই ধন্য মিখা নিজেও ব্যাপারটা ভেবে দে'খে ও সাপজাতীয় সমস্ত জীব ও তাদের সকলকেও অবজ্ঞা ক'রে যারা কেবল চেহারায়ই ধার্মিক, বলে ওঠেন, *এসো, আমরা প্রভুর পর্বতে গিয়ে উঠি। ওঠ, এখান থেকে চলে যাও, কারণ এ স্থান আর বিশ্রামস্থান নয়।* এবাণী মুটামুটি সেই বাণীরই মত, যা আমাদের উদ্দেশ করে আমাদের প্রভু ও ত্রাণকর্তা উচ্চারণ করেন: *ওঠ, এখান থেকে চলে যাই।* একথা বলে তিনি সেকালের শিষ্যদের সেস্থান থেকে শুধু নয়, তিনি বরং সর্বকালের মত তাঁর সকল শিষ্যকে পৃথিবী থেকে ও পার্থিব মঙ্গল থেকে বিচ্ছিন্ন করছিলেন যেন স্বর্গের দিকে ও স্বর্গীয় বিষয়ের দিকেই তাদের নিয়ে যেতে পারেন।

সুতরাং এসো, আমরা ঐশবাণীর অনুসরণ করি; এসো, সেই বিশ্রামস্থানের অন্বেষণ করি; এসো, এজীবনের ধনসম্পদ ও অভিলাষ অবজ্ঞা করি; এবং সেই কিছুতেই মাত্র ধনবান হই যা সেগুলির মধ্যে মঙ্গলকর: অর্থাৎ কিনা, স্বর্গীয় মঙ্গল লাভে ধনবান হবার জন্য নিজেদের ধনসম্পদ গরিবদের দিয়ে, এসো, অর্থদানে নিজেদের আত্মার পরিত্রাণ সাধন করি।

১৯শ রবিবার

ক বর্ষ - মথি ১৪:২২-৩৩

সেসময় যীশু, বহু মানুষকে অলৌকিকভাবে খাওয়ানোর পর, শিষ্যদের নির্দেশ দিলেন যেন তাঁরা নৌকায় উঠে তাঁর আগে আগে ওপারে যান; এর মধ্যে তিনি লোকদের বিদায় দেবেন। লোকদের বিদায় দেবার পর তিনি একাকী হয়ে প্রার্থনা করার জন্য পর্বতে গিয়ে উঠলেন। সন্ধ্যা হলে তিনি সেখানে একাই ছিলেন, কিন্তু নৌকাটা ডাঙা থেকে বেশ দূরে গিয়ে পড়েছিল, ও বাতাস প্রতিকূল হওয়ায় প্রবল ঢেউয়ের আঘাতে টলমল করছিল।

রাত যখন চার প্রহর, তখন তিনি সমুদ্রের উপর দিয়ে হেঁটে তাঁদের কাছে এলেন। তাঁকে সমুদ্রের উপর দিয়ে হাঁটতে দেখে শিষ্যেরা আতঙ্কিত হলেন; তাঁরা বললেন, 'এ যে ভূত!' এবং ভয়ে চিৎকার করতে লাগলেন। কিন্তু যীশু তখনই তাঁদের সঙ্গে কথা বলতে শুরু করলেন, বললেন: 'সাহস ধর, আমিই আছি, ভয় করো না।' তখন পিতর উত্তরে তাঁকে বললেন, 'প্রভু, যদি আপনি হন, তবে আদেশ করুন, আমি যেন জলের উপর দিয়ে হেঁটে আপনার কাছে আসতে পারি।' তিনি বললেন, 'এসো।' তাই পিতর নৌকা থেকে বের হয়ে জলের উপর দিয়ে যীশুর দিকে চলতে লাগলেন, কিন্তু বাতাস দেখে ভয় পেলেন, ও ডুবে

যেতে যেতে চিৎকার করে বলে উঠলেন, 'প্রভু, আমাকে ত্রাণ করুন।' যীশু তখনই হাত বাড়িয়ে তাঁকে আঁকড়ে ধরলেন, ও তাঁকে বললেন, 'হে অল্পবিশ্বাসী, কেন সন্দেহ করলে?' আর তাঁরা নৌকায় ওঠামাত্র বাতাস পড়ে গেল। যাঁরা নৌকায় ছিলেন, তাঁরা তাঁর সামনে প্রণিপাত করে বললেন, 'সত্যি, আপনি ঈশ্বরের পুত্র।'

সাধু আগস্তিনের উপদেশাবলি **উপদেশ ৭৬:১,৪,৫,৬,৮,৯**

প্রভু, আমাকে ত্রাণ করুন

আজকের সুসমাচার এ বর্ণনা দেয় যে, প্রভু যীশু সমুদ্রের জলের উপর দিয়ে হাঁটলেন, ও প্রেরিতদূত পিতর জলের উপর দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে ভয়ের কারণে সন্দেহ করলেন; এমনকি, সেই সন্দেহের ফলে ডুবে যাচ্ছিলেন, কিন্তু আস্থা ফিরে পেলেই আবার ভেসে উঠলেন। এতে আমরা উপলব্ধি করি, সমুদ্র হল সংসার ও পিতর হলেন অদ্বিতীয় মণ্ডলীর প্রতীক। কেননা প্রেরিতদূতদের প্রধান ও খ্রীষ্টপ্রেমে অধিক উদারমনা সেই পিতর নিজেই সকলের নামে বারবার একা উত্তর দিলেন। যখন যীশু জিজ্ঞাসা করলেন, তাঁর বিষয়ে লোকে কী বলছিল, তখন শিষ্যেরা লোকদের অভিমত ব্যক্ত করতে করতে প্রভু আবার জিজ্ঞাসা করলে *আমি কে, এবিষয়ে তোমরা কী বল?* পিতরই উত্তরে বললেন, *আপনি সেই খ্রীষ্ট, জীবনময় ঈশ্বরের পুত্র।* অন্যদের হয়ে উত্তর দেওয়ায় তিনি ঐক্যই ব্যক্ত করলেন।

এসো, মণ্ডলীর এ সভ্যের কথা ভেবে দেখে আমরা তাঁর মধ্যে ঈশ্বরেরই যা, ও আমাদেরই যা, তা নির্ণয় করি। এভাবে আমরা সন্দেহমুক্ত হতে শিখব, এবং শৈলেই দৃঢ়স্থাপিত হয়ে বাতাস, বর্ষা ও নদনদীর বিরুদ্ধে অর্থাৎ এসংসারের প্রলোভনের বিরুদ্ধে অটল হয়ে দাঁড়াব। সুতরাং, যিনি সেসময়ে আমাদের সকলেরই প্রতীক ছিলেন, সেই পিতরের ব্যবহার লক্ষ কর: একসময়ে তিনি আশাবাদী, একসময়ে সন্দেহপূর্ণ, একসময়ে নিজেকে অমর মনে করেন, আবার একসময়ে মরতে ভয় করেন। যেহেতু মণ্ডলী শক্তিশালীদের ও দুর্বলদের নিয়ে গঠিত, সেজন্য একথা অনিবার্য যে, উভয় শ্রেণির লোক উপস্থিত থাকবে।

আপনি ঈশ্বরের সেই খ্রীষ্ট, পিতরের এ ঘোষণা শক্তিশালীদের ব্যবহার ব্যক্ত করে; তিনি যখন ভীত ও সন্দেহপূর্ণ, জীবনকে অস্বীকার ক'রে মৃত্যুর কথার সামনে বিচলিত, ও এমন ইচ্ছা প্রকাশ করেন খ্রীষ্ট যেন যন্ত্রণা ভোগ না করেন, তখন, মণ্ডলীভুক্তদের মধ্যে যারা দুর্বল, তাদেরই প্রতীক হয়ে দাঁড়ান।

প্রভু, যদি আপনি হন, তবে আদেশ করুন, আমি যেন জলের উপর দিয়ে হেঁটে আপনার কাছে আসতে পারি—এ উক্তির অর্থ এরূপ: প্রভুর আদেশে পিতর সুন্দরভাবেই জলের উপর দিয়ে হাঁটলেন, কারণ সচেতন ছিলেন যে, স্বশক্তিতে তিনি তা করতে অক্ষম। মানব দুর্বলতার পক্ষে যা অসাধ্য, তিনি বিশ্বাস দ্বারাই তা সাধন করলেন। এরাই মণ্ডলীর শক্তিশালীরা: মানবেশ্বর আদেশ দিন আর মানুষ অসাধ্য যত কিছুই সাধন করতে পারবে। তিনি বললেন, *এসো! তাই পিতর নৌকা থেকে বের হয়ে জলের উপর দিয়ে যীশুর দিকে চলতে লাগলেন।* যিনি শৈল, তিনি আদেশ দেওয়ায়ই পিতর তা করতে পারলেন। দেখ, প্রভুতে পিতর কী হলেন। তবে নিজে থেকে তিনি কী ছিলেন? *বাতাস দেখে তিনি ভয় পেলেন, ও ডুবে যেতে যেতে চিৎকার করে বলে উঠলেন, প্রভু,*

আমাকে ত্রাণ করুন! তাহলে দেখা যাচ্ছে, যখন তিনি প্রভুতে আস্থা রাখলেন, তখন তাঁর কাছ থেকে শক্তি পেলেন; যখন মানুষ হিসাবে টলমল হলেন, তখন আবার প্রভুর দিকে ফিরলেন, ও প্রভু আপন ডান হাতের সহায়তা তাঁকে সঙ্গে সঙ্গেই দান করে ডোবা অবস্থা থেকে বাঁচিয়ে তাঁকে ধরলেন ও তাঁর সন্দেহের জন্য তাঁকে ভর্ৎসনা করলেন: *হে অল্পবিশ্বাসী!*

এসো ভাইবোনেরা, শেষ করি। একথা চিন্তা কর যে, সংসার সমুদ্রেরই মত: ভীষণ বাতাস, তীব্র ঝড়ঝঞ্ঝা। প্রত্যেকজনের পক্ষে তার নিজের বিশৃঙ্খল ভাবাবেগই ঝড়। তুমি ঈশ্বরকে ভালবাসলে, তবে সমুদ্রের উপর দিয়ে হেঁটে চল, সংসারের রোষ তোমার পদতলে থাকবে। তুমি সংসারকে ভালবাসলে, তবে সংসারই তোমার উপরে ঝাঁপিয়ে তোমাকে বয়ে নিয়ে যাবে, কারণ যারা সংসারকে ভালবাসে, সংসার তাদের সুস্থির করতে জানে না, তাদের কবলিতই করে। তাহলে যখন তোমার হৃদয় নানা ভাবাবেগে আলোড়িত হয়, তখন তা জয় করার জন্য খ্রীষ্টের ঈশ্বরত্বকেই ডাক; আর তোমার পা টলমল হলে, তোমার মনের মধ্যে সন্দেহ দেখা দিলে, একটা কিছু অতিক্রম করতে না পারলে, ডুবে যেতে লাগলেই বলে ওঠ: *প্রভু, আমাকে ত্রাণ করুন!* কেননা যিনি নিজের দেহে তোমার জন্য মৃত্যু বরণ করলেন, কেবল তিনিই দেহজনিত মৃত্যু থেকে তোমাকে মুক্ত করতে পারেন।

খ বর্ষ - যোহন ৬:৪১-৫১

> ইহুদীরা যীশুর বিরুদ্ধে গজগজ করতে লাগল, যেহেতু তিনি বলেছিলেন, আমিই সেই রুটি, যা স্বর্গ থেকে নেমে এসেছে; তারা বলছিল, 'লোকটা কি যোসেফের ছেলে সেই যীশু নয়, যার মাতাপিতাকে আমরা জানি? তাহলে সে কেমন করে বলতে পারে, আমি স্বর্গ থেকে নেমে এসেছি?'
>
> উত্তরে যীশু তাদের একথা বললেন, 'নিজেদের মধ্যে গজগজ করো না। পিতা, যিনি আমাকে পাঠিয়েছেন, তিনি আকর্ষণ না করলে কেউই আমার কাছে আসতে পারে না, আর তাকেই আমি শেষ দিনে পুনরুত্থিত করব। নবীদের পুস্তকে লেখা আছে, তারা সকলে স্বয়ং ঈশ্বরের কাছ থেকে শিক্ষা পাবে। যে কেউ পিতার কাছ থেকে শুনেছে ও শিক্ষা পেয়েছে, সে-ই আমার কাছে আসে। কেউ যে পিতাকে দেখেছে, তা নয়, যিনি ঈশ্বরের কাছ থেকে আগত, কেবল তিনিই পিতাকে দেখেছেন। আমি তোমাদের সত্যি সত্যি বলছি, যে কেউ বিশ্বাস করে, সে অনন্ত জীবন পেয়ে গেছে।
>
> আমিই সেই জীবন-রুটি। তোমাদের পিতৃপুরুষেরা মরুপ্রান্তরে মান্না খেয়েছিলেন, তবুও তাঁরা মারা গেছেন। এটিই সেই রুটি যা স্বর্গ থেকে নেমে আসছে, যেন মানুষ তা খেতে পারে আর মরে না যায়। আমিই সেই জীবনময় রুটি, যা স্বর্গ থেকে নেমে এসেছে: যদি কেউ এই রুটি খায়, তবে সে অনন্তকাল জীবিত থাকবে, আর আমি যে রুটি দান করব, তা আমার নিজের মাংস—জগতের জীবনের জন্য!'

যোহন-রচিত সুসমাচারে দৈত্জের মঠাধ্যক্ষ রুপার্টের ব্যাখ্যা **৬ষ্ঠ পুস্তক ৫১-৫২**

আমি যে রুটি দান করব
তা আমার মাংস, জগতের জীবনের জন্য

আমিই সেই জীবনময় রুটি, যা স্বর্গ থেকে নেমে এসেছে: যদি কেউ এই রুটি খায়, তবে সে অনন্তকাল জীবিত থাকবে; কারণ যারা আমার পিতার নিমন্ত্রিত হয়েছিল, তাদের আদিপুরুষ যে নিষিদ্ধ খাদ্য খেয়েছিলেন, তারা সেই খাদ্যের কারণে মৃত্যু দ্বারা বিনষ্ট হয়েছিল; তাদের আত্মা এখন পাতালে, ও তাদের মৃতদেহ সমাধিতেই রয়েছে, আর স্বর্গদূতদের খাদ্য যে আমি, এই আমিও

বিনষ্ট হব। আর যে খাদ্য স্বর্গদূতেরা খান, তা নিয়ে আমি সেই পাতালে নেমে যাব যেখানে আত্মাগুলো ক্ষুধার্ত, কিন্তু যেমন যোনা সেই প্রকাণ্ড মাছের পেটে তিন দিন তিন রাত যাপন করলেন, তেমনি দেহে আমি তিন দিন তিন রাত ধরে সেই পৃথিবীর মাটিগর্ভে লুকিয়ে থাকব যেখানে তাদের মৃতদেহ সমাহিত। এভাবে আত্মাগুলো ঈশ্বরের দর্শনের উদ্দেশে পুনঃসৃষ্ট হবে, এবং বহু মৃতদেহ এখন, আর অন্যান্য গুলো ভাবী যুগেই পুনরুজ্জীবিত হবে।

পরিশেষে, দেহে যারা এখনও এ নিম্নলোকে রয়েছে, তাদের কাছে এ রুটি এমনভাবে দান করা হবে যা জীবিতদের জন্যই উপযোগী, অর্থাৎ কিনা রুটি ও আঙুররসের সেই সত্যকার যজ্ঞে দান করা হবে, যা মেল্কিসেদেকের রীতি অনুসারে।

আর আমি যে রুটি দান করব, তা আমার নিজের মাংস—জগতের জীবনের জন্য! এ তো সবচেয়ে মহা সান্ত্বনা সেই দীনহীনদের জন্য, যাদের কাছে পবিত্র আত্মা আমার উপর নেমে আসার সময়ে শুভসংবাদ প্রচার করতে আমাকে প্রেরণ করেছিলেন; যাচনা করে আমি পিতার কাছ থেকে যাদের উত্তরাধিকার ও সম্পদ রূপে পাব, পৃথিবী জুড়ে বিস্তৃত সেই সকল জাতির জন্য এ হবে সর্বোত্তম ও অতুলনীয় আনন্দের কারণ। আর যাদের কাছে পিতা আমাকে প্রেরণ করেছেন, তাদের পিতৃপুরুষদের চেয়ে তারা কম খাদ্য পাবে না—তারা এ জীবন-রুটিই পাবে যা পিতা নিজেই দান করেছেন ও আপন মুদ্রাঙ্কনে যা চিহ্নিত করেছেন। বস্তুতপক্ষে নিজেকে দিয়ে তাদের পরিতৃপ্ত করতে আমি তাদের কাছে নেমে যাবার পর, আরও, পাতাল আমাকে কামড় দেওয়ায় আমি নিজেই পাতালের কামড় ও তার গর্ভে নিহিত সেই মৃত্যুর মৃত্যু হওয়ার পর, আরও, জীবন ফিরিয়ে দিতে আমি সেই সকল ক্ষুধার্ত ধার্মিক ও পুণ্যজনদের কাছে এসে উপস্থিত হবার পর আমি, যারা বাকি রয়েছে, তাদের সেই রুটি দান করব, যে রুটির মধ্যে আমার নিজের মাংস বাস্তবরূপে উপস্থিত, অর্থাৎ সেই দেহকে দান করব, যে দেহ সেই প্রকাণ্ড মাছের পেট থেকে বেরিয়ে এসে রোগমুক্ত ও অক্ষুণ্ণ হয়ে পিতার ডান পাশে চিরকালের মত অবস্থান করবে। এ সংসারে জীবিত সকল মানুষ মানবোপযোগী ভাবে স্বর্গদূতদের খাদ্যই খেতে পারবে—আমি নিজেই তাদের এ খাদ্য দান করব, ও পিতা নিজেই এ খাদ্য তাদের সকলকে দান করে থাকবেন যারা এ পৃথিবীর আর নয়, তারা যেন তা খেয়ে পুনরুত্থান করতে পারে—এখন আত্মায়, শেষ দিনে দেহেও।

আর আমি যে রুটি দান করব, তা আমার নিজের মাংস—জগতের জীবনের জন্য! আর পিতা সত্যিই স্বর্গদূতদের রুটি দান করলেন, সেই রুটি যেন দেহধারণ করে মৃতদের জীবন ফিরিয়ে দেবার জন্য মরতে পারে। এ স্বর্গীয় রুটি আমাদের পার্থিব এমন এক রুটি দান করে যা নিজের মাংসে মানুষকে রূপান্তরিত করে, যারা তা খায়, তারা যেন অনন্ত জীবন লাভ করতে পারে। এভাবে যিনি স্বর্গদূতদের রুটি, সেই বাণী যেমন মাংসে পরিণত না হয়ে বরং দেহধারণ করায়ই মাংস হলেন, তেমনি মাংস-হওয়া-বাণী এখন দৃশ্য রুটি হন—তিনি রুটিতে পরিণত হন এমন নয়, তিনি বরং সেই রুটি ধারণ করে তা নিজের ব্যক্তিত্বের ঐক্যেই স্থানান্তর করেন। ফলত, ব্যক্তিত্বের ঐক্য ক্ষেত্রে আমরা যেমন কুমারী মারীয়া থেকে জাত আমাদেরই মাংসে তাঁকে প্রকৃত ঈশ্বর বলে স্বীকার করি, তেমনি পূর্ণ ও কাথলিক বিশ্বাসের সঙ্গে আমরা স্বীকার করি যে, বাণীর অদৃশ্য ঈশ্বরত্ব দ্বারা নিজের মাংসে গৃহীত ও রূপান্তরিত এ দৃশ্য রুটি প্রকৃতপক্ষেই খ্রীষ্টের দেহ। কেননা তিনি বললেন: আমি যে রুটি দান করব, তা আমার নিজের মাংস—জগতের জীবনের

জন্য; অর্থাৎ সাপ যে প্রাচীন খাদ্য খেতে প্ররোচনা দিয়েছিল, সেই খাদ্যসূচিত আদিপাপ দীক্ষাস্নানে ধৌত করে মুক্তিপ্রাপ্ত জগৎ যেন তা খেয়ে জীবন পায়।

গ বর্ষ - লুক ১২:৩২-৪৮

সেসময়ে যীশু তাঁর শিষ্যদের বললেন, 'হে ক্ষুদ্র মেষপাল, ভয় করো না, কারণ সেই রাজ্য তোমাদেরই দিতে তোমাদের পিতা প্রসন্ন হয়েছেন।

তোমাদের যা যা আছে, তা বিক্রি করে অভাবীদের দান কর। নিজেদের জন্য এমন থলি তৈরি কর, যা জীর্ণ হয় না; স্বর্গে অক্ষয় ধন জমিয়ে রাখ, যেখানে চোর কাছে আসে না, পোকাতেও ধরে ক্ষয় করে না; কেননা যেখানে তোমাদের ধন, সেইখানে তোমাদের হৃদয়ও থাকবে।

তোমরা কোমর বেঁধে ও প্রদীপ জ্বালিয়ে প্রস্তুত থাক; এমন লোকদের মত হও, যারা নিজেদের প্রভুর অপেক্ষায় থাকে, তিনি বিবাহভোজ থেকে কবে ফিরে আসবেন, যেন তিনি এসে দরজায় আঘাত করলেই তারা সঙ্গে সঙ্গে তাঁর জন্য দরজা খুলে দিতে পারে। সুখী সেই দাসেরা, প্রভু এসে যাদের জাগ্রত পাবেন। আমি তোমাদের সত্যি বলছি, তিনি কোমর বেঁধে তাদের ভোজে আসন দেবেন, ও ঘুরে ঘুরে তাদের পরিবেশন করবেন। যদি রাতদুপুরে কিংবা ভোরের আগে এসে তিনি তাদের এভাবেই পান, তবে তারা সুখী। এবিষয়ে নিশ্চিত হও যে, চোর কোন্ সময় আসবে, গৃহকর্তা যদি তা জানত, তবে জেগে থাকত, নিজের ঘরে সিঁধ কাটতে দিত না। তোমরাও প্রস্তুত থাক, কেননা যে ক্ষণ তোমরা কল্পনা করবে না, সেই ক্ষণে মানবপুত্র আসবেন।'

পিতর বললেন, 'প্রভু, আপনি কি আমাদের, না সকলকেই লক্ষ করে এই উপমা-কাহিনী শোনাচ্ছেন?' প্রভু বললেন, 'কে সেই বিশ্বস্ত ও বুদ্ধিমান গৃহাধ্যক্ষ, যাকে তার প্রভু নিজ পরিবার-পরিজনদের উপরে নিযুক্ত করবেন, উপযুক্ত সময়ে সে যেন তাদের খোরাকের ব্যবস্থা করে? সুখী সেই দাস, যাকে তার প্রভু এসে তার নিজের কাজে ব্যস্ত পাবেন। আমি তোমাদের সত্যি বলছি, তিনি তাকে নিজের সবকিছুর অধ্যক্ষ করে নিযুক্ত করবেন। কিন্তু সেই দাস যদি মনে মনে বলে, আমার প্রভুর আসতে আরও দেরি আছে, আর যদি দাস-দাসীকে মারতে, খাওয়া-দাওয়া করতে ও মাতাল হতে শুরু করে, তবে যেদিন সে প্রত্যাশা করে না ও যে ক্ষণ সে কল্পনা করে না, সে-দিন সে-ক্ষণেই সেই দাসের প্রভু আসবেন, এবং টুকরো টুকরো করে তাকে অবিশ্বস্তদের ভাগ্যের সহভাগী করবেন।

আর সেই দাস, যে নিজের প্রভুর ইচ্ছা জেনেও অপ্রস্তুত হয় ও তাঁর ইচ্ছা অনুযায়ী কোন কাজ করেনি, সে যথেষ্ট পরিমাণেই মার খাবে; অপরদিকে যে দাস না জেনে মার খাবার যোগ্য কোন কাজ করেছে, সে কম পরিমাণে মার খাবে। যাকে বেশি দেওয়া হয়েছে, তার কাছ থেকে বেশি দাবি করা হবে; যাকে বেশি দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে, তার কাছ থেকে বেশি চেয়ে নেওয়া হবে।'

১১৮ নং সামসঙ্গীতে সাধু আম্ব্রোজের ব্যাখ্যা **১৫:১১-১৩**

ঈশ্বরের বাণীই হোক আমাদের পথের আলো

বিশ্বাস হোক তোমার যাত্রার সঙ্গী, ঐশশাস্ত্র হোক তোমার পথ। ঈশ্বরের বাণী উত্তম পথদিশারী। তেমন প্রদীপের শিখায়ই তোমার আলো জ্বালাও, যাতে তোমার দেহের প্রদীপ তথা তোমার মনশ্চক্ষু আলোকিত হয়। তোমার বহু প্রদীপ আছে; সবগুলোকেই জ্বালাও, কারণ তোমাকে বলা হয়েছে: *কোমর বেঁধে ও প্রদীপ জ্বালিয়ে প্রস্তুত থাক।* অন্ধকার যেখানে বহু বিস্তারিত, সেখানে বহু প্রদীপের প্রয়োজন, এবং তেমন অন্ধকারেই তোমাদের সৎকর্মের আলো উজ্জ্বল হবার কথা। এগুলোই সেই প্রদীপ যেগুলো বিধান আদেশ করেছিল সন্ধি-তাঁবুতে অবিরতই জ্বলন্ত থাকবে। সেই

সন্ধি-তাঁবু ছিল আমাদের দেহের প্রতীক, যে দেহে সেই খ্রীষ্ট এলেন, যিনি আমাদের আত্মা মৃত্যুজনক যত কর্ম ও যত কালিমা থেকে পরিশুদ্ধ করার জন্য *মহত্তর ও সিদ্ধতর তাঁবুটির মধ্য দিয়ে, নিজেরই রক্তের মধ্য দিয়ে, একবারই, চিরকালের মত, পবিত্রধামে প্রবেশ করেছেন।* এখন, আমাদের এই যে দেহ নিজ কাজকর্মের ফল দ্বারা আমাদের গোপন চিন্তা প্রকাশ করে, আমাদের সেই দেহে আমাদের সদ্‌গুণাবলির উজ্জ্বল আলো প্রদীপের মতই উদ্ভাসিত হওয়া চাই: এগুলোই তো সেই জ্বলন্ত প্রদীপ যা ঈশ্বরের মন্দির দিন রাত উদ্ভাসিত করে। তুমি যদি তোমার দেহ ঈশ্বরের মন্দির রূপে রক্ষা কর, তোমার অঙ্গগুলো যদি খ্রীষ্টেরই অঙ্গ হয়, তবে তোমার সমস্ত সদ্‌গুণ উজ্জ্বল আলোতেই উজ্জ্বল, ও পাপ ছাড়া এমন কেউ নেই যে তা নিবাতে পারবে। তেমন শুদ্ধ হৃদয় ও সরল ভাবের আলোতেই আমাদের পর্বগুলো উদ্ভাসিত হোক!

তাই তোমার প্রদীপ নিত্যই উজ্জ্বল হোক। খ্রীষ্ট তাদেরও ভর্ৎসনা করেন, প্রদীপ থাকলেও যারা তা জ্বালিয়ে রাখে না; তাঁর বাণী: *কোমর বেঁধে ও প্রদীপ জ্বালিয়ে প্রস্তুত থাক।* এ আলো কেবল অল্প সময়ের মতই ভোগ করব এমনটি নয়। গির্জায় বাণী শুনে আনন্দ পেয়ে যে বেরিয়ে গিয়ে সবকিছু ভুলে যায় ও অসতর্ক থাকে, সে-ই এ আলো অল্প সময়ের মত ভোগ করে। তেমন ব্যক্তি নিজ ঘরে বিনা আলোয় চলে, সুতরাং খ্রীষ্টের নয়, শয়তানেরই পোশাকে সজ্জিত হয়ে সে অন্ধকারে থাকে ও অন্ধকারময় কাজ সাধন করে। তেমনটি ঘটে যখন বাণীর প্রদীপ নিভে থাকে। এসো, আমরা যেন প্রভুর বাণী কখনও অবহেলা না করি, কারণ আমাদের পক্ষে এ বাণীই সমস্ত সদ্‌গুণের উৎস ও শুভকর্মের অগ্রগতি স্বরূপ।

দেহের অঙ্গগুলি যখন বিনা আলোতে ভাল মত সক্রিয় হতে পারে না—বাস্তবিকই আমরা পায় হোঁচট খাই ও হাতে ভুল বস্তু স্পর্শ করি—তখন আত্মার পদক্ষেপ ও মনের চিন্তাধারা বাণীর আলোতে আর কতই না আলোকিত হওয়া চাই! টমাস যেমন প্রভুর পুনরুত্থানের দাগ স্পর্শ করেছিলেন, তেমনি বাণীর আলোয় আত্মার হাত ভুল করে না। এ প্রদীপ প্রতিটি কথায় ও প্রতিটি কাজে জ্বলন্ত থাকুক। আন্তরিক কি বাহ্যিক আমাদের সমস্ত পদক্ষেপ তারই দিকে ধাবিত হোক।

২০শ রবিবার

ক বর্ষ - মথি ১৫:২১-২৮

সেসময় সেই জায়গা ছেড়ে যীশু তুরস ও সিদোন প্রদেশের দিকে চলে গেলেন। আর হঠাৎ ওই অঞ্চলের একজন কানানীয় স্ত্রীলোক এসে চিৎকার করতে লাগল, 'প্রভু, দাউদসন্তান, আমার প্রতি দয়া করুন, আমার মেয়েটি একটা অপদূত দ্বারা নিষ্ঠুরভাবে উৎপীড়িতা।' তিনি কিন্তু তাকে উত্তরে কিছুই বললেন না।

তখন তাঁর শিষ্যেরা কাছে এসে তাঁকে অনুরোধ করে বললেন, 'একে বিদায় দিন, কেননা এ আমাদের পিছু পিছু চিৎকার করছে।' তিনি উত্তরে বললেন, 'আমি কেবল ইস্রায়েলকুলের হারানো মেষগুলির কাছেই প্রেরিত হয়েছি।' কিন্তু স্ত্রীলোকটি এগিয়ে এসে তাঁর সামনে প্রণিপাত করে থাকল; বলল 'প্রভু, আমাকে সাহায্য করুন।' তিনি উত্তরে বললেন, 'সন্তানদের খাদ্য নিয়ে কুকুরশাবকদের কাছে ফেলে দেওয়া মানায় না।' তাতে সে প্রতিবাদ করে বলল, 'হ্যাঁ, প্রভু, তবু কুকুরশাবকেরাও নিজেদের মনিবের টেবিল থেকে যে খাবারের টুকরো পড়ে তা খায়।' তখন যীশু উত্তরে তাকে বললেন, 'নারী, তোমার এ বিশ্বাস সত্যি গভীর: তোমার যা ইচ্ছা, তা-ই হোক।' আর সেই মুহূর্ত থেকে তার মেয়েটি সুস্থ হল।

প্রভু সেই নারীকে তার বিশ্বাসের যোগ্য পুরস্কার দিলেন

ধর্মময়তার জন্য ক্ষুধার্ত ও তৃষ্ণার্ত যারা, তারাই সুখী, কারণ তারাই পরিতৃপ্ত হবে। যারা পুণ্যজীবন যাপন করে ও খ্রীষ্টকে ভালবাসে, তাদের পক্ষে এ প্রয়োজন যে, তারা তেমন খাদ্যেরই বাসনা করবে ও প্রার্থনা করে একথা বলবে: *হরিণী যেমন জলস্রোতের আকাঙ্ক্ষায় ব্যাকুল, তেমনি, হে পরমেশ্বর, তোমারই জন্য তৃষিত আমার প্রাণ।*

আমার ভাইবোনেরা, এ পৃথিবীতে আমাদেরও ইন্দ্রিয় দমন করা ও ঈশ্বরের প্রতি বিশ্বাস ও ভক্তির সঙ্গে জীবনময় রুটির আকাঙ্ক্ষা করা দরকার; কেননা আমরা জানি, বিশ্বাস ছাড়া এ রুটির অংশীদার হওয়া সম্ভব নয়। স্বয়ং ত্রাণকর্তা সকলকে নিজের কাছে আহ্বান করে বললেন: *কেউ যদি তৃষ্ণার্ত হয়, সে আমার কাছে এসে পান করুক,* ও তখনই সেই বিশ্বাস বিষয়ে কথা বলতে লাগলেন, যে বিশ্বাস ছাড়া কেউই তেমন খাদ্যের কাছে যেতে পারে না: *যে আমার প্রতি বিশ্বাসী—শাস্ত্রে যেমন লেখা আছে—জীবনময় জলের নদনদী তার অন্তর থেকে প্রবাহিত হবে।* এজন্য তিনি বিশ্বাসী তাঁর সেই সকল শিষ্যকে নিজ বাণীর পুষ্টিতে পুষ্ট করতেন, ও নিজ ঈশ্বরত্বের উপস্থিতিতে তাঁদের জীবন দান করতেন।

কিন্তু যে কানানীয় নারী তখনও বিশ্বাসে আসেনি, তার কাছে তিনি উত্তর দিতেও সাহস করেননি—অথচ সেই নারীর পক্ষে তাঁর সাহায্য খুবই প্রয়োজন ছিল! ঘৃণার খাতিরেই প্রভু সেভাবে ব্যবহার করলেন এমন নয়, অন্যথা তিনি তুরস ও সিদোনের অঞ্চলে যেতেন না; তিনি বরং সেভাবে ব্যবহার করলেন কারণ সেই নারী তখনও বিশ্বাসী ছিল না ও বিদেশিনী হওয়ায় তার দাবি করার কোন অধিকার ছিল না।

ভাইবোনেরা, তিনি ন্যায়সঙ্গত ভাবেই ব্যবহার করলেন; কেননা বিশ্বাস গ্রহণ করার আগে প্রার্থনা করা বৃথা: প্রার্থনা বিশ্বাস দ্বারাই উদ্দীপিত হওয়া চাই। ঈশ্বরের কাছে যে যাচনা করে, তার পক্ষে বিশ্বাস করাই হল প্রথম শর্ত; তবেই প্রার্থনায় সে সাড়া পাবে। প্রেরিতদূত বলেন, *বিনা বিশ্বাসে তাঁর প্রীতির পাত্র হওয়া সম্ভব নয়।* সুতরাং সেই নারীর তখনও বিশ্বাস ছিল না ও বিদেশিনী ছিল বিধায় খ্রীষ্ট একটা প্রবাদবাক্যের মধ্য দিয়ে নিজ অভিমত প্রকাশ করলেন: *সন্তানদের খাদ্য নিয়ে কুকুরশাবকদের কাছে ফেলে দেওয়া মানায় না।* কিন্তু তবুও তিনি যাকে এত তিক্ত কথা দ্বারা নমিত করেছিলেন, তাকে বিধর্মী অবস্থা থেকে মুক্ত করে বিশ্বাসে চালিত করলেন, ও তার সঙ্গে কুকুর আর নয়, মানুষ জ্ঞানেই ব্যবহার করে তিনি তাকে উদ্দেশ করে বললেন, *তোমার এ বিশ্বাস সত্যি গভীর।* নারী বিশ্বাস করলেই তিনি তার বিশ্বাসের পুরস্কার দিয়ে এ কথাও বললেন, *তোমার যা ইচ্ছা, তা-ই হোক। আর সেই মুহূর্ত থেকে তার মেয়েটি সুস্থ হল।*

খ বর্ষ - যোহন ৬:৫১-৫৮

> কাফার্নাউমের সমাজগৃহে একদিন যীশু বললেন, 'আমিই সেই জীবনময় রুটি, যা স্বর্গ থেকে নেমে এসেছে: যদি কেউ এই রুটি খায়, তবে সে অনন্তকাল জীবিত থাকবে, আর আমি যে রুটি দান করব, তা আমার নিজের মাংস—জগতের জীবনের জন্য!'
>
> এতে ইহুদীরা নিজেদের মধ্যে তর্ক করতে লাগল; তারা বলছিল, 'লোকটা কী করে তার নিজের মাংসটা আমাদের খেতে দিতে পারে?' যীশু তাদের বললেন, 'আমি তোমাদের সত্যি সত্যি বলছি, তোমরা যদি

মানবপুত্রের মাংস না খাও ও তাঁর রক্ত পান না কর, তবে তোমাদের অন্তরে কোন জীবন নেই। যে কেউ আমার মাংস খায় ও আমার রক্ত পান করে, সে অনন্ত জীবন পেয়ে গেছে, আর আমি শেষ দিনে তাকে পুনরুত্থিত করব; কারণ আমার মাংস প্রকৃত খাদ্য ও আমার রক্ত প্রকৃত পানীয়। যে কেউ আমার মাংস খায় ও আমার রক্ত পান করে, সে আমাতে বসবাস করে আর আমি তার অন্তরে বসবাস করি। যেভাবে জীবনময় পিতা আমাকে প্রেরণ করেছেন, আর আমি পিতারই জন্য জীবিত, সেইভাবে যে আমাকে খায়, সে আমার জন্যই জীবিত থাকবে। এটিই সেই রুটি, যা স্বর্গ থেকে নেমে এসেছে—পিতৃপুরুষেরা যা খেয়েছিলেন, এই রুটি সেই রুটির মত নয়, তাঁরা তো মারা গেছেন; যে কেউ এই রুটি খায়, সে অনন্তকাল জীবিত থাকবে।'

যাত্রাপুস্তকে আলেকজান্দ্রিয়ার বিশপ সাধু সিরিলের ব্যাখ্যা **২য় পুস্তক ৩**

আমাদের প্রভু যীশু অনন্ত জীবনের জন্যই আমাদের খাদ্য দান করেন

যেভাবে জীবনময় পিতা আমাকে প্রেরণ করেছেন, আর আমি পিতারই জন্য জীবিত, সেইভাবে যে আমাকে খায়, সে আমার জন্যই জীবিত থাকবে। এটিই সেই রুটি, যা স্বর্গ থেকে নেমে এসেছে—পিতৃপুরুষেরা যা খেয়েছিলেন, এই রুটি সেই রুটির মত নয়, তাঁরা তো মারা গেছেন; যে কেউ এই রুটি খায়, সে অনন্তকাল জীবিত থাকবে।

আমি মনে করি, মান্না হল খ্রীষ্টের সেই শিক্ষা ও দানগুলির পরদা ও প্রতীক স্বরূপ, যেগুলি ঊর্ধ্ব থেকে আগত ও যেগুলিতে পার্থিব বলতে কিছু নেই, এমনকি যেগুলি নিম্নলোকের এ এখানকার ভক্তিহীনতার প্রতি সম্পূর্ণরূপে বিরুদ্ধ, ও মানুষদের শুধু নয়, স্বর্গদূতদেরও খাদ্য স্বরূপ। কেননা নিজেকে প্রকাশ করায় পুত্র আমাদের কাছে পিতাকেই প্রকাশ করেছেন, ও তাঁর মধ্য দিয়ে আমরা সেই সম্পর্ক বিষয় অবগত হয়েছি, যে সম্পর্ক পবিত্রতম ও সমসত্তাসম্পন্ন ত্রিত্বের বুকে বিদ্যমান। এভাবে আমরা সদ্‌গুণের সমস্ত পথ ধরেই চালিত।

এ সমস্ত তত্ত্ব বিষয়ে সঠিক ও সরল জ্ঞান হল আমাদের আত্মার খাদ্য; আর প্রকৃতপক্ষে তেমন শিক্ষা দিবালোকেই খ্রীষ্ট দ্বারা অধিক মাত্রায় আমাদের দান করা হল।

মান্নাও পিতৃপুরুষদের কাছে দিবালোকে ও দিনের জ্যোতিতে দেওয়া হয়েছিল; কেননা—যেমনটি লেখা আছে—বিশ্বাসী এ আমাদের উপরে ইতিমধ্যে দিনের উদয় হয়েছে, ও প্রভাতী তারা সকলের হৃদয়ে আবির্ভূত হয়েছে। ধর্মময়তার সূর্য সেই খ্রীষ্ট আমাদের কাছে আত্মিক মান্না দান করেন, ও পার্থিব মান্নার বেলায় যা প্রতীক ছিল, এ মান্নার বেলায় তা বাস্তব।

একথা খ্রীষ্ট নিজেই তখন সপ্রমাণ করলেন, যখন ইহুদীদের একথা বললেন, *তোমাদের পিতৃপুরুষেরা মরুপ্রান্তরে মান্না খেয়েছিলেন, তবুও তাঁরা মারা গেছেন।* তিনিই সেই রুটি যা স্বর্গ থেকে নেমে আসছে, যে কেউ তা খায় তার যেন মৃত্যু না হয়: *আমিই সেই জীবনময় রুটি, যা স্বর্গ থেকে নেমে এসেছে: যদি কেউ এই রুটি খায়, তবে সে অনন্তকাল জীবিত থাকবে, আর আমি যে রুটি দান করব, তা আমার নিজের মাংস—জগতের জীবনের জন্য!* ভালবাসার আজ্ঞাগুলি ও নিজ দানগুলি দ্বারাই খ্রীষ্ট অনন্ত জীবনের জন্য আমাদের খাদ্য দান করেন। অতএব, তিনিই প্রকৃত মান্না—যে মান্না ঐশ্বরিক ও জীবনদায়ী।

এই রুটি যে খাবে, সে ভাবী ক্ষয়ের অধীন হবে না, মৃত্যুকেও এড়াবে; কিন্তু যাঁরা পার্থিব মান্না খেয়েছিলেন, তাঁদের বেলায় তা হয়নি, কারণ সেই মান্না পরিত্রাণের রুটি নয়, বাস্তবতার এক

দৃষ্টান্তমাত্র ছিল। স্বর্গ থেকে মান্না বর্ষণ করিয়ে ঈশ্বর এ আদেশ দিয়েছিলেন, প্রত্যেকজন নিজ ক্ষুধা মেটাতে যতটুকু প্রয়োজন, ততটুকু কুড়াবে; ইচ্ছা করলে সে নিজের তাঁবুর লোকদের জন্যও কুড়াতে পারবে: *তোমরা প্রত্যেকজন যে যতটা খেতে পার, সেই অনুসারে তা কুড়িয়ে নাও; তোমরা প্রত্যেকজন নিজ নিজ তাঁবুর লোকসংখ্যা অনুসারে তা কুড়িয়ে নাও। তোমরা কেউ যেন সকাল পর্যন্ত এর কিছুই না রাখ।*

সুসমাচারের ঐশ্বরিক শিক্ষায় পরিপূর্ণ হওয়া আমাদের একান্ত প্রয়োজন। এজন্য খ্রীষ্ট ছোট বড় সকলেরই মধ্যে নিজ অনুগ্রহ সমানভাবে বিতরণ করলেন, আর তিনি সকলকেই জীবনের উদ্দেশে পরিপুষ্ট করে থাকেন। সকলের সঙ্গে তিনি দুর্বলদেরও একত্র করতে চান, কেননা তাঁর ইচ্ছাই, এক একজন ভাইদের জন্য শ্রম করবে, যাতে স্বর্গীয় অনুগ্রহের সহভাগী হবার জন্য সকলে পরস্পরকে সাহায্য করে। এবিষয়ে তিনি প্রেরিতদূতদের আ বলেছিলেন: *তোমরা বিনামূল্যে পেয়েছ, বিনামূল্যেই দান কর।* এজন্য যাঁরা নিজেদের জন্য যা যা বেশি পেয়েছিলেন, তাঁরা তৎপরতার সঙ্গে নিজেদের তাঁবুর লোকদের মধ্যে তথা মণ্ডলীরই লোকদের মধ্যে তা বিতরণ করে দিলেন; বাস্তবিকই শিষ্যেরা খ্রীষ্টের কাছ থেকে যে অনুগ্রহ পেয়েছিলেন, সকলকেই পূর্ণমাত্রায় সেই অনুগ্রহের সহভাগী করতে করতে উপদেশ দানে দুর্বলদের চেতনা-বাণী দিতেন ও উচ্চতর বিষয়ের দিকে তাদের প্রেরণা দিতেন।

গ বর্ষ - লুক ১২:৪৯-৫৭

সেসময়ে যীশু তাঁর শিষ্যদের বললেন, 'আমি পৃথিবীতে আগুন আনবার জন্য এসেছি; আমার কতই না ইচ্ছে, তা যদি এর মধ্যে জ্বলতে থাকত! এমন দীক্ষাস্নান আছে, যে-দীক্ষাস্নানে আমাকে দীক্ষিত হতে হবে, আর তা সম্পন্ন না হওয়া পর্যন্ত আমার কী সঙ্কোচ!

তোমরা কি মনে করছ, আমি পৃথিবীতে শান্তি আনবার জন্যই এসেছি? আমি তোমাদের বলছি, তা নয়, বরং বিভেদ! কেননা এখন থেকে, পাঁচজনকে নিয়ে যে সংসার, তাতে বিভেদ দেখা দেবে: তিনজন দু'জনের বিরুদ্ধে ও দু'জন তিনজনের বিরুদ্ধে; পিতা ছেলের বিরুদ্ধে, ও ছেলে পিতার বিরুদ্ধে; মা মেয়ের বিরুদ্ধে, ও মেয়ে মায়ের বিরুদ্ধে; শাশুড়ী পুত্রবধূর বিরুদ্ধে, ও পুত্রবধূ শাশুড়ীর বিরুদ্ধে।'

তিনি ভিড়-করা লোকদের আরও বললেন, 'তোমরা যখন পশ্চিমে মেঘ উঠতে দেখ, তখন সঙ্গে সঙ্গে বলে থাক, বৃষ্টি আসছে, আর তা-ই ঘটে। যখন দক্ষিণা বাতাস বইতে দেখ, তখন বলে থাক, কড়া রোদ হবে, আর তা-ই ঘটে। ভণ্ড! তোমরা ভূমি ও আকাশের চেহারা বুঝতে পার, তবে কেমন করেই বা এই যুগ বুঝতে পার না? আর কেনই বা নিজেরাই যা ন্যায্য তা বিচার কর না?'

সাধু পিতর দ্য ব্লুয়ার উপদেশাবলি **উপদেশ ২৫**

আমি পৃথিবীর বুকে আগুন জ্বালাতে এসেছি

যিনি পবিত্র আত্মাকে সীমাহীন মাত্রায় পেয়েছেন, সেই খ্রীষ্ট মানুষের কাছে দানগুলি মঞ্জুর করেছেন ও এখনও দিয়ে থাকেন: *আমরা সকলে তাঁর ঐশ্বর্য থেকে লাভবান হয়েছি; এবং কিছুই এড়াতে পারে না কো তাঁর উত্তাপ। সিয়োনে তাঁর আগুন আছে, যেরুসালেমে তাঁর চুল্লি আছে।* এ-ই সেই আগুন যা খ্রীষ্ট পৃথিবীর বুকে জ্বালাতে এসেছেন, ও যা অগ্নিময় জিহ্বার মত প্রেরিতদূতদের উপরে দেখা দিয়েছিল যাতে অগ্নিময় জিহ্বাই অগ্নিময় বিধান প্রচার করে। তেমন আগুন বিষয়ে যেরেমিয়া বলেছেন, *আমার হৃদয়ে যেন জ্বলন্ত একটা আগুন ছিল, যা আমার হাড়ের মধ্যেই রুদ্ধ।*

পবিত্র আত্মা খ্রীষ্টে সম্পূর্ণরূপে ও ইন্দ্রিয়গোচরভাবেই উপস্থিত; তাছাড়া তিনি সকলের উপর নিজ আত্মার একটি অংশ বর্ষণ করেন, তাতে *প্রত্যেককে দেওয়া আত্মার সেই বিশেষ অভিব্যক্তি সার্বিক উপকারিতার উদ্দেশ্যেই দেওয়া।* একথার পর তিনি বলে চলেন, অনুগ্রহদান, সেবাকর্ম ও ধর্মক্রিয়া নানা প্রকার, *আত্মা কিন্তু এক।* অনুগ্রহদানের এ বিভিন্ন অভিব্যক্তির কারণে পবিত্র আত্মা একসময়ে আগুন, অন্য সময়ে তেল, অন্য সময়ে আঙুররস, অন্য সময়ে জল বলে অভিহিত। তিনি আগুন, কারণ মানুষের অন্তর প্রেমের আগুনে জ্বলন্ত করে তোলেন, ও একবার জ্বালানো হলে কখনও নিভে না, অর্থাৎ কিনা জ্বলন্ত প্রেমে জ্বলায় কখনও ক্ষান্ত হয় না: *আমি পৃথিবীতে আগুন আনবার জন্য এসেছি; আমার কতই না ইচ্ছে, তা যদি এর মধ্যে জ্বলতে থাকত!*

নানা গুণের কারণে পবিত্র আত্মা তেল। কেননা নিজের প্রকৃতিগুণে তেল যেমন অন্যান্য পদার্থের উপরেই ভেসে ওঠে, তেমনি প্রার্থীদের কর্মফল ও আকাঙ্ক্ষা পূরণে যাঁর মঙ্গলময়তার বদান্যতা প্রত্যাশার অতীত, সেই পবিত্র আত্মার অনুগ্রহ সমস্ত দান ও মঙ্গলদানের চেয়ে অতিমূল্যবান। উপরন্তু, ব্যথা জুড়িয়ে দেয় বিধায় তেল যেমন ঔষধস্বরূপ, তেমনি সান্ত্বনাদানকারী হওয়ায় পবিত্র আত্মা সত্যিই তেল। তাছাড়া তেল মিশ্রিত হয়েও যেমন স্বভাবে কোন কিছুর সঙ্গে একীভূত হয় না, তেমনি পবিত্র আত্মা এমন পবিত্রতম জলের উৎস, যার সঙ্গে ভিন্ন স্বভাবের কোন কিছু মিলিত হতে পারে না।

তবে এখন আমরা উপলব্ধি করতে পারি, পবিত্র আত্মা কেনই বা একসময়ে আগুন, অন্য সময়ে তেল বলে অভিহিত। পবিত্র আত্মাকে দু'বার প্রেরিতদূতদের কাছে দেওয়া হয়েছে: যন্ত্রণাভোগের আগে ও পুনরুত্থানের পরে। লক্ষ কর, তাঁদের মধ্যে ভক্তির উৎস কতই না গভীর: প্রকৃতপক্ষে তেল উত্তপ্ত না হলে তা ঢালা বৃথা, একই প্রকারে তেল না দিলে প্রদীপে আগুন দেওয়াও বৃথা। তেমন আগুনে জ্বলন্ত হয়ে উঠে *প্রেরিতদূতেরা অপমান বরণের যোগ্য বিবেচিত হয়েছেন ব'লে আনন্দ করতে করতে মহাসভা থেকে বিদায় নিয়ে চলে গেলেন।* এবার প্রেরিতদূতদের প্রধানের বাণী শোন: খ্রীষ্টের খাতিরে যদি তোমাদের লাঞ্ছনাও ভোগ করতে হয়, তবে তোমরা ধন্য। *খ্রীষ্টের খাতিরে তোমাদের এই অনুগ্রহ দেওয়া হয়েছে, যেন তাঁর প্রতি কেবল বিশ্বাসই রাখ, তা নয়, কিন্তু তাঁর জন্য দুঃখযন্ত্রণাও ভোগ কর।*

পবিত্র আত্মা হলেন *সেই আঙুররস যা আনন্দিত করে মানুষের অন্তর,* ও পুরানো ভিস্তিতে যা ঢালা হয় না। পবিত্র আত্মা জল, যেমনটি প্রভু বলেন, *কেউ যদি তৃষ্ণার্ত হয়, সে আমার কাছে এসে পান করুক।* পবিত্র আত্মা মধুর চেয়েও মিষ্টি: সুতরাং এসো, বিনম্রতার সঙ্গে তাঁর কাছে প্রার্থনা করি, তিনি যেন আমাদের বিবেক-শোধনের উদ্দেশ্যে আমাদের হৃদয়ে আশিসপূর্ণ শিশির, আত্মিক দানগুলির জলবিন্দুধারা ও অনুগ্রহের প্রাচুর্যময় বৃষ্টি সঞ্চার করেন। আমাদের হৃদয়ে তিনি সঞ্চার করুন সেই আনন্দ-তেল ও ঐশভক্তির আগুন, তথা সেই খ্রীষ্টকে, পিতা যাঁকে তৈলাভিষিক্ত করলেন ও যাঁর মধ্যে তৈলাভিষেকের ও আশীর্বাদের পূর্ণতা এজন্যই সঞ্চার করলেন, যাতে তেমন পূর্ণতার জলধারা থেকে আমরা অশেষ অনুগ্রহ তুলে আনতে পারি। তাঁরই সম্মান ও গৌরব হোক যুগে যুগান্তরে। আমেন।

২১শ রবিবার

ক বর্ষ - মথি ১৬:১৩-২৩

সেসময়, ফিলিপ-সীজারিয়া অঞ্চলে এসে যীশু নিজের শিষ্যদের কাছে এই প্রশ্ন রাখলেন, 'মানবপুত্র কে, এবিষয়ে লোকে কী বলে?' তাঁরা বললেন, 'কেউ কেউ বলে: দীক্ষাগুরু যোহন; কেউ কেউ বলে: এলিয়; আবার কেউ কেউ বলে: যেরেমিয়া বা নবীদের কোন একজন।' তিনি তাঁদের বললেন, 'কিন্তু তোমরা, আমি কে, এবিষয়ে তোমরাই কী বল?' সিমোন পিতর এ বলে উত্তর দিলেন, 'আপনি সেই খ্রীষ্ট, জীবনময় ঈশ্বরের পুত্র।' প্রত্যুত্তরে যীশু তাঁকে বললেন, 'যোহনের ছেলে সিমোন, তুমি সুখী! কেননা রক্তমাংস নয়, আমার স্বর্গস্থ পিতাই তোমার কাছে একথা প্রকাশ করেছেন। তাই আমি তোমাকে বলছি: তুমি পিতর, আর এই শৈলের উপরে আমি আমার মণ্ডলী গেঁথে তুলব, আর পাতালের দ্বার তার উপরে কখনও বিজয়ী হবে না। স্বর্গরাজ্যের চাবিকাঠি আমি তোমাকে দেব: পৃথিবীতে তুমি যা বেঁধে দেবে, স্বর্গে তা বাঁধা হবে; পৃথিবীতে তুমি যা মুক্ত করবে, স্বর্গে তা মুক্ত হবে।' তখন তিনি শিষ্যদের আদেশ দিলেন, তিনি যে খ্রীষ্ট, একথা তাঁরা যেন কাউকেই না বলেন।

সেসময় থেকেই যীশু নিজের শিষ্যদের স্পষ্টই বলতে লাগলেন যে, তাঁকে যেরুসালেমে যেতে হবে, এবং প্রবীণদের, প্রধান যাজকদের ও শাস্ত্রীদের হাতে বহু যন্ত্রণা ভোগ করতে হবে, তাঁকে নিহত হতে হবে, আর তৃতীয় দিনে পুনরুত্থিত হতে হবে। এতে পিতর তাঁকে একপাশে নিয়ে গিয়ে অনুযোগ করতে লাগলেন, বললেন, 'দূরের কথা, প্রভু! অমনটি আপনার কখনও ঘটবে না।' কিন্তু তিনি ফিরে দাঁড়িয়ে পিতরকে বললেন, 'আমার পিছনে চলে যাও, শয়তান! তুমি আমার পথের বাধা; কেননা যা ভাবছ, তা ঈশ্বরের নয়, মানুষেরই ভাবনা।'

মথি-রচিত সুসমাচারে সাধু যোহন খ্রীসোস্তমের উপদেশাবলি **উপদেশ ৫৪:১-৬**

মণ্ডলীকে সারা বিশ্বে প্রসারিত করার জন্য খ্রীষ্ট পিতরকে চাবি দিলেন

আপনি সেই খ্রীষ্ট, জীবনময় ঈশ্বরের পুত্র। যোহনের ছেলে সিমোন, তুমি সুখী! কেননা রক্তমাংস নয়, আমার স্বর্গস্থ পিতাই তোমার কাছে একথা প্রকাশ করেছেন। কেন পিতরকে সুখী বলে ঘোষণা করা হচ্ছে? কারণ তিনি খ্রীষ্টকে ঈশ্বরের প্রকৃত পুত্র বলে ঘোষণা করলেন। আমরা পিতার মধ্য দিয়ে ছাড়া পুত্রকে জানতে পারি না, পুত্রের মধ্য দিয়ে ছাড়া পিতাকেও জানতে পারি না: আর এভাবে উভয়ের সমগৌরব ও সমসত্তা প্রমাণিত। তারপর খ্রীষ্ট আর কী বলেন? *তুমি তো যোহনের পুত্র সিমোন; তুমি কেফাস নামে অভিহিত হবে। কেফাস কথাটার অর্থ শৈল।* তুমি আমার পিতাকে গৌরবান্বিত করেছ বিধায় আমিও তোমার জনকের নাম উল্লেখ করছি—তার মানে: তুমি যেমন যোহনের পুত্র, আমি তেমনি আমার পিতার পুত্র।

আসলে 'তুমি তো যোহনের পুত্র' কথাটি বলা দরকার ছিল না; কিন্তু যেহেতু পিতর বলেছিলেন 'আপনি ঈশ্বরের পুত্র,' সেজন্য যীশু সেই কথা বলেন যাতে প্রমাণ দিতে পারেন যে, পিতর যেমন যোহনের পুত্র, তিনি তেমনি ঈশ্বরের পুত্র, অর্থাৎ কিনা তিনি পিতার একই সত্তার অধিকারী।

তাই আমি তোমাকে বলছি: তুমি পিতর, আর এই শৈলের উপরে আমি আমার মণ্ডলী গেঁথে তুলব, অর্থাৎ তোমার বিশ্বাস-স্বীকৃতির উপরেই আমার মণ্ডলী গেঁথে তুলব। এভাবে তিনি একথা ঘোষণা করেন যে, একদিন অনেকেই বিশ্বাস করবে; তাছাড়া প্রেরিতদূতের মনোভাব উচ্চতর

পর্যায় উন্নীত করে তিনি তাঁকে আপন মণ্ডলীর পালক-পদে নিযুক্ত করেন। *আর পাতালের দ্বার তার উপরে কখনও বিজয়ী হবে না।* পাতালের দ্বার যখন মণ্ডলীর উপর বিজয়ী হবে না, তখন মহত্তর কারণে আমার উপরেও বিজয়ী হবে না। তাই যখন তুমি দেখবে, আমাকে শত্রুর হাতে তুলে দেওয়া হচ্ছে ও ক্রুশে দেওয়া হচ্ছে, তখন ভয়ে অভিভূত হয়ো না! এরপর তিনি তাঁর উপর বড় একটা সম্মান আরোপ করেন: *স্বর্গরাজ্যের চাবিকাঠি আমি তোমাকে দেব।* 'তোমাকে দেব' এর অর্থ কী? পিতা যেমন তোমাকে এমনটি দিয়েছেন, যেন তুমি আমাকে জানতে পার, তেমনি আমিও তোমাকে দেব। তিনি বলেননি, আমি পিতার কাছে প্রার্থনা করব—যদিও প্রার্থনা দ্বারাও তিনি নিজ অধিকারের মহাপ্রমাণ ও নিজ অমূল্য দান প্রকাশ করতে পারতেন!—তিনি কিন্তু বললেন, 'আমি তোমাকে দেব।' তিনি কী দেবেন? *স্বর্গরাজ্যের চাবিকাঠি: পৃথিবীতে তুমি যা বেঁধে দেবে, স্বর্গে তা বাঁধা হবে; পৃথিবীতে তুমি যা মুক্ত করবে, স্বর্গে তা মুক্ত হবে।*

তুমি কি দেখতে পাচ্ছ, নিজেকে প্রকাশ করে ও প্রতিশ্রুতি দু'টো দ্বারা নিজেকে ঈশ্বরের পুত্র বলে নিজেকে প্রমাণিত করে খ্রীষ্ট কেমন করে পিতরকে উচ্চতর ধারণা পোষণ করতে উন্নীত করেন? কেননা যীশু পিতরকে এমন কিছু দেবেন বলে প্রতিশ্রুত হন, যা প্রকৃতপক্ষে ঈশ্বরেরই অধিকার: পাপমোচন সাধন করা ও এত তরঙ্গ-চঞ্চল সংসারের মধ্যে মণ্ডলীকে সুদৃঢ় করে রাখা—তিনি সামান্য এক জেলেকে শৈলের চেয়ে এমন দৃঢ়প্রতিষ্ঠিত করলেন যে, সারা জগৎ বিরুদ্ধে দাঁড়ালেও তিনি টলবেন না।

পিতা নবী যেরেমিয়াকেও লৌহস্তম্ভ ও ব্রঞ্জপ্রাচীরের মত স্থাপন করবেন বলে কথা দিয়েছিলেন; তবু পার্থক্য রয়েছে: যেরেমিয়াকে কেবল এক জাতির সামনে, পিতরকে কিন্তু সারা জগতেরই সামনে স্থাপন করা হল।

যারা পুত্রের মর্যাদা কমাতে চায়, আমার ইচ্ছে হয় তাদের জিজ্ঞাসা করব, পিতরের কাছে পিতার দেওয়া দান বড়, না পুত্রের দেওয়া দান বড়? পিতা পিতরের কাছে পুত্রের কথা প্রকাশ করেন; পুত্র কিন্তু তাঁকে এমন দায়িত্ব দেন, তিনি যেন সারা জগৎ জুড়ে পিতার ও পুত্রেরও কথা প্রচার করেন; তাছাড়া তিনি মরণশীল এক মানুষকে স্বর্গের উপরেই সমস্ত অধিকার দেন—বাস্তবিকই তিনি তাঁকেই চাবি দেন যিনি মণ্ডলীকে সারা পৃথিবী জুড়ে প্রসারিত করেছেন ও তাকে আকাশের চেয়েও দৃঢ়তর করে তুলেছেন; কেননা স্বয়ং যীশু বলেছিলেন, *আকাশ ও পৃথিবী লোপ পাবে, কিন্তু আমার কোন বাণী লোপ পাবে না।*

খ বর্ষ - যোহন ৬:৬০-৬৯

> সেসময় যীশুর শিষ্যদের মধ্যে অনেকে বললেন, 'এ কথা কঠিন! তা কে শুনতে পারে?' কিন্তু যীশু মনে মনে জানতেন, তাঁর শিষ্যেরা নিজেদের মধ্যে এবিষয়ে গজগজ করছিলেন; তাঁদের বললেন, 'এ কি তোমাদের স্খলনের কারণ? তবে মানবপুত্র আগে যেখানে ছিলেন, তোমরা যখন তাঁকে সেখানে আরোহণ করতে দেখবে, তখন কীবা বলবে? আত্মাই জীবনদায়ী, মাংস কোন কাজের নয়। যে সমস্ত কথা আমি তোমাদের বলছি, সেই কথাই আত্মা, সেই কথাই জীবন। কিন্তু তোমাদের মধ্যে এমন কয়েকজন রয়েছে, যারা বিশ্বাস করে না।' কেননা যীশু প্রথম থেকেই জানতেন, কারা বিশ্বাসহীন এবং তাঁর প্রতি কে বিশ্বাসঘাতকতা করবে। তিনি আরও বললেন, 'এজন্যই আমি তোমাদের বলেছি, কেউই আমার কাছে আসতে পারে না, যদি পিতার কাছ থেকেই তাকে এমনটি দেওয়া না হয়।'

এরপর থেকে তাঁর শিষ্যদের মধ্যে অনেকে পিছিয়ে পড়ে চলে গেলেন, তাঁর সঙ্গে আর যেতেন না। তখন যীশু সেই বারোজনকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'তোমরাও কি চলে যেতে চাও?' সিমোন পিতর তাঁকে উত্তর দিয়ে বললেন, 'প্রভু, আমরা আর কার্ কাছেই বা যাব? অনন্ত জীবনের কথা আপনার কাছেই রয়েছে। আর আমরা বিশ্বাস করেছি, জানতেও পেরেছি, আপনিই ঈশ্বরের সেই পবিত্রজন।'

ক্যাণ্টারবেরির বিশপ বাল্ডুইন-লিখিত 'বেদির পরমারাধ্য সাক্রামেন্ত' **২য় বিভাগ ৩**

প্রেরিতদূতদের বিশ্বাস

খ্রীষ্টের শিষ্যদের মধ্যে বিশ্বাসী ছিল, অবিশ্বাসীও ছিল; অবিশ্বাসীদের মধ্যে সেই যুদাই অন্যতম, ইহুদীদের হাতে তাঁকে যার ধরিয়ে দেবার কথা। খ্রীষ্ট সকলকেই জানতেন, কে কে বিশ্বাসী, কে কে অবিশ্বাসী, কে তাঁকে ধরিয়ে দেবে, কে কে একসময় তাঁর সঙ্গ ছেড়ে চলে যাবে। কিন্তু যারা একসময় তাঁকে ছাড়বে, তারা চলে যাওয়ার আগেই তিনি দেখালেন, বিশ্বাস সকলেরই নয়, কিন্তু তাদেরই, পিতা যাদের তাঁর কাছে আসতে দিয়েছেন। কেননা রক্তমাংস নয়, স্বর্গস্থ পিতাই বিশ্বাস-রহস্য প্রকাশ করতে সক্ষম। তিনি কাউকে বিশ্বাস করতে দেন, আবার কাউকে দেন না। কেনই বা তিনি দেন না, এর কারণ তিনিই জানেন, তা জানতে আমাদের দেওয়া হয় না; এবং তেমন বোধাতীত ও রহস্যময় ব্যাপারের সামনে আমরা মুগ্ধ হয়ে একথা না বলে পারি না, *আহা! কতই না গভীর ঈশ্বরের ঐশ্বর্য, প্রজ্ঞা ও জ্ঞান! কতই না দুর্জ্ঞেয় তাঁর বিচার সকল, সন্ধানের অতীত তাঁর কর্মপথ।*

অবিশ্বাসী শিষ্যদের অনেকে পিছনে চলে গেল—কিন্তু খ্রীষ্টের পিছনে নয়, শয়তানেরই পিছনে! তাই যাঁরা থেকে গেছিলেন, যীশু সেই বারোজনকে জিজ্ঞাসা করলেন, *তোমরাও কি চলে যেতে চাও? সিমোন পিতর তাঁকে উত্তর দিয়ে বললেন, প্রভু, আমরা আর কার্ কাছেই বা যাব?* আপনার কাছ থেকে দূরে গেলে আমরা কোথায় বা জীবন, সত্য, জীবন-প্রণেতা ও তেমন সত্যগুরুর সন্ধান পাব? *অনন্ত জীবনের কথা আপনার কাছেই রয়েছে!* আমরা আপনার বাণী শ্রবণে নিবিষ্ট থাকলে ও বিশ্বাসের সঙ্গে তা বুকে গেঁথে রাখলে সেই বাণী অনন্ত জীবন দান করবে। আপনার দেহ ও রক্ত আমাদের নিবেদন করে আপনি নিজের বাণীতেই তো অনন্ত জীবনের প্রতিশ্রুতি দেন। আর আপনার বাণীর প্রতি বিশ্বাসী হয়ে *আমরা বিশ্বাস করেছি, জানতেও পেরেছি, আপনিই ঈশ্বরের সেই পবিত্রজন;* অর্থাৎ, আপনি নিজেই অনন্ত জীবন, এবং আপনি যা, তা ছাড়া আপনি আপনার দেহ ও রক্তে অন্য কিছু দেন না। তবে তিনি বললেন, *আমরা বিশ্বাস করেছি, জানতেও পেরেছি, আপনিই ঈশ্বরের সেই পবিত্রজন;* অর্থাৎ আপনি ঈশ্বরের পুত্র, ফলে অনন্ত জীবনের বাণী আপনারই কাছে রয়েছে, আর আপনি যা কিছু বলেছেন, তা সত্য। অন্য কথায়, আপনি যে বলেছেন, আপনার মাংস খাওয়া দরকার, ও আপনার রক্ত পান করা দরকার, তা আমরা সত্য বলে বিশ্বাস ও স্বীকার করি, কেননা আপনি সেই খ্রীষ্ট, ঈশ্বরের পুত্র। তিনি বলেননি, 'আমরা জেনেছি ও বিশ্বাস করেছি', কিন্তু 'আমরা বিশ্বাস করেছি ও জেনেছি'; এতে আমরা অনুমান করি যে, তেমন জ্ঞান বিশ্বাসের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গেই বৃদ্ধি পায়—আর তেমন বিশ্বাস বিষয়ে লেখা আছে, *তোমরা বিশ্বাস না করলে সুস্থির হয়ে দাঁড়াতে পারবে না।*

বিশ্বাস নিজেই একপ্রকার জ্ঞান—তাদেরও পক্ষে, যারা সরলভাবে বিশ্বাস করে ও তার তত্ত্ব বুঝতে অক্ষম। কিন্তু তত্ত্বে ব্যক্ত জ্ঞান তাদেরই, যাদের ধীশক্তি বিশ্বাস-প্রমাণ-গবেষণাতে অধিক

অভ্যস্ত, অর্থাৎ তাদেরই, *যারা তাদের উত্তর দিতে নিত্যই প্রস্তুত*, যারা আমাদের অন্তরঙ্গ বিশ্বাস ও প্রত্যাশার কারণ জিজ্ঞাসা করে।

গ বর্ষ - লুক ১৩:২২-৩০

যীশু শহরে শহরে ও গ্রামে গ্রামে ঘুরে উপদেশ দিতে দিতে যেরুসালেমের দিকে তাঁর সেই পথে এগিয়ে যাচ্ছিলেন।

একজন লোক তাঁকে বলল, 'প্রভু, যারা পরিত্রাণ পায়, তারা কি অল্পজন?' তিনি তাদের বললেন, 'তোমরা সরু দরজা দিয়েই প্রবেশ করতে আপ্রাণ চেষ্টা কর, কেননা আমি তোমাদের বলছি, অনেকে প্রবেশ করতে চেষ্টা করবে, কিন্তু অক্ষম হবে। গৃহস্বামী উঠে একবার দরজা বন্ধ করলে, তোমরা বাইরে দাঁড়িয়ে দরজায় ঘা দিতে শুরু করবে, বলবে, প্রভু, আমাদের জন্য দরজা খুলে দিন; কিন্তু তিনি উত্তরে তোমাদের বলবেন, আমি তোমাদের চিনি না; আমি জানি না, তোমরা কোথাকার লোক। তখন তোমরা একথা বলতে শুরু করবে, আমরা আপনার সঙ্গেই খাওয়া-দাওয়া করেছি, আপনিও আমাদের রাস্তা-ঘাটে উপদেশ দিয়েছেন। কিন্তু তিনি আবার বলবেন, আমি তোমাদের চিনি না; আমি জানি না, তোমরা কোথাকার লোক। হে অপকর্মা সকল, আমা থেকে দূর হও! আর তখন সেখানে হবে কান্না ও দাঁত ঘষাঘষি, যখন তোমরা দেখতে পাবে: আব্রাহাম, ইসায়াক ও যাকোব এবং নবীরা সকলেই ঈশ্বরের রাজ্যে রয়েছেন, আর তোমাদের বাইরে ফেলে দেওয়া হচ্ছে। এবং পুব ও পশ্চিম থেকে, উত্তর ও দক্ষিণ থেকে লোকেরা এসে ঈশ্বরের রাজ্যের ভোজে আসন পাবে। দেখ, যারা সবার শেষে রয়েছে, তাদের কেউ কেউ সবার আগে দাঁড়াবে; এবং যারা সবার আগে রয়েছে, তাদের কেউ কেউ সবার শেষে পড়বে।'

সাধু আনসেলমোর পত্রাবলি **পত্র ১১২**

ভালবাস, তবেই রাজ্য লাভ করবে: ভালবাস, তবেই তা পাবে

প্রিয়তম ভ্রাতৃগণ, ঈশ্বর ঘোষণা করছেন, স্বর্গরাজ্য বিক্রির জন্য; এ রাজ্য এতই উৎকৃষ্ট যে, তার আনন্দ ও গৌরব *কোন চোখ দেখেনি, কোন কান শোনেনি, কোন মানুষের অন্তরে কখনও প্রবেশ করেনি।* কিন্তু তুমি যেন রাজ্যটিকে কোন প্রকারে ভাবতে পার, জেনে রেখ, যে কেউ সেখানে রাজত্ব করতে যোগ্য হবে, সে স্বর্গে ও পৃথিবীতে যা ইচ্ছে পাবে; আর যা চাইবে না, স্বর্গে ও পৃথিবীতেও তা পাবে না। যারা সেই রাজ্যে থাকবে, তাদের ও ঈশ্বরের মধ্যে ভালবাসা ও পারস্পরিক সংযোগ এতই গভীর হবে যে, সকলে পরস্পরকে নিজেদেরই মত ভালবাসবে; আবার সকলে নিজেদের চেয়ে ঈশ্বরকেই ভালবাসবে। ফলত, ঈশ্বর যা ইচ্ছা করেন, স্বর্গে তা ছাড়া কেউই অন্য কিছু ইচ্ছা করবে না; আর একজন যা ইচ্ছা করে, সকলেই তা ইচ্ছা করবে। এজন্য নিজের বিষয়ে, বা অন্যদের বা যে কোন বস্তু বিষয়ে, এমনকি ঈশ্বর বিষয়ে একজনের যে আকাঙ্ক্ষা, তার জন্য তা বাস্তবায়িত হবে। ফলে এক একজন প্রকৃত রাজার মতই হবে, কারণ তাদের যা ইচ্ছা, তা প্রতিফলিত হবে; আর ঈশ্বরের সঙ্গে সকলে মিলে এক রাজা ও কেমন যেন এক মানুষ হবে, কারণ সকলের ইচ্ছা এক, আর সেই ইচ্ছা সাধিত হবে।

স্বর্গ থেকে ঈশ্বর ঘোষণা করছেন, এসব কিছু বিক্রির জন্য।

কেউ দাম জিজ্ঞাসা করলে তাকে উত্তর দেওয়া হবে, যিনি স্বর্গরাজ্য দিতে চান, পার্থিব অর্থ তাঁর প্রয়োজন নেই; তাছাড়া, নিজস্ব বলতে যার কিছু নেই, সে তা ঈশ্বরকে দিতে পারে না, কারণ যা

কিছু আছে সবই ঈশ্বরের। অন্যদিকে ঈশ্বর তেমন মূল্যবান বস্তু একেবারে বিনামূল্যে দেন না, কারণ যার ভালবাসা নেই, তাকে তিনি তা দেন না; কেননা এমন কেউ নেই যে নিজের প্রিয়তম বস্তু তাকেই দেবে যে তাকে ভালবাসে না। সুতরাং, ঈশ্বরের পক্ষে তোমার নিজস্ব কোন কিছুর প্রয়োজন নেই, তেমন মহাবস্তুও তিনি তাকেই দিতে বাধ্য নন, সেই বস্তুকে ভালবাসায় যে অবহেলা করে। তিনি ভালবাসা ছাড়া অন্য কিছু প্রত্যাশা করেন না, ভালবাসা না থাকলে তিনি কিছু দিতে বাধ্য নন। তাই তুমি তাঁকে ভালবাসা দান কর, তবেই রাজ্য লাভ করবে: ভালবাস, তবেই তা পাবে।

শেষ কথা, যেহেতু স্বর্গে রাজত্ব করাই হল ভালবাসার মধ্য দিয়ে এক ইচ্ছায় একীভূত হয়ে সকলে মিলে একই কর্তৃত্বের অনুশীলনে ঈশ্বরের সঙ্গে ও সকল সাধুসাধ্বী, স্বর্গদূত ও মানুষের সঙ্গে এক হওয়া, সেহেতু নিজের চেয়ে ঈশ্বরকেই বেশি ভালবাস, তবেই তুমি স্বর্গে যা কিছু সম্পূর্ণরূপে পেতে চাও, এ পৃথিবীতেও তা পেতে শুরু করবে। ঈশ্বর ও মানুষদের সঙ্গে এক-ইচ্ছা হও—তবু সেই মানুষদেরই সঙ্গে, যারা ঈশ্বরের প্রতি বিবাদী নয়—তবেই ঈশ্বরের সঙ্গে ও সকল ধার্মিকের সঙ্গে রাজত্ব করতে শুরু করবে। তুমি এখন ঈশ্বরের ও মানুষের ইচ্ছার সঙ্গে যতখানি একচিত্ত হও, আপন পুণ্যজনদের সঙ্গে ঈশ্বর তোমার ইচ্ছা ততখানি মেনে নেবেন। তাই তুমি যদি স্বর্গে রাজা হতে চাও, তাহলে উপযুক্ত ভাবে ঈশ্বরকে ও মানুষকে ভালবাস, তবেই যা হতে চাও তা হতে যোগ্য হবে।

কিন্তু তুমি হৃদয় থেকে অন্য ভালবাসা বাতিল না করলে এ সিদ্ধ ভালবাসা লাভ করতে পারবে না। এজন্য যাদের হৃদয় ঈশ্বরপ্রেমে ও ভ্রাতৃপ্রেমে পূর্ণ, তারা তাই মাত্র ইচ্ছা করে, ঈশ্বর যা ইচ্ছা করেন—অন্য যত কিছুও ইচ্ছা করে, যা ঈশ্বর-বিরুদ্ধ নয়। এজন্যই তারা প্রার্থনায় রত থাকে ও স্বর্গীয় বিষয়ে পুণ্যসংলাপ ও ধ্যানে নিষ্ঠাবান থাকে, কারণ ঈশ্বরের আকাঙ্ক্ষা করা, তাঁর কথা বলা, তাঁর কথা শোনা, সেই প্রীতির পাত্র বিষয়ে ধ্যানরত থাকা তাদের পক্ষে মধুর লাগে; আর এর ফলে যারা আনন্দ করে, তাদের সঙ্গে তারাও আনন্দ করে, যারা কাঁদে, তাদের সঙ্গে তারাও কাঁদে, দুর্দশাগ্রস্তদের প্রতি করুণা দেখায়, ও গরিবদের সাহায্য দান করে: এভাবেই তারা প্রতিবেশীকে নিজেদেরই মত ভালবাসে। তারা ধন-ঐশ্বর্য কি প্রধান আসন কি পার্থিব অভিলাষ সবই অবজ্ঞা করে; প্রশংসা ও সম্মানের পাত্রও হতে ভালবাসে না, কারণ এসব কিছু যে ভালবাসে, সে প্রায়ই ঈশ্বরের বিরুদ্ধে ও প্রতিবেশীর বিরুদ্ধে পাপ করে।

এই আজ্ঞা দু'টোর উপরেই সমস্ত বিধান ও নবী-পুস্তক ভর করে আছে। অতএব, যার মূল্যে স্বর্গরাজ্য কেনা যায়, সেই সিদ্ধ ভালবাসা যে পেতে চায়, ধার্মিকদের মত সেও দুর্নাম, দরিদ্রতা, পরিশ্রম ও বাধ্যতা ভালবাসবে।

২২শ রবিবার

ক বর্ষ - মথি ১৬:২১-২৭

> সেসময় যীশু নিজের শিষ্যদের স্পষ্টই বলতে লাগলেন যে, তাঁকে যেরুসালেমে যেতে হবে, এবং প্রবীণদের, প্রধান যাজকদের ও শাস্ত্রীদের হাতে বহু যন্ত্রণা ভোগ করতে হবে, তাঁকে নিহত হতে হবে, আর তৃতীয় দিনে পুনরুত্থিত হতে হবে। এতে পিতর তাঁকে একপাশে নিয়ে গিয়ে অনুযোগ করতে

লাগলেন, বললেন, 'দূরের কথা, প্রভু! অমনটি আপনার কখনও ঘটবে না।' কিন্তু তিনি ফিরে দাঁড়িয়ে পিতরকে বললেন, 'আমার পিছনে চলে যাও, শয়তান! তুমি আমার পথের বাধা; কেননা যা ভাবছ, তা ঈশ্বরের নয়, মানুষেরই ভাবনা।'

তখন যীশু নিজের শিষ্যদের বললেন, 'কেউ যদি আমার পিছনে আসতে ইচ্ছা করে, সে নিজেকে অস্বীকার করুক, ও নিজের ক্রুশ তুলে নিয়ে আমার অনুসরণ করুক। কেননা যে কেউ নিজের প্রাণ বাঁচাতে চায়, সে তা হারাবে, আর যে কেউ আমার জন্য নিজের প্রাণ হারায়, সে তা খুঁজে পাবে। বস্তুত মানুষ যদি সমগ্র জগৎ জয় ক'রে নিজের প্রাণ হারায়, তাতে তার কী লাভ হবে? কিংবা, মানুষ নিজের প্রাণের বিনিময়ে কী দিতে পারবে? কেননা মানবপুত্র নিজের দূতদের সঙ্গে নিজ পিতার গৌরবে আসবেন, আর তখন প্রত্যেককে তার নিজ নিজ কাজ অনুযায়ী প্রতিফল দেবেন।'

আলেকজান্দ্রিয়ার বিশপ সাধু সিরিল-লিখিত 'আত্মা ও সত্যের শরণে উপাসনা' **৫ম পুস্তক**

মণ্ডলী খ্রীষ্টকে সর্বত্রই অনুসরণ করে

কেউ যদি আমার পিছনে আসতে ইচ্ছা করে, সে নিজেকে অস্বীকার করুক, ও নিজের ক্রুশ তুলে নিয়ে আমার অনুসরণ করুক। অর্থাৎ, কেউ যদি আমার শিষ্য হতে চায়, তাহলে এ প্রয়োজন যে, আমি দুঃখকষ্টপূর্ণ যে পথে চলেছি, সেও সেই একই পথে সাহসের সঙ্গে চলবে, এবং সেই পথে চলে সেই পথ ভালবাসবে: তবেই সে আমার সঙ্গে বিশ্রাম পাবে ও আমার সঙ্গে বাস করবে। কেননা আমাদেরই জন্য খ্রীষ্ট পিতা ঈশ্বরের কাছে এ প্রার্থনা নিবেদন করেছিলেন, *আমি ইচ্ছা করি, যাদের তুমি আমাকে দিয়েছ, যেখানে আমি আছি তারাও যেন সেখানে আমার সঙ্গে থাকে।*

আমরা তখনও খ্রীষ্টের সঙ্গে থাকি, যখন পৃথিবীতে বাস করেও মাংস অনুসারে নয়, আত্মা অনুসারে চলি এবং তিনি যাতে প্রীত, তাতেই আরাম পেতে সচেষ্ট থাকি। এবিষয়ে আমরা গণনাপুস্তকে একটা দৃষ্টান্ত পাই: প্রান্তরে সেই মঞ্জুষা নির্মিত হলেই একটি মেঘে তা পরিপূর্ণ হল, আর ঈশ্বর ইস্রায়েল সন্তানদের এ আদেশ দিলেন, তারা যেন যাত্রা শুরু করার নির্দিষ্ট কাল পুঙ্খানুপুঙ্খ ভাবেই পালন ক'রে সেই মেঘের সঙ্গে চলে, আবার সেই মেঘের সঙ্গে থামে। আর অলসতা-প্রবণ এমন কেউ থাকলে, তিনি তাদের বুঝিয়ে দিলেন, এ নিয়ম লঙ্ঘন করা কতই না বিপজ্জনক।

এবার এসো, বর্ণনাটির আধ্যাত্মিক অর্থ উপলব্ধি করতে চেষ্টা করি। প্রকৃত মঞ্জুষা তথা মণ্ডলী পৃথিবীতে নির্মিত ও আবির্ভূত হলেই খ্রীষ্টের গৌরবে পরিপূর্ণ হল: আমার মতে, প্রাচীন মঞ্জুষা মেঘ দ্বারা যে আবৃত হয়েছিল ঠিক তাই বোঝায়।

খ্রীষ্ট আপন গৌরবে মণ্ডলীকে পরিপূর্ণ করলেন; আর যারা অজ্ঞতা ও ভুলভ্রান্তির তামসী রাত্রিতে নিমজ্জিত, তাদের জন্য তিনি আত্মিক আলো বিকিরণ ক'রে আগুনের মত জ্বলে ওঠেন। কিন্তু যারা ইতিমধ্যে আলোকিত ও যাদের হৃদয়ে এ আলোর প্রভা উজ্জ্বল, তিনি তাদের ছায়া ও রক্ষা দান করেন ও আত্মিক শিশির দানে, অর্থাৎ আত্মার দেওয়া পরম সান্ত্বনা দানে তাদের পরিতৃপ্ত করেন; এজন্যই তিনি রাতে আগুনের মত ও দিনের বেলায় মেঘের মত প্রতীয়মান ছিলেন। কেননা যারা সাধনার প্রথম পর্যায়ে রয়েছে, তাদের পক্ষে অবিরত আলো-দান দরকার, যা দিয়ে তারা ঈশ্বরজ্ঞানে চালিত হতে পারে; কিন্তু যারা সাধনার পথে এগিয়ে আছে ও বিশ্বাস দ্বারা আলোকিত, তাদের পক্ষে রক্ষা ও সহায়তা দরকার, তারা যেন এজীবনের দুশ্চিন্তা ও দিনের ভার

দৃঢ়তার সঙ্গে বহন করতে পারে, কেননা *যারা খ্রীষ্টযীশুতে ধর্মসম্মত জীবন যাপন করতে ইচ্ছুক, তাদের সকলের বেলায় নির্যাতন দেখাই দেবে।*

সেই মেঘ উঠতেই মঞ্জুষাও এগতে লাগত, আর সেইসঙ্গে ইস্রায়েল সন্তানেরাও এগতে লাগত। বস্তুতপক্ষে মণ্ডলী খ্রীষ্টকে সর্বত্রই অনুসরণ করে, আর সেই অসংখ্য পুণ্য বিশ্বাসী-সমাজ তাঁরই কাছ থেকে কখনও বিচ্ছিন্ন হয় না, যিনি পরিত্রাণে তাদের চালিত করেন।

খ বর্ষ - মার্ক ৭:১-৮,১৪-১৫,২১-২৩

একদিন ফরিসিরা ও কয়েকজন শাস্ত্রী যেরুসালেম থেকে এসে যীশুর কাছে সমবেত হলেন। তাঁরা লক্ষ করলেন, তাঁর কয়েকজন শিষ্য অশুচি হাতে অর্থাৎ হাত না ধুয়ে খাবার খাচ্ছেন—ফরিসি ও ইহুদীরা সকলে প্রাচীনদের পরম্পরাগত বিধিনিয়ম পালন করায় ভাল করে হাত না ধুয়ে খেতে বসে না; আর বাজার থেকে এলে তারা নিজের গায়ে জল না ছিটিয়ে খেতে বসে না; এবং আরও অনেক পালনীয় নিয়ম পালন করে থাকে, যথা, ঘটিবাটি ও পেতলের বাসনপত্র ধুয়ে নেবার রীতি—তবে সেই ফরিসিরা ও শাস্ত্রীরা তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'কেন আপনার শিষ্যেরা প্রাচীনদের পরম্পরাগত বিধিনিয়ম অনুসারে চলে না, কিন্তু অশুচি হাতে খেতে বসে?' আর তিনি তাঁদের বললেন, 'ভণ্ড এই আপনাদের বিষয়ে নবী ইসাইয়া সঠিক বাণীই দিয়েছিলেন, যেমনটি লেখা আছে: এই জাতির মানুষেরা ওষ্ঠেই আমার সম্মান করে, কিন্তু এদের হৃদয় আমা থেকে দূরে রয়েছে; এরা বৃথাই আমাকে উপাসনা করে, যে শিক্ষা দিয়ে থাকে তা মানুষের আদেশ মাত্র। আপনারা ঈশ্বরের আজ্ঞা সরিয়ে দিয়ে মানুষের পরম্পরাগত বিধিনিয়ম ধরে রয়েছেন।'

লোকদের আবার কাছে ডেকে তিনি বললেন, 'তোমরা সকলে আমার কথা শোন ও বুঝে নাও: মানুষের বাইরে এমন কিছুই নেই যা তার ভিতরে গিয়ে তাকে কলুষিত করতে পারে; কিন্তু যা কিছু মানুষ থেকে বের হয়, সেই সবই মানুষকে কলুষিত করে।'

আর যখন তিনি লোকদের ছেড়ে বাড়ি গেলেন, তখন তাঁর শিষ্যেরা তাঁর কাছে সেই রহস্যময় বাণীর অর্থ জিজ্ঞাসা করলেন। তিনি তাঁদের বললেন, 'তোমাদেরও কি এখনও বোধ হয়নি? এ কি বোঝ না যে, যা কিছু বাইরে থেকে মানুষের ভিতরে যায়, তা তাকে কলুষিত করতে পারে না? তা তো তাঁর হৃদয়েই প্রবেশ করে না, কিন্তু পেটে প্রবেশ করে আর শেষে মলগর্তে গিয়ে পড়ে।' এভাবে তিনি সমস্ত খাদ্য-দ্রব্যকে শুচি বলে ঘোষণা করলেন। তিনি আরও বললেন, 'মানুষ থেকে যা কিছু বেরিয়ে আসে, তা-ই মানুষকে কলুষিত করে। কেননা ভিতর থেকে, মানুষের হৃদয় থেকেই যত দুরভিসন্ধি বেরিয়ে আসে: বেশ্যাগমন, চুরি, নরহত্যা, ব্যভিচার, লোভ, দুষ্টতা, প্রতারণা, যৌন উচ্ছৃঙ্খলতা, ঈর্ষা, পরনিন্দা, অহঙ্কার ও মতিভ্রম; এসব দুষ্টতাই ভিতর থেকে বেরিয়ে আসে ও মানুষকে কলুষিত করে।'

সাধু ইরেনেউস-লিখিত 'ভ্রান্তমতের বিরুদ্ধে' **৪র্থ পুস্তক ১২:১-৩**

ঈশ্বরের প্রতি ভালবাসাই
বিধান ও সুসমাচারের প্রথম ও সর্বপ্রধান আজ্ঞা

গুরুজনদের নিজেদের পরম্পরাগত বিধি, যা ফরিসিরা কেমন যেন বিধান থেকেই আগত বলে পালন করার ভান করছিল, মোশীর দেওয়া বিধান-বিরুদ্ধ ছিল। এজন্য ইসাইয়া, *তোমার উৎকৃষ্ট আঙুররস জলে মেশানো* একথা বলে দেখিয়েছিলেন যে গুরুজনেরা ঈশ্বরের কড়া নির্দেশের সঙ্গে জল-মেশানো অর্থাৎ বিকৃত ও বিধান-বিরুদ্ধ বিধি মিশিয়ে দিয়েছিল, যেমনটি প্রভু সুস্পষ্টভাবে ব্যক্ত করে বললেন, *তোমাদের পরম্পরাগত বিধি পালনের জন্য তোমরা কতই না সুন্দর ভাবে*

ঈশ্বরের আজ্ঞা এড়াতে পার! আর তারা কেবল আঙুররসের সঙ্গে জল মিশিয়ে অর্থাৎ কেবল বিধান লঙ্ঘন করায়ই যে ঈশ্বরের বিধান ব্যর্থ করল এমন নয়; ঈশ্বরের বিধান-বিরুদ্ধ নিজেদের একটা বিধান জারি করায়ও তারা ঈশ্বরের বিধান ব্যর্থ করল—এমন বিধান যা আজও ফরিসীয় বিধান বলে পরিচিত। তেমন বিধান থেকে তারা কিছু বের করে, আবার তার মধ্যে কিছু দেয়, আবার নিজেদের ইচ্ছামত ব্যাখ্যা দেয়: আর তাদের পণ্ডিতেরা এক একজন নিজের মত অনুসারে এসব কিছু ব্যবহার করে।

এ সমস্ত পরম্পরাগত বিধি সমর্থন করার চেষ্টায়, ঈশ্বরের যে বিধান খ্রীষ্টের আগমনের জন্য তাদের প্রস্তুত করতে পারত, তারা তার প্রতি বাধ্যতা দেখাতে চাইল না; আর শুধু তা নয়, প্রভু বিশ্রামবারে মানুষকে নিরাময় করলে তারা তাঁকে ভর্ৎসনাও করত, অথচ বিধান বিশ্রামবারে মানুষকে নিরাময় করতে নিষেধ করতই না, এমনকি বিধানে বিশেষ একটা অনুবিধি ছিল যাতে বিশ্রামবারে মানুষকে পরিচ্ছেদিত করা যায়। অথচ বিধানের প্রধান নির্দেশ, তথা ঈশ্বরের প্রতি ভালবাসার নির্দেশ তুচ্ছ করায় তারা যে সেই পরম্পরাগত বিধি ও সেই ফরিসীয় বিধানের খাতিরে ঈশ্বরের আদেশ অমান্য করছিল, এর জন্য তারা নিজেদের ভর্ৎসনা করত না। কেননা ঈশ্বরের প্রতি ভালবাসাই প্রথম ও সর্বপ্রধান আজ্ঞা; আর দ্বিতীয় প্রধান আদেশ হল প্রতিবেশীকে ভালবাসা। প্রভু শিক্ষা দিলেন যে, সমস্ত বিধান ও নবী-পুস্তকের শিক্ষা এ আজ্ঞা দু'টোতেই অন্তর্ভুক্ত। তিনি নিজেও এর চেয়ে বড় কোন আজ্ঞা দিতে আসেননি, তিনি আজ্ঞাটি কেবল নবীকৃতই করে আপন শিষ্যদের বললেন, তারা যেন ঈশ্বরকে সমস্ত শক্তি দিয়ে ভালবাসে ও প্রতিবেশীকে নিজেরই মত ভালবাসে। ধন্য পলও বলেন যে, *ভালবাসাই বিধানের পূর্ণতা*, এবং সবকিছু লোপ পেলে *তিনটে জিনিস থেকে যায়—বিশ্বাস, আশা ও ভালবাসা; এগুলির মধ্যে ভালবাসাই শ্রেষ্ঠ।* ভালবাসা না থাকলে জ্ঞান কি রহস্য-উপলব্ধি কি বিশ্বাস কি ভাববাণী দেওয়ার ক্ষমতাও ঈশ্বরের দৃষ্টিতে মূল্যহীন: ভালবাসা বিনা সবকিছু শূন্য ও অসার। অপরদিকে ভালবাসা অর্জন করে মানুষ সিদ্ধপুরুষ হয়, আর ঈশ্বরকে যে ভালবাসে, সে এ যুগেও সিদ্ধতা-প্রাপ্ত, ভাবী যুগেও সিদ্ধতা-প্রাপ্ত; কেননা ঈশ্বরকে ভালবাসলে আমাদের বিনাশ হয় না, বরং তাঁকে যতখানি উপলব্ধি করব, ততখানি তাঁকে ভালবাসব।

যখন বিধানে ও সুসমাচারে প্রথম ও প্রধান আজ্ঞা হল ঈশ্বরকে সমস্ত শক্তি দিয়ে ভালবাসা, এবং প্রথম আজ্ঞার মত দ্বিতীয় আজ্ঞা হল প্রতিবেশীকে নিজেরই মত ভালবাসা, তখন একথা স্পষ্ট দাঁড়ায় যে, বিধান ও সুসমাচারের প্রণেতা এক; কেননা উভয় সন্ধিতে সংক্ষেপিত জীবন-আজ্ঞা দু'টো সমান হওয়ায় একই ঈশ্বরকে প্রকাশ করে। তিনি এক একটা সন্ধির জন্য তার উপযোগী নানা আজ্ঞা জারি করলেন; কিন্তু যে আজ্ঞাগুলি বাদ দিলে পরিত্রাণ পাওয়া সম্ভব নয়, সেই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ও উৎকৃষ্ট আজ্ঞাগুলি তিনি উভয় সন্ধিতেই উপস্থিত করলেন।

গ বর্ষ - লুক ১৪:১,৭-১৪

যীশু এক সাব্বাৎ দিনে প্রধান ফরিসিদের একজন অধ্যক্ষের বাড়িতে নিমন্ত্রণ খেতে গিয়েছিলেন, এবং লোকে তাঁকে লক্ষ করছিল।

আর নিমন্ত্রিত লোকেরা কীভাবে প্রধান প্রধান আসন বেছে নিচ্ছেন, তা লক্ষ করে তিনি তাঁদের একটা

উপমা-কাহিনী শোনালেন; তাঁদের বললেন, 'যখন কেউ আপনাকে বিবাহভোজে নিমন্ত্রণ করেন, তখন প্রধান স্থানে গিয়ে বসবেন না; হয় তো আপনার চেয়ে সম্মানিত কোন লোক নিমন্ত্রিত হয়েছেন, তবে যিনি আপনাকে ও তাঁকে নিমন্ত্রণ করেছেন, তিনি এসে আপনাকে বলবেন, এঁকে স্থান দিন; আর তখন আপনি লজ্জার সঙ্গে শেষ স্থান নিতে বাধ্য হবেন। বরং আপনি নিমন্ত্রিত হলে শেষ স্থানে গিয়ে বসবেন; তাহলে যিনি আপনাকে নিমন্ত্রণ করেছেন, তিনি যখন এসে আপনাকে বলবেন, বন্ধু, এগিয়ে আসুন, ভাল আসনে বসুন, তখন সকল নিমন্ত্রিতদের সামনে আপনার গৌরব হবে। কেননা যে কেউ নিজেকে উচ্চ করে, তাকে নত করা হবে; আর যে কেউ নিজেকে নত করে, তাকে উচ্চ করা হবে।'

পরে, যিনি তাঁকে নিমন্ত্রণ করেছিলেন, তাঁকে তিনি বললেন, 'আপনি যখন দুপুরে বা রাতে ভোজের আয়োজন করেন, তখন আপনার বন্ধুদের বা আপনার ভাইদের বা আপনার আত্মীয়স্বজনদের কিংবা ধনী প্রতিবেশীদের নিমন্ত্রণ করবেন না; হয় তো তাঁরাও আপনাকে পাল্টা নিমন্ত্রণ করবেন, এতে আপনি আপনার প্রতিদান পাবেন। বরং আপনি যখন ভোজের আয়োজন করেন, তখন গরিব, পঙ্গু, খোঁড়া ও অন্ধদেরই নিমন্ত্রণ করুন; এতে আপনি সুখী হবেন, কেননা আপনাকে প্রতিদানে দেওয়ার মত তাদের কিছু নেই, তাই ধার্মিকদের পুনরুত্থানের সময়ে আপনি প্রতিদান পাবেন।'

রিভোর মঠাধ্যক্ষ সাধু এল্‌রেডের উপদেশাবলি **প্রভুর আগমন-সংবাদ, উপদেশ**

প্রকৃত বিনম্রতা

সত্যিই, ভ্রাতৃগণ, আমাদের অন্তরে প্রকৃত বিনম্রতা থাকতে পারে না, তা যদি না স্বাস্থ্যকর ভয় দ্বারা পরিপুষ্ট হয়; বাধ্যতাও নয়, তা যদি না ভক্তির আত্মা দ্বারা মধুর করা হয়; ন্যায্যতাও নয়, তা যদি না পবিত্র আত্মার জ্ঞান দ্বারা সুস্থির করা হয়; ধৈর্যও নয়, তা যদি না দৃঢ়তার আত্মা দ্বারা স্থির করা হয়; দয়াও নয়, তা যদি না সুমন্ত্রণা দ্বারা পরিপুষ্ট হয়; শুদ্ধহৃদয়তাও নয়, তা যদি না স্বর্গীয় বিষয়ের উপলব্ধি দ্বারা সংরক্ষিত হয়; ভালবাসাও নয়, তা যদি না সেই প্রজ্ঞা দ্বারা সঞ্জীবিত হয় যা ঈশ্বরের বিষয় আস্বাদন করার ক্ষমতা স্বরূপ।

এ সমস্ত কিছু খ্রীষ্টেই সম্পূর্ণরূপে উপস্থিত, যাঁর মধ্যে মঙ্গল আংশিক ভাবে নয়, পূর্ণাঙ্গভাবেই বিদ্যমান। তিনি বিনম্রতা নিজ জন্মে প্রকাশ করলেন, কারণ *নিজেকে নিঃস্ব করলেন, ও দাসের স্বরূপ ধারণ করে মানুষের মত হয়েই জন্ম নিয়ে মানুষের মত আবির্ভূত হলেন।*

পিতামাতার প্রতি তিনি তখন বাধ্যতা দেখালেন, যখন নিজ মনোবাঞ্ছা ত্যাগ করে *নাজারেথে ফিরে গিয়ে তাঁদের বাধ্য ছিলেন।*

নিজ ধর্মশিক্ষায় তিনি ন্যায্যতার কথাও অবহেলা করেননি; এবিষয়ে তিনি বললেন, *সীজারের যা, তা সীজারকে দাও, আর ঈশ্বরের যা, তা ঈশ্বরকে দাও।*

যন্ত্রণাভোগেই বিশেষভাবে তিনি উত্তমরূপে ধৈর্য দেখালেন, কারণ কশাঘাতের জন্য পিঠ, থুথুর জন্য মুখ, কাঁটার মুকুটে মাথা, নলডাঁটার জন্য হাত পেতে দিলেন; আর নবীর বাণী অনুসারে তিনি এ সমস্ত কিছুতে *চিৎকার করবেন না, জোরেও কথা বলবেন না, দরবারেও নিজ কণ্ঠ শোনাবেন না,* কারণ *তিনি ছিলেন জবাইখানায় চালিত মেষশাবকেরই মত, লোমকাটিয়ের সামনে নীরব মেষেরই মত—তবু খুললেন না মুখ।*

আর সেই সকল অন্ধ যাদের তিনি দৃষ্টিশক্তি ফিরিয়ে দিলেন, সেই চর্মরোগীরা যাদের নিরাময় করলেন, সেই মৃতেরা যাদের পুনরুজ্জীবিত করলেন, বিশেষভাবে সেই ব্যভিচারিণী যাকে ক্ষমা করলেন, সেই অনুতপ্তা পাপিষ্ঠা যাকে গ্রহণ করলেন, সেই পক্ষাঘাতগ্রস্ত লোক যার পাপ মার্জনা

করলেন: এরা সকলেই তাঁর দয়ার স্পর্শ পেল।

কিন্তু যেহেতু শত্রুদের প্রতি প্রেমের চেয়ে, বিদ্বেষীদের প্রতি মঙ্গলের চেয়ে, ও নিন্দুকদের প্রতি সাহায্যদানের চেয়ে ভালবাসার বড় প্রমাণ নেই, সেজন্য আমরা সেই কথা দ্বারাই তাঁর ভালবাসার মাত্রা পরিমাপ করতে পারি, যে কথা তিনি উচ্চারণ করেন যখন ক্রুশে মরণাপন্ন অবস্থায় নিজের হত্যাকারীদের জন্য প্রার্থনা করে বললেন, *পিতা, এদের ক্ষমা কর, কেননা এরা কি করছে, তা জানে না।*

সুতরাং, ভ্রাতৃগণ, পবিত্র আত্মা আমাদের হৃদয়ে নিজ ভয় সঞ্চার করলেন: কেমন যেন স্বাস্থ্যকর খাদ্য চিবাতে চিবাতে আমরা সেই ভয় বিষয় ধ্যান করতে করতে আমাদের আন্তর বিনম্রতা দৃঢ়তর হয়ে ওঠে। এসো, তাঁর কাছে প্রার্থনা করি, তিনি যেন আমাদের বাহ্যিক আচরণও সেই বিনম্রতায় পরিবৃত করেন—কিন্তু আমরা যেন সাবধান থাকি, পাছে লোক দেখানোর জন্যই মঙ্গল সাধন করি।

২৩শ রবিবার

ক বর্ষ - মথি ১৮:১৫-২০

> সেসময় যীশু তাঁর শিষ্যদের বললেন, 'আর তোমার ভাই যদি কোন অন্যায় করে, তবে গিয়ে, যেখানে কেবল তুমি ও সে-ই আছ, সেইখানে তাকে অন্যায়টা বুঝিয়ে দাও; সে যদি তোমার কথা শোনে, তুমি নিজের ভাইকে জয় করেছ। কিন্তু সে যদি না শোনে, তবে আর দু' একজনকে সঙ্গে নিয়ে যাও, যেন দু' তিনজন সাক্ষীর প্রমাণে ব্যাপারটার নিষ্পত্তি হয়। আর সে যদি তাদের কথা না শোনে, মণ্ডলীকে বল; আর যদি মণ্ডলীর কথাও না শোনে, তবে সে তোমার কাছে কোন বিজাতীয় বা কর-আদায়কারীর মত হোক। আমি তোমাদের সত্যি বলছি, পৃথিবীতে তোমরা যা কিছু বেঁধে দেবে, স্বর্গে তা বাঁধা হবে, এবং পৃথিবীতে তোমরা যা কিছু মুক্ত করবে, তা স্বর্গে মুক্ত হবে।
>
> আবার আমি তোমাদের সত্যি বলছি, পৃথিবীতে তোমাদের দু'জন কোন কিছু যাচনা করার জন্য যদি একমন হয়, তবে আমার স্বর্গস্থ পিতা তাদের তা মঞ্জুর করবেন; কেননা যেখানে দু' তিনজন আমার নামে একত্র হয়, আমি সেখানে তাদের মধ্যে আছি।'

সাধু পিতর খ্রীসোলগের উপদেশাবলি **উপদেশ ১৩৯**

নিরূপিত সংখ্যা ক্ষমাকে সীমাবদ্ধ করে না, বিস্তারিতই করে

যতবার প্রভুর বাণীর ব্যাখ্যা দেওয়া হয়, ততবার তোমাদের মন জেগে থাকুক ও অন্তর তা গ্রহণ করতে উৎসুক থাকুক, যাতে বুদ্ধি ঐশজ্ঞানের রহস্য উপলব্ধি করতে পারে। এসো, এবার শুনি কেনই বা প্রভু আজ একথা বলেই উপদেশ শুরু করলেন: *তোমরা নিজেদের সম্বন্ধে সাবধান থাক। তোমার ভাই যদি কোন অন্যায় করে, তাকে তিরস্কার কর; কিন্তু সে যদি অনুতাপ করে, তাকে ক্ষমা কর।* হে মানুষ, ঈশ্বরই তো আদেশ দেন, তাই তুমি সেইমত কর, ক্ষমা কর, পাপ ক্ষমাই কর: ভাইয়ের অপরাধের প্রতি দয়াবান হও, তোমার বিরুদ্ধে যা অন্যায় করা হয়েছে, তা মার্জনা কর, তবেই তোমার অন্তর্নিহিত ঐশ অধিকার হারাবে না: পরের বেলায় যা তুমি ক্ষমা করবে না, তা পাওয়া থেকে তুমি নিজেকেই বঞ্চিত করবে। বিচারকের মত তিরস্কার কর, কিন্তু ভাইয়ের মত ক্ষমা কর, কেননা ভালবাসা যখন স্বাধীনতার সঙ্গে সংযুক্ত, ও স্বাধীনতা ভালবাসার সঙ্গে মিশ্রিত,

তখন ভালবাসা ভয় দূর করে দেয় ও ভাইকে পুনরুজ্জীবিত করে তোলে। ভাই যখন অন্যায় করে, তখন অস্থির; যখন অপরাধ করে, তখন ক্রোধে আক্রান্ত, তখন সে অচেতন ও বিচারবুদ্ধি বিহীন; সহানুভূতির মধ্য দিয়ে যে তাকে সাহায্য করে না, ধৈর্যের সঙ্গে যে তার সেবাযত্ন করে না, ও ক্ষমা দানে তাকে সুস্থ করে না, সে নিজেই সুস্থ নয়, সে নিজেই রোগপীড়িত ও অসুস্থ, তার মায়া নেই, মানবতাও নেই। ভাই ক্রোধে জ্বলে উঠলে তুমি মনে কর সে অসুস্থ, ভাইয়ের মত তুমি তাকে সাহায্য কর; তার ব্যবহার রোগ মনে করলে তুমি তাকে দোষী বলে আর বিচার করতে পারবে না; তাতে সদ্বিবেচনার সঙ্গে তুমি রোগটাকে দোষী করবে কিন্তু ভাইকে মার্জনা করবে; ফলে তার সুস্থতালাভ তোমার গৌরবের কারণ হয়ে উঠবে, ও তার ক্ষমা তোমার পুরস্কার স্বরূপ হয়ে দাঁড়াবে।

তোমার ভাই যদি কোন অন্যায় করে, তাকে তিরস্কার কর; কিন্তু সে যদি অনুতাপ করে, তাকে ক্ষমা কর। পাপীকে ক্ষমা কর, অনুতপ্তকে ক্ষমা কর, যেন তুমিই পাপ করলে ক্ষমা এমনিই তোমাকে না দেওয়া হয়, কিন্তু পুরস্কার হিসাবেই দেওয়া হয়। ক্ষমা সবসময়ই আনন্দের বিষয় বটে, কিন্তু যখন আমাদের প্রাপ্য, তখন অতিশয় মধুর লাগে। প্রথম ক্ষমা দান করায় যে ব্যক্তি পাপ করার আগেও ক্ষমা লাভ করেছে, সে দণ্ড এড়িয়ে গেছে, বিচারকের রায়ের আগে মুক্তিলাভ করে গেছে ও বিচার থেকে রেহাই পেয়ে গেছে।

আর সে যদি দিনে সাতবার তোমার প্রতি অন্যায় করে আর সাতবার তোমার কাছে ফিরে এসে বলে, আমি অনুতপ্ত, তাকে ক্ষমা কর। দয়ার মধ্য দিয়ে তিনি যে ক্ষমার দিকে মানুষকে ধাবিত করেন, যে ক্ষমা তিনি অনুগ্রহদানে মঞ্জুর করেন, কেন তিনি সেই ক্ষমা একটা বিধি দ্বারা আটক করেন, একটা সংখ্যায় সঙ্কুচিত করেন ও একটা সীমায় সীমাবদ্ধ করেন? আর সেই ভাই যদি সাতবার নয়, আটবার পাপ করে? তাহলে কি অনুগ্রহের চেয়ে সংখ্যাই প্রভাবশালী? হিসাব কি মঙ্গলময়তায় বাধা দিতে পারে? সাতবার যে ক্ষমা পেয়েছে, একটিমাত্র অপরাধ তাকে কি দণ্ডিত করতে পারবে? নিশ্চয়ই না। সাতবার যে ক্ষমা করেছে, সে যখন ধন্য, তখন সত্তরগুণ সাতবার যে ক্ষমা করে, তার চেয়ে সে-ই ধন্য। কিন্তু পিতর এ বিধি ভুলে গিয়ে প্রভুকে জিজ্ঞাসা করেন, *আমার ভাই আমার প্রতি অন্যায় করলে আমি কতবার তাকে ক্ষমা করব? কি সাতবার পর্যন্ত?* যীশু উত্তরে বলেন, *তোমাকে বলছি, সাতবার পর্যন্ত নয়, কিন্তু সত্তরগুণ সাতবার পর্যন্ত।* এ নিরূপিত সংখ্যা ক্ষমাকে সীমাবদ্ধ করে না, বিস্তারিতই করে; আর বিধির সীমারেখা দ্বারা যা সঙ্কুচিত মনে হচ্ছে, আসলে কোন সীমায় সীমাবদ্ধ না হয়ে তা স্বাধীন ইচ্ছার উপরে নির্ভর করে; যার ফলে আদেশ অনুসারে তুমি যতখানি ক্ষমা করবে, ততখানি বাধ্যতা দেখাবে, ততখানি পুরস্কারও পাবে।

আর সেই সাত সংখ্যাটি দিন, মাস ও বছরের সংখ্যা ধরে সাতগুণ করলে যখন রাশি রাশি ক্ষমা সঞ্চয় হয়, তখন শ্রোতা তুমি নিজেই হিসাব ও গণনা কর সেই মোট সংখ্যা সত্তরগুণ করলে কী বিরাট সংখ্যাই না হবে! তবেই আর কোন ঋণও থাকবে না, কোন ধারও থাকবে না, তবেই সমস্ত দাসত্ব নিঃশেষ হবে, ও ঈশ্বরের ফসলের সনাতন মাঠে সীমাহীন স্বাধীনতা উপভোগ করা যাবে।

প্রকৃত ক্ষমা আসবে; হ্যাঁ, সেই প্রকৃত ক্ষমা তখনই আসবে, যখন পাপ করার বাধ্যবাধকতা নিঃশেষ হবে, যখন সমস্ত অশুচিতা মুছে গেলে জগৎ শুচি হয়ে উঠবে, যখন মৃত্যু জীবন দ্বারা ধ্বংসিত হবে, যখন খ্রীষ্ট রাজত্ব করবেন ও শয়তান বিনষ্ট হবে। ভাইবোনেরা, প্রার্থনা কর, প্রভু যেন আমাদের অন্তরে বিশ্বাস বৃদ্ধি করেন, আমরা যেন এ সমস্ত মঙ্গলদান বিশ্বাস করতে, দেখতে

ও পেতে পারি।

খ বর্ষ - মার্ক ৭:৩১-৩৭

একদিন, তুরস অঞ্চল থেকে ফেরার সময়ে যীশু সিদোন হয়ে দেকাপলিস অঞ্চলের মধ্য দিয়ে গালিলেয়া সাগরের কাছে এলেন।

আর লোকেরা তাঁর কাছে একজন বধির ও তোতলা মানুষকে নিয়ে এসে তাঁকে তার উপর হাত রাখতে মিনতি করল। তিনি তাকে ভিড়ের মধ্য থেকে একাকী এক পাশে এনে তার দু'কানে নিজের আঙুল দিলেন, ও থুথু দিয়ে তার জিহ্বা স্পর্শ করলেন। পরে স্বর্গের দিকে চোখ তুলে দীর্ঘশ্বাস ফেলে তাকে বললেন, 'এফফাথা, অর্থাৎ খুলে যাও।' তাতে তার কান খুলে গেল, জিহ্বার জড়তা কেটে গেল, আর সে স্পষ্ট কথা বলতে লাগল। তিনি একথা কাউকে জানাতে তাদের নিষেধ করলেন, কিন্তু তিনি যত নিষেধ করলেন, ততই তারা কথাটা রটাতে থাকল। তাদের বিস্ময়ের সীমা ছিল না, তারা বলছিল, 'ইনি সবই উত্তমরূপে করেছেন, ইনি বধিরকে শ্রবণশক্তি, ও বোবাকে বাক্‌শক্তি দান করেন।'

বৃন্দিসির সাধু লরেন্সের উপদেশাবলি **উপদেশ ১**

তিনি সবই উত্তমরূপে সাধন করেছেন

মোশীর ঐশবিধান জগৎসৃষ্টির বর্ণনা দিতে গিয়ে যেমন বলে, *পরমেশ্বর তাঁর নির্মাণ করা সমস্ত কিছুর দিকে তাকিয়ে দেখলেন; আর দেখ, সেই সমস্ত কিছু অতি উত্তম হয়েছিল*, তেমনি মুক্তি ও নবজন্মের কর্মকান্ড বর্ণনা ক'রে সুসমাচার বলে: *তিনি সবই উত্তমরূপে সাধন করেছেন। প্রতিটি ভাল গাছে ভাল ফল ধরে; ভাল গাছে মন্দ ফল ধরতে পারে না।*

আর আগুন যেমন তাপ না জন্মিয়ে পারে না, এমনকি তার পক্ষে শীত জন্মানো অসম্ভব, এবং সূর্য যেমন আলো ছাড়া অন্ধকার বিকিরণ করতে পারে না, তেমনি সীমাহীন মঙ্গলময়তা ও স্বয়ং আলো হওয়ায়, অসীম জ্যোতির সূর্য ও অগণিত তাপের আগুন হওয়ায় ঈশ্বর মঙ্গল ছাড়া অন্য কিছু সাধন করতে পারেন না: *তিনি সবই উত্তমরূপে সাধন করেছেন।*

তাই আজ এ পুণ্য জনতার সঙ্গে এককণ্ঠ হয়ে সরলতার সঙ্গে আমাদের বলতে হবে: *তিনি সবই উত্তমরূপে সাধন করলেন: তিনি বধিরকে শ্রবণশক্তি, ও বোবাকে বাক্‌শক্তি দান করেন।* কিন্তু এ লোকের ভিড় পবিত্র আত্মার অনুপ্রেরণায় অনুপ্রাণিত হয়েই সে কথা বলল, বালায়ামের সেই গাধী যেভাবে বলেছিল।

কেননা পবিত্র আত্মাই ভিড়ের মুখ দিয়ে বলেন, *তিনি সবই উত্তমরূপে সাধন করেছেন;* অর্থাৎ, তিনি সেই প্রকৃত ঈশ্বর যিনি সবই উত্তমরূপে করেন কারণ *বধিরকে শ্রবণশক্তি, ও বোবাকে বাক্‌শক্তি দান করেন*—এ এমন কিছু যা ঈশ্বরের পরাক্রম সাধন করতে পারে। কিন্তু এক কর্ম থেকে অন্য সকল কর্মে পার হয়ে যায়, এর মানে হল যে, তিনি যখন এমন অলৌকিক কর্ম সাধন করলেন যা কেবল ঈশ্বরই সাধন করতে সক্ষম, তখন তিনি নিজেই সেই ঈশ্বর যিনি *সবই উত্তমরূপে সাধন করেছেন: বধিরকে শ্রবণশক্তি, ও বোবাকে বাক্‌শক্তি দান করেন,* অর্থাৎ তিনি ঐশ্বরিক শক্তি ও পরাক্রমের অধিকারী।

তিনি সবই উত্তমরূপে সাধন করেছেন। বিধান একথা বলে যে, ঈশ্বরের নির্মিত সমস্ত কিছু 'অতি উত্তম' ছিল, কিন্তু সুসমাচার বলে, তিনি সমস্ত কিছু 'উত্তমরূপে' সাধন করেছেন: উত্তম কর্ম সাধন করা ও উত্তমরূপে কর্ম সাধন করা একই কথা নয়; বস্তুত অনেকে উত্তম কর্ম সাধন করে

ঠিকই, অথচ তা উত্তমরূপে সাধন করে না, ঠিক যেমন ভণ্ডদের কর্ম যা উত্তম বটে, কিন্তু উত্তম মনোভাবে সাধিত নয়, বিকৃত ও বাঁকা সঙ্কল্পেই সাধিত। অপরদিকে ঈশ্বর যা কিছু করেছেন, তা উত্তমরূপে সাধিত উত্তম বস্তু ছিল: *প্রভু সকল পথে ধর্মময়, সকল কাজে কৃপাময়।*

প্রভু, প্রজ্ঞার সঙ্গেই গড়েছ এ সবকিছু, অর্থাৎ অসীম প্রজ্ঞার সঙ্গে ও উত্তমরূপে; এজন্য লোকে বলে *তিনি সবই উত্তমরূপে সাধন করলেন।*

আর যখন ঈশ্বর নিজ নির্মিত বস্তুগুলো উত্তমরূপে সাধন করেছেন ও আমাদের পক্ষে তা অতি উত্তম করেছেন, তখন আমাদের মন উত্তম বস্তুতে তৃপ্তি পায় একথা জেনে আমি জিজ্ঞাসা করি, ঈশ্বর আমাদের উত্তম কর্মে প্রীত, একথা জেনে আমরা কেনই বা অতি উত্তম কর্ম উত্তমরূপে সাধন করতে সচেষ্ট হব না?

কিন্তু তোমরা আমাকে জিজ্ঞাসা করলে: ঈশ্বরের উপকার সবসময় ভোগ করার যোগ্যতা লাভ করবার জন্য আমাদের কী করতে হবে? তবে আমি উত্তরে একটা কথা মাত্র বলব: তাই কর, নিজের বরের জন্য উত্তম কনে যা করে: বস্তুত এজন্যই মণ্ডলী খ্রীষ্টের ও ঈশ্বরের কনে বলে অভিহিতা। তবেই ঈশ্বর আমাদের প্রতি সেভাবে ব্যবহার করবেন, যেভাবে উত্তম বর নিজের ভালবাসার পাত্রী সেই কনের প্রতি ব্যবহার করে। এজন্য তিনি হোসেয়ার মুখ দিয়ে বলেন, *আমি তোমাকে চিরকালের মত আমার বাগ্‌দত্তা কনে করব; ধর্মময়তা, ন্যায়, কৃপা ও স্নেহেই তোমাকে আমার বাগ্‌দত্তা কনে করব; আমি বিশ্বস্ততায়ই তোমাকে আমার বাগ্‌দত্তা কনে করব, তখন তুমি প্রভুকে জানবে।* ভাইবোনেরা, এ জীবনকালেও আমরা ধন্য হব, এজগৎ আমাদের পক্ষে পরমদেশই হবে, সেই হিব্রুদের মত আমরাও এজীবন-প্রান্তরে মান্না খাব, যদি খ্রীষ্টের আদর্শ অনুসরণ করে আমাদের সমস্ত কর্ম এমন উত্তমরূপে সাধন করতে চেষ্টা করি যাতে আমাদের সাধিত সমস্ত কর্ম বিষয়ে বলা যেতে পারে: এই লোক সবই উত্তমরূপে সাধন করেছে। ভাইবোনেরা, আমি লজ্জাবোধ করি একথা ভেবে যে, ঈশ্বরের প্রতিমূর্তিতে সৃষ্ট বলে আমরা স্বরূপে উত্তম হয়েও তবু আমাদের কর্মে আমরা মন্দ: স্বরূপে আমরা ঈশ্বরের সদৃশ, কিন্তু দুষ্কর্মে শয়তানের মত।

গ বর্ষ - লুক ১৪:২৫-৩৩

> সেসময়ে বহু লোকের ভিড় যীশুর সঙ্গে পথ চলছিল; তখন তিনি তাদের দিকে ফিরে বললেন, 'কেউ যদি আমার কাছে আসে ও নিজের পিতা, মাতা, স্ত্রী, ছেলেমেয়ে, ভাইবোন, এমনকি নিজের প্রাণ পর্যন্ত ঘৃণা না করে, তবে সে আমার শিষ্য হতে পারে না। নিজের ক্রুশ যে বহন করে না ও আমার পিছনে আসে না, সে আমার শিষ্য হতে পারে না। তোমাদের মধ্যে এমন ব্যক্তি কে যে উচ্চ ঘর গাঁথতে অভিপ্রায় করলে আগে বসে খরচ হিসাব করে দেখে না, কাজ সেরে নেবার মত তার সামর্থ্য আছে কিনা? হয় তো ভিত বসাবার পর যদি সে কাজটা সেরে নিতে না পারে, তবে যত লোক তা দেখবে, সকলেই তো তাকে ঠাট্টা করতে শুরু করে বলবে, এ গাঁথতে শুরু করল, কিন্তু সেরে নিতে সক্ষম হল না। অথবা কোন্ রাজা অন্য রাজার সঙ্গে যুদ্ধ করতে বেরিয়ে প'ড়ে, আগে বসে বিবেচনা করেন না, যিনি কুড়ি হাজার সৈন্য নিয়ে তাঁকে আক্রমণ করতে আসছেন, দশ হাজার সৈন্য নিয়ে তিনি তাঁর সামনে দাঁড়াতে সক্ষম হবেন কিনা? না পারলে, তবে শত্রু দূরে থাকতেই তিনি দূত পাঠিয়ে সন্ধির শর্ত জানতে চাইবেন। তাই একই প্রকারে তোমাদের মধ্যে যে কেউ নিজের সবকিছু ত্যাগ না করে, সে আমার শিষ্য হতে পারে না।

লবণ তো ভাল, কিন্তু লবণ নিঃস্বাদ হয়ে গেলে, তবে কী করেই বা তা আবার নোনতা করা যাবে? তেমন লবণ মাটির জন্যও উপযোগী নয়, গোবরগাদার জন্যও নয়; লোকে তা বাইরে ফেলে দেয়। যার শুনবার কান আছে, সে শুনুক!'

মঠাধ্যক্ষ যোহন কাসিয়ানুস-লিখিত 'আলোচন-মালা' **৩য় উপদেশ ৬-৭**

তিনটে অস্বীকার বিষয়ক উপদেশ

পিতৃগণের পরম্পরাগত শিক্ষা অনুসারে ও পবিত্র শাস্ত্রের অধিকারেরও প্রমাণ অনুসারে যে তিনটে অস্বীকার রয়েছে, সেই বিষয় আমাদের এখন আলোচনা করতে হবে: আমাদের প্রত্যেককে এ তিনটে অস্বীকার দৃঢ় প্রচেষ্টার সঙ্গেই পালন করতে হবে। প্রথমটা দ্বারা আমরা সংসারের সমস্ত পার্থিব ঐশ্বর্য ও ধন-সম্পদ তুচ্ছ করি; দ্বিতীয়টা দ্বারা মনের ও দেহের প্রাক্তন আচরণ, রিপু ও আসক্তি প্রত্যাখ্যান করি; তৃতীয়টা দ্বারা বর্তমান ও দৃশ্য সমস্ত বিষয় থেকে মন ফিরিয়ে কেবল ভাবী বিষয়ে চোখ নিবদ্ধ রাখি ও অদৃশ্য সমস্ত বিষয়ের অন্বেষণ করি।

এ তিনটে অস্বীকার একইসঙ্গে সম্পন্ন করা দরকার, যেভাবে আমরা পড়ি ঈশ্বর আব্রাহামকে আদেশ করেছিলেন; তিনি তাঁকে বলেছিলেন, *তুমি নিজ দেশ, জ্ঞাতিকুটুম্ব ও পিতৃগৃহ ছেড়ে বেরিয়ে পড়।* তিনি প্রথমত দেশের কথা উল্লেখ করলেন, অর্থাৎ এসংসারের ধন-সম্পদ ও পার্থিব সম্পত্তি; দ্বিতীয়ত তিনি জ্ঞাতিকুটুম্বের কথা উল্লেখ করলেন, অর্থাৎ সেই প্রাক্তন জীবনধারণ, আচরণ ও রিপু যা জন্ম থেকে ঠিক যেন কুটুম্বিতা বা রক্তসম্পর্কের মত আমাদের স্বভাবে লেগে আছে; তৃতীয়ত তিনি পিতৃগৃহের কথা উল্লেখ করলেন, অর্থাৎ আমাদের চোখের সামনে যা রয়েছে, সংসারের সেই সমস্ত স্মৃতি থেকে দৃষ্টি ফেরানো প্রয়োজন।

আমরা যখন হৃদয় দিয়ে এ অস্থায়ী ও দৃশ্য গৃহ ছেড়ে বেরিয়ে পড়ি, তখন সেই গৃহের দিকে চোখ ও মন চালিত করি, যে গৃহে আমাদের চিরকালের মত থাকবার কথা।

আমরা তখনই এ সমস্ত কিছু সম্পন্ন করব, যখন দেহে চললেও কিন্তু দেহ অনুসারে না চলে প্রভুর অধীনে সৈনিক-জীবন যাপন করতে শুরু করে ধন্য প্রেরিতদূতের বাণী কর্মে ও সদ্‌গুণে বাস্তবায়িত করে বলব, *আমাদের মাতৃভূমি স্বর্গেই রয়েছে।*

তবে প্রথম অস্বীকার বিশ্বাসের উজ্জ্বলতম ভক্তির সঙ্গে পালন করলেও আমাদের তত উপকার হবে না, যদি না দ্বিতীয় অস্বীকারও একই প্রচেষ্টা ও একই আগ্রহের সঙ্গে পালন না করি। কিন্তু দ্বিতীয়টাও সম্পন্ন করে আমরা তৃতীয়টায় পৌঁছতে পারব, যার ফলে প্রাক্তন পিতৃগৃহ ছেড়ে বেরিয়ে পড়ে মনশ্চক্ষু স্বর্গীয় বিষয়েই সম্পূর্ণরূপে নিবদ্ধ রাখব। তৃতীয় অস্বীকার বিষয়ে আমরা প্রকৃত সিদ্ধপুরুষ হতে যোগ্য হব, যখন আমাদের অন্তর দেহের জড়তাজনিত কলুষ থেকে মুক্ত হয়ে কিন্তু সুদক্ষ কাজকর্মের ফলে আর পবিত্র শাস্ত্র ও আধ্যাত্মিক চিন্তার অবিরত ধ্যানের মধ্য দিয়ে পার্থিব যত আসক্তি ও অভ্যাস থেকে শুদ্ধ হয়ে উঠে অদৃশ্য জগতে এমন পর্যায়েই উপনীত হবে যে, স্বর্গীয় ও সনাতন বিষয়ে নিবিষ্ট হয়ে নিজেকে দুর্বল মাংসে ও সঙ্কীর্ণ দেহে আবদ্ধ বলে অনুভব করবে না।

২৪শ রবিবার

ক বর্ষ - মথি ১৮:২১-৩৫

একদিন পিতর যীশুর কাছে এসে বললেন, 'প্রভু, আমার ভাই আমার প্রতি অন্যায় করলে আমি কতবার তাকে ক্ষমা করব? কি সাতবার পর্যন্ত?' যীশু তাঁকে বললেন, 'তোমাকে বলছি, সাতবার পর্যন্ত নয়, কিন্তু সত্তরগুণ সাতবার পর্যন্ত।

এজন্য স্বর্গরাজ্য তেমন এক রাজার সঙ্গে তুলনা করা যায়, যিনি নিজের কর্মচারীদের কাছ থেকে হিসাব নেবেন বলে মনস্থ করলেন। তিনি হিসাব করতে বসেছেন, তখন একজনকে তাঁর কাছে আনা হল যার লক্ষ লক্ষ টাকার ঋণ ছিল; কিন্তু তার সেই ঋণ শোধ করার ক্ষমতা না থাকায় তার প্রভু আদেশ দিলেন, তাকে ও তার স্ত্রী-পুত্রকে ও তার সমস্ত সম্পত্তি বিক্রি করে যেন ঋণটা শোধ করিয়ে নেওয়া হয়; তাতে সেই কর্মচারী তাঁর পায়ে লুটিয়ে পড়ে বলল, প্রভু, আমার প্রতি ধৈর্য ধরুন, আমি সমস্তই শোধ করব। তখন সেই কর্মচারীর প্রভু দয়ায় বিগলিত হয়ে তাকে মুক্ত করলেন ও তার ঋণ মাপ করে দিলেন। কিন্তু সেই কর্মচারী বাইরে গিয়ে তার সহকর্মীদের একজনের দেখা পেল যে তার কাছে একশ' টাকা ঋণী ছিল; সে তার গলা টিপে ধরে বলল, তোমার দেনাটা শোধ কর। তখন তার সহকর্মী তার পায়ে পড়ে মিনতি জানাতে জানাতে বলল, আমার প্রতি ধৈর্য ধর, আমি ঋণটা শোধ করব; তবু সে রাজি হল না, বরং গিয়ে তাকে কারাগারে ফেলে রাখল যে পর্যন্ত ঋণটা শোধ না করে।

ব্যাপারটা দেখে তার সহকর্মীরা খুবই দুঃখ পেল, আর নিজেদের প্রভুর কাছে গিয়ে কথাটা সবই বলে দিল। তখন সেই প্রভু তাকে কাছে ডাকিয়ে এনে বললেন, ধূর্ত কর্মচারী! তুমি আমার কাছে মিনতি করলে আমি তোমার ওই সমস্ত ঋণ মাপ করেছিলাম। আমি যেমন তোমার প্রতি দয়া দেখিয়েছিলাম, তেমনি তোমার সহকর্মীর প্রতি দয়া দেখানো কি তোমারও উচিত ছিল না? আর সেই প্রভু ক্রুদ্ধ হয়ে তাকে পীড়কদের হাতে তুলে দিলেন যে পর্যন্ত সে সমস্ত ঋণ শোধ না করে। আমার স্বর্গস্থ পিতা তোমাদের প্রতি ঠিক এভাবেই ব্যবহার করবেন, তোমরা প্রত্যেকে যদি নিজ নিজ ভাইকে অন্তর থেকেই ক্ষমা না কর।'

সাধু আগস্তিনের উপদেশাবলি **উপদেশ ৮৩:২-৪**

আমাদের অপরাধ ক্ষমা কর,
যেমন আমরাও আমাদের অপরাধীদের ক্ষমা করেছি

প্রভু আমাদের শিক্ষাদানের উদ্দেশ্যে এ তুলনা উপস্থাপন করলেন; আমাদের উপদেশ দিলেন আমরা যেন পতিত না হই। তিনি বললেন, *আমার স্বর্গস্থ পিতা তোমাদের প্রতি ঠিক এভাবেই ব্যবহার করবেন, তোমরা প্রত্যেকে যদি নিজ নিজ ভাইকে অন্তর থেকেই ক্ষমা না কর।* এই যে, ভাইবোনেরা, ধারণা স্পষ্ট, উপদেশ উপযুক্ত; আমাদের কাছে এমন খাঁটি বাধ্যতা দাবি করা হয় যাতে যা আদেশ করা হয়েছে তা সম্পূর্ণরূপেই পালন করা হয়। কেননা প্রতিটি মানুষ ঈশ্বরের প্রতি অপরাধী, আবার নিজের প্রতি নিজ ভাইও ঋণী। যার মধ্যে কোন পাপ নেই, সে ছাড়া কেবা ঈশ্বরের প্রতি অপরাধী নয়? আর যার বিরুদ্ধে কেউ কখনও অপরাধ করেনি, সে ছাড়া আর কার্ প্রতিই বা কোন ভাই অপরাধী নয়? তুমি কি মনে কর, এ জগতে এমন কাউকে পাওয়া যাবে যে ভাইয়ের বিরুদ্ধে কখনও কোন প্রকার অপরাধ করেনি? তাই প্রতিটি মানুষ অপরাধী, আবার তার প্রতি ঋণী কেউ আছেই। এজন্য সেই ন্যায়বান ঈশ্বর অপরাধী সংক্রান্ত এমন নিয়ম তোমাকে দিয়েছেন, যে নিয়ম তিনি তোমার প্রতি প্রয়োগ করবেন।

বস্তুত সেই দয়াকর্ম যা আমাদের মুক্তি দান করে ও যার কথা স্বয়ং ত্রাণকর্তা সুসমাচারে

সংক্ষিপ্তভাবে ব্যক্ত করেছেন, সেই দয়াকর্ম দুই প্রকার, তথা *ক্ষমা কর, তবে তোমাদের ক্ষমা করা হবে; দাও, তবে তোমাদের দেওয়া হবে।* প্রথমটা ক্ষমা সংক্রান্ত, দ্বিতীয়টা মঙ্গলদান সংক্রান্ত, আবার ক্ষমাও সংক্রান্ত। তুমি পাপ করলে তবেই তোমার ক্ষমা দরকার, আর একই সময়ে এমন কেউ আছে যার কাছে তোমার ক্ষমাদান দরকার। ভিক্ষুকেরা তোমার কাছে মঙ্গলদান প্রত্যাশা করে, তুমিও কিন্তু ঈশ্বরের কাছে ভিক্ষুক; আর আসলে সকলেই আমরা ঈশ্বরের কাছে ভিক্ষুক: আমরা মহান গৃহকর্তার প্রবেশদ্বারের সামনে উপস্থিত, নত হই, মিনতি করি, চোখের জল ফেলি—কারণ এমন কিছু পাবার প্রত্যাশা করি যা স্বয়ং ঈশ্বর। ভিক্ষুক তোমার কাছে কী চায়? রুটি। আর তুমি ঈশ্বরের কাছে সেই খ্রীষ্টকেই ছাড়া কীবা চাও যিনি বলেন, *আমিই সেই রুটি যা স্বর্গ থেকে নেমে আসছে?* তোমরা কি ক্ষমা পেতে চাও? তবে ক্ষমা কর, কেননা *ক্ষমা কর, তবে তোমাদেরও ক্ষমা করা হবে।* তোমরা কি পেতেই চাও? তবে *দান কর, তবে তোমাদেরও দান করা হবে।* কেননা আমরা যদি নিজেদের পাপের কথা ভাবি, ও কাজে, কানে, চিন্তায় বা অন্যভাবে যে যে অপরাধ করেছি তা যদি গণনা করি, তাহলে আমি জানি না, শান্তিতে ঘুমোতে পারব কিনা। তাই আমরা প্রতিদিন যাচনা করি, প্রতিদিন প্রার্থনাকালে ঈশ্বরের দিকে ফিরি তিনি যেন আমাদের শোনেন, প্রতিদিন প্রণত হয়ে বলি, *আমাদের অপরাধ ক্ষমা কর, যেমন আমরাও আমাদের অপরাধীদের ক্ষমা করেছি।* কোন্ কোন্ অপরাধ? সবগুলো, না কেবল একটা অংশমাত্র? তুমি উত্তর দেবে: সবগুলো। তবে তোমার প্রতি যারা অপরাধী, তুমিও তাদের প্রতি সেরূপ ব্যবহার কর। সুতরাং এ নিয়মটা স্থির কর, এ শর্ত ঘোষণাই কর; আর এজন্য প্রার্থনাকালে তোমার এ চুক্তির কথা স্মরণে রাখ, যেন বলতে পার: *আমাদের অপরাধ ক্ষমা কর, যেমন আমরাও আমাদের অপরাধীদের ক্ষমা করেছি।*

খ বর্ষ - মার্ক ৮:২৭-৩৫

সেসময় যীশু ও তাঁর শিষ্যেরা ফিলিপ-সীজারিয়া অঞ্চলের গ্রামগুলোর দিকে রওনা হলেন। পথে চলতে চলতে তিনি নিজের শিষ্যদের কাছে এই প্রশ্ন রাখলেন, 'আমি কে, এবিষয়ে লোকে কী বলে?' তাঁরা তাঁকে বললেন, 'তারা বলে: দীক্ষাগুরু যোহন; অন্য কেউ বলে: এলিয়; আবার অন্য কেউ বলে: নবীদের কোন একজন।' তিনি তাঁদের জিজ্ঞাসা করলেন, 'কিন্তু তোমরা, আমি কে, এবিষয়ে তোমরাই কী বল?' পিতর উত্তর দিয়ে তাঁকে বললেন, 'আপনি সেই খ্রীষ্ট।' তখন তিনি আজ্ঞা করলেন তাঁরা যেন তাঁর বিষয়ে কাউকে কিছুই না বলেন।

তখন তিনি তাঁদের একথা শেখাতে লাগলেন যে, মানবপুত্রকে বহু যন্ত্রণা ভোগ করতে হবে, এবং প্রবীণদের, প্রধান যাজকদের ও শাস্ত্রীদের দ্বারা প্রত্যাখ্যাত হতে হবে, তাঁকে নিহত হতে হবে, আর তিন দিন পরে তাঁকে পুনরুত্থান করতে হবে। একথা তিনি স্পষ্টভাবেই বললেন। এতে পিতর তাঁকে একপাশে নিয়ে গিয়ে অনুযোগ করতে লাগলেন। কিন্তু তিনি ফিরে দাঁড়িয়ে নিজের শিষ্যদের দিকে তাকিয়ে পিতরকে ধমক দিলেন, বললেন, 'আমার পিছনে চলে যাও, শয়তান! কেননা যা ভাবছ, তা ঈশ্বরের নয়, মানুষেরই ভাবনা।'

নিজের শিষ্যদের সঙ্গে তিনি লোকদেরও ডেকে বললেন, 'কেউ যদি আমার পিছনে আসতে ইচ্ছা করে, সে নিজেকে অস্বীকার করুক, ও নিজের ক্রুশ তুলে নিয়ে আমার অনুসরণ করুক। কেননা যে কেউ নিজের প্রাণ বাঁচাতে চায়, সে তা হারাবে, আর যে কেউ আমার জন্য ও সুসমাচারের জন্য নিজের প্রাণ হারায়, সে তা বাঁচাবে।'

তিনি যা আদেশ করেন, তা দুর্বহ নয়, কারণ তিনি যা আদেশ করেন তা পালনের জন্য সহায়তাও দান করেন

কেউ যদি আমার পিছনে আসতে ইচ্ছা করে, সে নিজের ক্রুশ তুলে নিক। প্রিয়তম ভাইবোনেরা, প্রভু যা আদেশ করে বলেছেন, *কেউ যদি আমার অনুসরণ করতে চায়, সে নিজেকে অস্বীকার করুক,* তা কঠিন মনে হয়, আর আমরা তা দুর্বহ বলে গণ্য করি; কিন্তু তিনি যা আদেশ করেন, তা দুর্বহ নয়, কারণ তিনি যা আদেশ করেন তা পালনের জন্য সহায়তাও দান করেন।

তিনি ইতিমধ্যে যেখানে গিয়েছেন, সেখানে ছাড়া কোথায় খ্রীষ্টকে অনুসরণ করতে হবে? আমরা তো জানি: পুনরুত্থান করে তিনি স্বর্গে আরোহণ করলেন: তবে সেইখানে তাঁর অনুসরণ করতে হবে। এ কথাও স্পষ্ট যে, এবিষয়ে আমাদের নিরাশ হতে নেই—মানুষ হিসাবে আমাদের পক্ষে সম্ভব, এজন্য নয়, কিন্তু এজন্য যে, তিনি নিজে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। আমাদের মাথা স্বর্গে আরোহণ করার আগে স্বর্গ আমাদের কাছ থেকে দূরেই ছিল; কিন্তু আমরা যখন সেই মাথার অঙ্গ, তখন সেখানে যাওয়ার বিষয়ে নিরাশ হব কেন? কোন্ কারণেই বা নিরাশ হব? যেহেতু পৃথিবীতে বহু সঙ্কট ও যন্ত্রণার মধ্যে শ্রম করে থাকি, সেজন্য এসো, সেই খ্রীষ্টের অনুসরণ করি, যাঁর মধ্যে সর্বোচ্চ সুখ, পরম শান্তি ও সনাতন নিরাপত্তা মূর্ত।

তবু যে কেউ খ্রীষ্টের অনুসরণ করতে চায়, সে প্রেরিতদূতের এ বাণী শুনুক: *যে বলে সে তাঁর মধ্যে বসবাস করছে, তাকেও সেইভাবে চলতে হয়, তিনি নিজে যেভাবে চললেন।* তুমি কি খ্রীষ্টের অনুসরণ করতে ইচ্ছা কর? তিনি যেভাবে বিনম্র ছিলেন, তুমিও সেভাবে বিনম্র হও: তিনি যেখানে গিয়ে পৌঁছেছেন, তুমিও সেখানে পৌঁছতে ইচ্ছা করলে তবে তাঁর বিনম্রতা তুচ্ছ করো না। মানুষ পাপ করলে পর সেই পথ অবশ্যই দুর্গম হতে লাগল, তবু পুনরুত্থান করায় খ্রীষ্ট পথ সমতল করলে পর পথ আবার সহজগম্য হয়ে গেছে; আগে যেটা ছিল অতি সঙ্কীর্ণ পথ, তা এখন পাকা রাস্তা হয়ে গেছে। বিনম্রতা ও ভালবাসার পা দু'টো দ্বারাই আমরা এ পথ দিয়ে দৌড়ে চলব। ভালবাসার উচ্চতম পর্যায় সকলকেই আকর্ষণ করে, অথচ বিনম্রতাই প্রথম ধাপ। তুমি কেন তোমার ক্ষমতার অতীতে পা বাড়াও? তুমি তো পড়তেই চাও, উড়তে চাও না! বরং বিনম্রতা দিয়ে অর্থাৎ প্রথম ধাপ দিয়ে শুরু কর, এর মধ্যে কিছুটা ঊর্ধ্বে উঠেই গেছ! এজন্য আমাদের ত্রাণকর্তা প্রভু *নিজেকে অস্বীকার কর* শুধু বলেননি, কিন্তু এও যোগ করে বললেন, *নিজের ক্রুশ তুলে নিয়ে আমার অনুসরণ কর।* নিজ ক্রুশ তুলে নেওয়া বলতে কি বোঝায়? অর্থ এরূপ: সমস্ত জ্বালা সহ্য করায়ই সে আমার অনুসরণ করুক। আমার বিধান ও আদেশগুলো পালন করতে শুরু করলেই বহু প্রতিদ্বন্দ্বী দেখা দেবে: অনেকে বাধা দেবে, অনেকে তাকে অবজ্ঞা করবে, এমনকি নির্যাতনকারী অনেকেই থাকবে। আর তা শুধু বিধর্মীদের মাঝে নয়, তাদেরও মাঝে যাদের মনে হচ্ছিল দেহে মণ্ডলীর মধ্যে, কিন্তু অপকর্মের ফলে তার বাইরে, ও খ্রীষ্টান নাম নিয়ে গর্ব ক'রে প্রকৃত ভক্তদের অবিরত নির্যাতন করে। তাই তুমি যদি সত্যিই খ্রীষ্টের অনুসরণ করতে ইচ্ছা কর, তাহলে তাঁর ক্রুশ তুলে নিতে আর দ্বিধা করো না: অক্লান্তিকর ভাবে দুর্জনদের সহ্য কর।

কেউ যদি আমার পিছনে আসতে ইচ্ছা করে, সে নিজের ক্রুশ তুলে নিয়ে আমার অনুসরণ করুক: প্রভুর এ বাণী যদি পালন করতে ইচ্ছা করি, তাহলে এসো, ঈশ্বরের সহায়তায়

প্রেরিতদূতের একথা পালন করতে সচেষ্ট থাকি, তিনি বলেছিলেন, *অন্নবস্ত্র যখন থাকে, এসো,* তাতেই তুষ্ট হই; পাছে এমনটি হয় যে, পার্থিব বিষয় অযথাই খোঁজ করে ধনী হতে বাসনা করব, ফলে শয়তানের *প্রলোভনে ও ফাঁদে ও নানা ধরনের বোধশূন্য ও ক্ষতিকর কামনার হাতে পড়ব, যা মানুষকে ধ্বংস ও বিনাশের গভীরে নিমজ্জিত করে।* প্রসন্ন হয়ে সেই প্রভুই এ প্রলোভন থেকে রেহাই দিয়ে আমাদের রক্ষা করুন, যিনি পিতা ও পবিত্র আত্মার সঙ্গে বিশ্বরাজ ও জীবনেশ্বর রূপে যুগে যুগে বিরাজমান। আমেন।

গ বর্ষ - লুক ১৫:১-৩২

সেসময়ে কর-আদায়কারী ও পাপীরা সকলেই যীশুর বাণী শুনবার জন্য দলে দলে তাঁর কাছে আসছিল; এতে ফরিসিরা ও শাস্ত্রীরা গজগজ করে বলতে লাগলেন, 'লোকটা পাপীদের গ্রহণ করে নেয়, তাদের সঙ্গে খাওয়া-দাওয়াও করে!' তাই তিনি তাঁদের এই উপমা-কাহিনী শোনালেন: 'আপনাদের মধ্যে কোন্ লোক, যার একশ'টা মেষ আছে, তাদের মধ্যে একটা হারিয়ে গেলে সে বাকি নিরানব্বইটাকে প্রান্তরে ফেলে রেখে যায় না, ও হারানোটাকে খুঁজে না পাওয়া পর্যন্ত তার খোঁজে বেড়ায় না? খুঁজে পেলে সে মনের আনন্দে তা কাঁধে তুলে নেয়, এবং বাড়ি গিয়ে বন্ধুবান্ধব ও প্রতিবেশীদের ডেকে বলে, আমার সঙ্গে আনন্দ কর, কারণ আমার যে মেষ হারানো ছিল, তা খুঁজে পেয়েছি। আমি তোমাদের বলছি, তেমনি ভাবে, যাদের মনপরিবর্তন করার প্রয়োজন নেই, এমন নিরানব্বইজন ধার্মিককে নিয়ে স্বর্গে যত আনন্দ হয়, তার চেয়ে বেশি আনন্দ হবে যখন একজন পাপী মনপরিবর্তন করে।

অথবা, কোন্ স্ত্রীলোক, যার দশটা রুপোর টাকা আছে, সে যদি একটা হারিয়ে ফেলে, তবে বাতি জ্বেলে ঘর ঝাঁট দিয়ে টাকাটা না পাওয়া পর্যন্ত ভাল করে খুঁজে দেখে না? তা পেলে সে বন্ধুবান্ধব ও প্রতিবেশীদের ডেকে বলে, আমার সঙ্গে আনন্দ কর, কারণ আমি যে টাকাটা হারিয়ে ফেলেছিলাম, তা খুঁজে পেয়েছি। তেমনি ভাবে—আমি তোমাদের বলছি—একজন পাপী মনপরিবর্তন করলে ঈশ্বরের দূতদের সামনে আনন্দ হয়।'

তিনি আরও বললেন, 'একজন লোকের দু'টি ছেলে ছিল। ছোটজন পিতাকে বলল, পিতা, আমার ভাগের সম্পত্তি আমাকে দিয়ে দাও। তাই তিনি তাদের মধ্যে ধন-সম্পত্তি ভাগ করে দিলেন। অল্প দিন পর ছোট ছেলেটি নিজের সবকিছু সংগ্রহ করে নিয়ে দূরদেশে চলে গেল, আর সেখানে উচ্ছৃঙ্খলের মত নিজ সম্পত্তি উড়িয়ে দিল।

সে সবকিছু ব্যয় করে ফেললে পর সেই দেশে করাল দুর্ভিক্ষ দেখা দিল, তাতে সে কষ্টে পড়তে লাগল। তাই সে গিয়ে সেই দেশের এক অধিবাসীর কাছে চাকরের কাজ নিল, আর সে তাকে শূকর চরাতে নিজের মাঠে পাঠিয়ে দিল। তার খুবই ইচ্ছে হত, শূকরে যে শুঁটি খায়, তা খেয়ে সে পেট ভরাবে, কিন্তু কেউই তা তাকে দিত না। তখন তার চেতনা হল, বলল, আমার পিতার কত মজুর প্রচুর খাবার পাচ্ছে, কিন্তু আমি এখানে ক্ষুধায় মরছি। আমি উঠে আমার পিতার কাছে যাব, তাঁকে বলব, পিতা, আমি স্বর্গের বিরুদ্ধে ও তোমার সামনে পাপ করেছি; আমি তোমার ছেলে নামের আর যোগ্য নই। তোমার একজন মজুরের মত আমার প্রতি ব্যবহার কর। তখন সে উঠে নিজের পিতার কাছে যাবার জন্য রওনা হল।

সে বহুদূরে থাকতেই তার পিতা তাকে দেখতে পেলেন, ও দয়ায় বিগলিত হয়ে ছুটে গিয়ে তার গলা জড়িয়ে ধরে তাকে চুম্বন করতে লাগলেন। তখন ছেলেটি তাঁকে বলল, পিতা, আমি স্বর্গের বিরুদ্ধে ও তোমার সামনে পাপ করেছি, আমি তোমার ছেলে নামের আর যোগ্য নই। কিন্তু পিতা নিজ দাসদের বললেন, শীঘ্র যাও, সবচেয়ে ভাল পোশাক এনে একে পরিয়ে দাও, এর আঙুলে আঙটি পরাও ও পায়ে জুতো দাও; এবং নধর বাছুরটা এনে কাট; আর এসো, ভোজ করে ফুর্তি করি, কারণ আমার এই ছেলে মৃতই ছিল, আর এখন বেঁচে উঠেছে; হারানোই ছিল, আর এখন তাকে পাওয়া গেছে। তাই তারা ফুর্তি করতে লাগল।

তাঁর বড় ছেলে তখন মাঠে ছিল; ফেরার পথে সে যখন বাড়ির কাছে পৌঁছল, তখন গানবাজনা ও নাচের শব্দ শুনতে পেল। সে একজন দাসকে ডেকে জিজ্ঞাসা করল, এসব কি? সে তাকে বলল, আপনার ভাই ফিরে এসেছে, এবং আপনার পিতা নধর বাছুরটা কেটে দিয়েছেন, কারণ তিনি তাকে সুস্থ শরীরে ফিরে পেয়েছেন। তখন সে ক্রুদ্ধ হয়ে উঠল, ভিতরে যেতে রাজি হল না; এতে তার পিতা বাইরে এসে তাকে সাধাসাধি করতে লাগলেন, কিন্তু সে পিতাকে বলল, দেখ, এত বছর ধরে আমি তোমার সেবা করে আসছি, কখনও তোমার কোন আজ্ঞায় অবাধ্য হইনি, অথচ আমার বন্ধুদের সঙ্গে ফুর্তি করার জন্য তুমি আমাকে একটা ছাগছানাও কখনও দাওনি; কিন্তু তোমার এই যে ছেলে বেশ্যাদের সঙ্গে তোমার ধন-সম্পত্তি গ্রাস করেছে, সে এলেই তুমি তার জন্য নধর বাছুরটা কাটলে। তিনি তাকে বললেন, বৎস, তুমি সবসময়েই আমার সঙ্গে আছ, আর যা কিছু আমার, তা সবই তোমার। কিন্তু আমাদের ফুর্তি ও আনন্দ করা সমীচীন হয়েছে, কারণ তোমার এই ভাই মৃতই ছিল, আর এখন বেঁচে উঠেছে; হারানোই ছিল, আর এখন তাকে পাওয়া গেছে।'

সাধু পিতর খ্রীসোলগের উপদেশাবলি **উপদেশ ১৬৮**

খ্রীষ্ট আমাদের পৃথিবীতে খোঁজ করলেন
আমরা তাঁকে স্বর্গেই খোঁজ করব

আমরা হারানো কিছু যতবার খুঁজে পাই, ততবার নতুন ও অসীম আনন্দ অনুভব করি; এমনকি যা সংরক্ষিত ছিল তা না হারানোর চেয়ে, যা হারিয়ে গেছে তা খুঁজে পাওয়া অধিক আনন্দদায়ী। তবু এ উপমা-কাহিনী মানব ব্যবহারের চেয়ে ঐশ্বরিক দয়ার সঙ্গেই সম্পর্কিত। মহাবিষয় ত্যাগ করা ও হীনতর বিষয় ভালবাসা মানব লোভের নয়, ঐশ পরাক্রমেরই লক্ষণ, কেননা যার অস্তিত্ব নেই, ঈশ্বর তাকেই অস্তিত্ব দেন; উপরন্তু তিনি যা ক্ষণিকের মত ফেলে রাখেন, তা পরিত্যাগ না করেই হারানো বস্তুটা খোঁজ করে বেড়ান, এবং যা সংরক্ষিত ছিল তা না হারিয়েই তিনি হারানো বস্তু খুঁজে পান।

তিনি মর্ত মেষপালক নন, স্বর্গীয়ই মেষপালক তিনি! আর এ উপমা মানব ঘটনা নয়, দিব্য রহস্যগুলির দিকে অঙুলি নির্দেশ করে; একথা উপমায় উল্লিখিত সংখ্যায় প্রকাশ পায়, তিনি তো বলেন, *আপনাদের মধ্যে কোন্ লোক, যার একশ'টা মেষ আছে, তাদের মধ্যে একটা হারিয়ে গেলে…* ইত্যাদি।

তোমরা তো দেখতে পাচ্ছ কেমন করে এ মেষপালক একটিমাত্র হারানো মেষের জন্য এমন দুঃখ করেন, ঠিক যেন সমস্ত পাল পথভ্রষ্ট হয়েছে, যার ফলে তিনি বাকি নিরানব্বইটাকে ফেলে রেখে সেই একটারই পিছনে যান, সেই একটামাত্রকেই খোঁজ করেন, যেন সেই একটা মেষে সবগুলোকে পেতে পারেন, ও সেই একটা মেষের মধ্যে সবগুলোকে ত্রাণ করতে পারেন। এবার কিন্তু এসো, দিব্য উপমার আধ্যাত্মিক অর্থ ব্যক্ত করি।

সেই ব্যক্তি যাঁর একশ'টা মেষ ছিল, তিনি খ্রীষ্ট, তথা সেই উত্তম মেষপালক, সেই ধর্মময় মেষপালক যিনি ঠিক যেন একটিমাত্র মেষের মধ্যে আদমেই সমস্ত মানবজাতিকে সংগৃহীত করে আনন্দময় পরমদেশে জীবন-চারণমাঠের মাঝে রেখেছিলেন; মেষটি কিন্তু মেষপালকের গলা ভুলে গিয়ে নেকড়ের গর্জনেই বিশ্বাস রেখেছিল; তাতে সে ত্রাণঘেরি হারিয়ে ফেলে দেহ জুড়েই মৃত্যুজনক আঘাতে ক্ষতবিক্ষত হয়েছিল। তার অনুসন্ধানে পৃথিবীতে এসে খ্রীষ্ট এক কুমারী-মাঠেই

তাকে খুঁজে পেলেন। তিনি নিজ জন্মের মাংসে এলেন, ও ক্রুশের উপরে তুলে দিয়ে তাকে নিজ যন্ত্রণাভোগের কাঁধে বহন করলেন; এবং পুনরুত্থানের আনন্দে পরিপূর্ণ হয়ে স্বর্গে আরোহণ করে তাকে নিজ আবাসে তুলে নিলেন। বন্ধু ও প্রতিবেশী সকলকে তথা স্বর্গদূতদের ডেকে তিনি বললেন, *আমার সঙ্গে আনন্দ কর, কারণ আমার যে মেষ হারানো ছিল, তা খুঁজে পেয়েছি।*

প্রভুর মেষ ফিরে আসায় স্বর্গদূতেরা খ্রীষ্টের সঙ্গে আনন্দ-ফুর্তি করেন, মেষটি যে সিংহাসনে বসবার প্রাধান্য পেয়েছে, তাতে তাঁরা হিংসা বোধ করেন না, কারণ হিংসা শয়তানের সঙ্গে স্বর্গ থেকে সেই মেষশাবকই দ্বারা দূর করে দেওয়া হয়েছিল, যিনি জগতের পাপ মুছে দিয়েছিলেন; ফলে হিংসা-পাপ স্বর্গলোকে আর প্রবেশ করতে অক্ষমই ছিল। এসো, ভাইবোনেরা, যিনি আমাদের পৃথিবীতে খোঁজ করলেন, আমরা তাঁকে স্বর্গে খোঁজ করি; যিনি নিজ ঈশ্বরত্বের গৌরবেই আমাদের বহন করলেন, এসো, আমরা আমাদের দেহে সম্পূর্ণ পবিত্রতায় তাঁকে বহন করি, যেমনটি প্রেরিতদূতও বলেন, *ঈশ্বরকে গৌরবান্বিত কর, নিজেদের দেহে তাঁকে বহন কর।* দৈহিক কর্মে যে একটা পাপও বহন করে না, সেই নিজ দেহে ঈশ্বরকে বহন করে।

২৫শ রবিবার

ক বর্ষ - মথি ২০:১-১৬

সেসময় যীশু তাঁর শিষ্যদের এই উপমা-কাহিনী শোনালেন, 'স্বর্গরাজ্য তেমন এক গৃহস্বামীর মত, যিনি নিজের আঙুরখেতে মজুর লাগাবার জন্য খুব সকালে বেরিয়ে পড়লেন। তিনি মজুরদের সঙ্গে দিনমজুরি হিসাবে একটা রুপোর টাকা স্থির করে তাদের নিজের আঙুরখেতে পাঠিয়ে দিলেন। পরে তিনি সকাল ন'টার দিকে বেরিয়ে গিয়ে দেখলেন, চত্বরে অন্য কয়েকজন লোক বেকার দাঁড়িয়ে আছে; তাদের বললেন, তোমরাও আমার আঙুরখেতে যাও, তোমাদের ন্যায্য মজুরি দেব। তাতে তারা গেল। তিনি আবার দুপুরবেলা ও বেলা তিনটের দিকে বেরিয়ে গিয়ে তেমনি করলেন; পরে বিকেল পাঁচটার দিকে বেরিয়ে গিয়ে দেখলেন, আর কয়েকজন সেখানে এমনি দাঁড়িয়ে আছে; তাদের বললেন, কেন সারাদিন এখানে বেকার দাঁড়িয়ে আছ? তারা তাঁকে বলল, কারণ কেউই আমাদের কাজে লাগায়নি। তাদের তিনি বললেন, তোমরাও আমার আঙুরখেতে যাও।

সন্ধ্যা হলে সেই আঙুরখেতের প্রভু তাঁর নায়েবকে বললেন, মজুরদের ডেকে শেষজন থেকে শুরু করে প্রথমজন পর্যন্ত সকলের মজুরি মিটিয়ে দাও। তাই যারা বিকেল পাঁচটার দিকে শুরু করেছিল, তারা এসে এক একজন একটা করে রুপোর টাকা পেল; পরে যারা প্রথমে শুরু করেছিল, তারা এসে বেশি পাবে বলে প্রত্যাশা করছিল, কিন্তু তারাও একটা করে রুপোর টাকা পেল। পেয়ে তারা সেই গৃহস্বামীর বিরুদ্ধে গজগজ করে বলতে লাগল: শেষে এসেছিল এই লোকেরা, এরা তো মাত্র এক ঘণ্টা খেটেছে, আর এদের আপনি আমাদেরই সমান করলেন যারা সারাদিন খেটেছি ও রোদে ভুগেছি। তিনি উত্তরে তাদের একজনকে বললেন, বন্ধু, আমি তোমার প্রতি কোন অন্যায় করছি না; আমার ও তোমার মধ্যে কি একটা রুপোর টাকার কথা হয়নি? তোমার যা পাওনা, তা নিয়ে তুমি যাও; কিন্তু আমি তোমাকে যা দিয়েছি, শেষে যে এসেছে, তাকেও সেই একই মজুরি দিতে ইচ্ছা করি। আমার নিজের যা, তা নিয়ে আমার যা ইচ্ছা তাই করার অধিকার কি আমার নেই? নাকি, আমি দানশীল বলে তোমার চোখ হিংসুক? তেমনিভাবে যারা সবার আগে রয়েছে, তারা শেষে পড়বে; এবং যারা সবার শেষে রয়েছে, তারা সবার আগে দাঁড়াবে।'

সাধু আগস্তিনের উপদেশাবলি **উপদেশ ৮৭:১,৪,৫,৬**

সেই মোহরটা হল অনন্ত জীবন

সুসমাচারে তোমরা এইমাত্র আঙুরখেতে মজুরদের উপমা-কাহিনী শুনেছ: এ উপমা-কাহিনী বর্তমানকালের জন্য খুবই উপযুক্ত, কেননা এ হল পার্থিব আঙুরফল-সংগ্রহ কাল। কিন্তু তবুও আধ্যাত্মিক এমন ফলসংগ্রহ কালও রয়েছে, যে কালে ঈশ্বর নিজ আঙুরখেতের ফল ভোগ করেন: *স্বর্গরাজ্য তেমন এক গৃহস্বামীর মত, যিনি নিজের আঙুরখেতে মজুর লাগাবার জন্য খুব সকালে বেরিয়ে পড়লেন*। কিন্তু কেনই বা তিনি শেষ জন থেকেই মজুরি দিতে শুরু করলেন? তারা সকলেই কি মজুরি পাবার অপেক্ষায় ছিল না? সুসমাচারের অন্যত্রও আমরা পড়েছি যে, যারা তাঁর ডান পাশে রয়েছে, তাদের তিনি বলবেন, *এসো, আমার পিতার আশীর্বাদের পাত্র যে তোমরা, জগৎপত্তনের সময় থেকে যে রাজ্য তোমাদের জন্য প্রস্তুত করা হয়েছে, তা উত্তরাধিকাররূপে গ্রহণ কর*। তাই যখন তারা একসঙ্গেই মজুরি পেতে তৈরী, তখন কেন তারাই প্রথম মজুরি পেল যারা বিকেল পাঁচটায় কাজ শুরু করেছিল, ও যারা প্রথম প্রহর থেকে কাজ করেছিল তারা শেষেই মজুরি পেল? তোমাদের কাছে এর কারণ ব্যাখ্যা করতে পারলে আমি ঈশ্বরকে ধন্যবাদ জানাব। তোমরাও কিন্তু তাঁকে ধন্যবাদ জানাও, যিনি আমাদের মধ্য দিয়ে তোমাদের উপকার করেন, কারণ আমরা নিজস্ব বলতে কিছুই দান করি না। যে এক ঘণ্টা কাজ করার পর, ও যে সারাদিন কাজ করার পর মজুরি পেল, তুমি যদি তাদের আলাদা আলাদা করে প্রশ্ন রাখ, তাদের মধ্যে কে প্রথম মজুরি পেয়েছে, তাহলে দু'জনেই উত্তর দেবে যে, তারাই প্রথম মজুরি পেল।

তাই যদিও সকলে একইসময়ে মজুরি পেয়ে থাকল, তবু যেহেতু কেউ কেউ কেবল এক ঘণ্টা পরে, ও কেউ কেউ বারো ঘণ্টা পরেই মজুরি পেল, সেজন্য আমরা মনে করি যে, তারাই প্রথম মজুরি পেল যারা অল্প সময় কাজ করল। আবেল ও নোয়ার মত সেই প্রথম ধার্মিক ব্যক্তিরা, যাঁরা খুব সকালে আহূত হয়েছিলেন, তাঁরা আমাদের সঙ্গেই পুনরুত্থানের আনন্দ পাবেন। তাঁদের পরে, আব্রাহাম, ইসায়াক, যাকোব ও তাঁদের সমসাময়িকদের মত অন্যান্য ধার্মিক ব্যক্তি, যাঁরা সকাল ন'টার সময়ে আহূত হয়েছিলেন, তাঁরাও আমাদের সঙ্গে পুনরুত্থানের আনন্দ পাবেন। আরও ধার্মিক ব্যক্তি যেমন মোশী, আরোন ও তাঁদের সঙ্গে সেই সকলে, যাঁরা দুপুরবেলায় আহূত হয়েছিলেন, তাঁরাও আমাদের সঙ্গে পুনরুত্থানের আনন্দ পাবেন। এঁদের পরে যাঁরা বেলা তিনটের সময় আহূত হয়েছিলেন, সেই পুণ্যবান নবীরাও আমাদের সঙ্গে একই আনন্দ পাবেন। এবং যাঁরা বিকেল পাঁচটায় আহূত হয়েছিলেন, সেই সকল খ্রীষ্টবিশ্বাসীও জগৎ শেষে তাঁদের সঙ্গে পুনরুত্থানের সেই আনন্দ পাবেন। সকলে একসঙ্গেই তা পাবেন; কিন্তু লক্ষ কর কতই না দীর্ঘকাল পরে সেই প্রথমজনেরা তা পাচ্ছেন! বস্তুত যদিও আমরা অন্যান্য সকলের সঙ্গেই তা পাই, তবু যেহেতু আমাদের মজুরি ইতস্তত না করেই আমাদের দেওয়া হয়, সেজন্য মনে হচ্ছে ঠিক যেন আমরাই প্রথম তা পাচ্ছি।

মজুরি পাবার সময়ে আমরা সকলে সমান হব—প্রথমজন শেষজনের সমান, শেষজন প্রথমজনের সমান। কেননা সেই মোহরটা হল অনন্ত জীবন, আর অনন্ত জীবনে সকলে সমান। কর্মফলের ভিত্তিতে যদিও একজনের চেয়ে আর একজন কম বেশি দীপ্তিমান হবে, তবু অনন্ত জীবন সকলের জন্য সমান, কেননা যা সমানভাবে অনন্ত, তা একজনের পক্ষে বেশি দীর্ঘকালীন ও আর একজনের পক্ষে কম দীর্ঘকালীন হতে পারে না—যার অন্ত নেই, তা আমার পক্ষে যেমন, তোমার

পক্ষেও তেমনি অনন্ত হবে। দম্পতিদের শুচিতা ও অক্ষুণ্ন কৌমার্য, শুভকর্মের ফল ও যন্ত্রণাভোগের গৌরব ইত্যাদি বিবিধ শ্রেণি বিবিধ ভাবে প্রকাশ পাবে, কিন্তু অনন্ত জীবন ক্ষেত্রে এমন কেউ থাকবে না, যে আর একজনের চেয়ে দীর্ঘায়ু হবে। প্রত্যেকে নিজ নিজ গৌরব-মাত্রা অনুসারে সকলেই অন্তহীন জীবন যাপন করবে, আর সেই মোহরটা হল অনন্ত জীবন।

খ বর্ষ - মার্ক ৯:৩০-৩৭

সেসময় যীশু ও তাঁর শিষ্যেরা গালিলেয়ার মধ্য দিয়ে এগিয়ে চলছিলেন, আর তাঁর ইচ্ছা ছিল না যে, কেউ তা জানতে পারে। কেননা তিনি নিজের শিষ্যদের উপদেশ দিচ্ছিলেন; তাঁদের বলছিলেন, 'মানবপুত্রকে মানুষের হাতে তুলে দেওয়া হবে; তারা তাঁকে হত্যা করবে, আর তিনি নিহত হলে পর তিন দিন পরে পুনরুত্থান করবেন।' তাঁরা কিন্তু সেকথা বুঝলেন না, এবং তাঁকে জিজ্ঞাসা করতেও ভয় করলেন।

তাঁরা কাফার্নাউমে এলেন; আর বাড়ি আসার পর তিনি তাঁদের জিজ্ঞাসা করলেন, 'পথে তোমাদের মধ্যে কোন্ বিষয়ে তর্কাতর্কি হচ্ছিল?' তাঁরা চুপ করে রইলেন, কারণ কে বড়, পথে নিজেদের মধ্যে এবিষয়েই বলাবলি করেছিলেন। তাই তিনি বসে সেই বারোজনকে ডেকে বললেন, 'কেউ যদি প্রথম হতে চায়, তবে সে যেন সকলের শেষে থাকে ও সকলের সেবক হয়।' তখন তিনি একটি শিশুকে নিয়ে তাঁদের মধ্যে দাঁড় করিয়ে দিলেন ও তাকে কোলে তুলে তাঁদের বললেন, 'যে কেউ এর মত কোন শিশুকে আমার নামে গ্রহণ করে, সে আমাকেই গ্রহণ করে; এবং যে কেউ আমাকে গ্রহণ করে, সে আমাকে নয়, তাঁকেই গ্রহণ করে, যিনি আমাকে প্রেরণ করেছেন।'

তুরিনের বিশপ সাধু মাক্সিমের উপদেশাবলি **উপদেশ ৪৮:১-২**

মানুষ বিনম্রতা দ্বারাই রাজ্যে পৌঁছে, সরলতা দ্বারাই স্বর্গে প্রবেশ করে

তোমরা সুসমাচার-পাঠ মনোযোগের সঙ্গে শুনে থাকলে তবে এখন উপলব্ধি করতে পার ঈশ্বরের লেবীয় ও যাজকদের প্রতি কেমন সম্মান দেখানো উচিত, ও পুরোহিতদেরও পরস্পরকে সম্মান দেখানোর ব্যাপারে কেমন বিনম্রতার সঙ্গে প্রতিযোগিতা করা উচিত। বস্তুতপক্ষে যে শিষ্যেরা যীশুকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, স্বর্গরাজ্যে তাঁদের মধ্যে কে শ্রেষ্ঠ হবে, যীশু সকলের সামনে একটা শিশুকে দাঁড় করিয়ে তাঁদের বলেছিলেন, *যে কেউ নিজেকে এই শিশুর মত ছোট করে, স্বর্গরাজ্যে সে-ই সবচেয়ে বড়।* এতে আমরা উপলব্ধি করি যে, মানুষ বিনম্রতা দ্বারাই রাজ্যে পৌঁছে, ও সরলতা দ্বারাই স্বর্গে প্রবেশ করে।

তাই যে কেউ ঈশ্বরত্ব-চূড়ায় পৌঁছতে বাসনা করে, সে আগে বিনম্রতার নিচুতার অন্বেষণ করুক; যে কেউ রাজ্যে ভাইয়ের আগে প্রথম হতে চায়, সে আগে তাকে সম্মান প্রদর্শনেই প্রথম হোক, যেমনটি প্রেরিতদূত বলেন, *ভ্রাতৃপ্রেমে পরস্পরের মধ্যে প্রতিযোগিতা কর;* সে পবিত্রতা অর্জনে ভাইয়ের আগে প্রথম হতে ইচ্ছা করলে, তার সেবায়ও সে প্রথম হোক। কেননা ভাই যদি তোমাকে অপমান করে না থাকে, তাহলে তোমাকে তাকে সম্মান ও প্রেম দেখাতে হবে; আর দৈবাৎ সে যদি তোমাকে অপমান করে থাকে, তাহলে তার মন জয় করার জন্য তুমি তাকে আরও সম্মান দেখাবে। বস্তুতপক্ষে এই তো খ্রীষ্টধর্মের মূল ধারণা: যারা আমাদের ভালবাসে আমরা প্রতিদান স্বরূপ তাদের ভালবাসব, ও যারা আমাদের অপমান করে আমরা প্রতিদান স্বরূপ তাদের প্রতি ধৈর্যশীল হব।

তাই যে কেউ অপমান বহনে অধিক ধৈর্যশীল, সে স্বর্গরাজ্যে শ্রেষ্ঠ হবে। অহঙ্কার, ঐশ্বর্য ও দম্ভ দ্বারা স্বর্গরাজ্যে যাওয়া যায় না, বিনম্রতা, দরিদ্রতা ও কোমলতা দ্বারাই যাওয়া যায়।

কতই না সঙ্কীর্ণ সেই পথ, যা জীবনের দিকে নিয়ে যায়! ফলত যার মাথায় রয়েছে সম্মানের বোঝা ও ঐশ্বর্যের থলি, সে ঠিক যেন অধিক ভারগ্রস্ত ও ব্যাহত একটা গাধার মত রাজ্যের সঙ্কীর্ণ পথ দিয়ে যেতে পারবে না। আর যখন সে মনে করবে, সে পৌঁছে গেছে, সেই সরু দরজা তাকে প্রবেশ করতে দেবে না, তাতে সে ফিরে যেতে বাধ্য হবে। হ্যাঁ, যীশু নিজেই বলেছিলেন, *ধনীর পক্ষে ঈশ্বরের রাজ্যে প্রবেশ করার চেয়ে উটের পক্ষে সুচের ছিদ্রের মধ্য দিয়ে যাওয়াই বরং সহজ।*

গ বর্ষ - লুক ১৬:১-১৩

একদিন যীশু তাঁর আপন শিষ্যদের বললেন, 'একজন ধনী লোক ছিল; তার যে গৃহাধ্যক্ষ ছিল, তার বিরুদ্ধে এই অভিযোগ আনা হল যে, সে মনিবের ধন নষ্ট করে দিচ্ছে। সে তাকে ডাকিয়ে বলল, তোমার সম্পর্কে এ কি কথা শুনছি? তোমার কাজের হিসাব দাও, কারণ তুমি গৃহাধ্যক্ষ-পদে থাকতে পারবে না। তখন সেই গৃহাধ্যক্ষ মনে মনে বলল, এখন আমি কী করব? আমার প্রভু তো আমার কাছ থেকে হিসাব চেয়ে নিচ্ছেন। আমি কি মাটি কাটব? সেই বল আমার নেই; ভিক্ষা করব? লজ্জা করে। আমার পদ গেলে লোকে যেন তাদের ঘরে আমাকে আশ্রয় দেয়, তার জন্য যা করা দরকার, তা আমি বুঝলাম। যারা তার প্রভুর কাছে ঋণী ছিল, তাদের সে এক একজন করে ডাকল। প্রথমজনকে সে বলল, আমার প্রভুর কাছে তোমার দেনা কত? সে বলল, তিন টন তেল। সে তাকে বলল, তোমার ধারপত্র নাও, শীঘ্র বসে দেড় টন লেখ। আর একজনকে সে বলল, তোমার দেনা কত? সে বলল, চার টন গম। সে তাকে বলল, তোমার ধারপত্র নিয়ে তিন টন লেখ। সেই প্রভু সেই অসৎ গৃহাধ্যক্ষের প্রশংসা করল, কারণ সে বুদ্ধিমানের মত কাজ করেছিল। বাস্তবিকই এই সংসারের সন্তানেরা নিজেদের জাতের লোকদের সঙ্গে চলাফেরার ব্যাপারে, যারা আলোর সন্তান, তাদের চেয়ে বেশি বুদ্ধি দেখায়।

তাই আমি তোমাদের বলছি, অসৎ ধনের মধ্য দিয়ে নিজেদের জন্য মানুষকে বন্ধু করে নাও, যেন তা শেষ হলে তারা সেই অনন্ত আবাসে তোমাদের গ্রহণ করে নেয়। সামান্য ব্যাপারে যে বিশ্বস্ত, সে বড় ব্যাপারেও বিশ্বস্ত; আর সামান্য ব্যাপারে যে অসৎ, সে বড় ব্যাপারেও অসৎ। সুতরাং তোমরা যদি অসৎ ধনের ব্যাপারে বিশ্বস্ত না হয়ে থাক, তবে কে বিশ্বাস করে তোমাদের হাতে প্রকৃত ধন ন্যস্ত করবে? আর যদি পরের জিনিসের ব্যাপারে বিশ্বস্ত না হয়ে থাক, তবে কে তোমাদের নিজেদের জিনিস তোমাদের দেবে?

দুই মনিবের সেবায় থাকা কোন চাকরের পক্ষে সম্ভব নয়: সে হয় একজনকে ঘৃণা করবে আর অন্যজনকে ভালবাসবে, না হয় একজনের প্রতি আকৃষ্ট হবে আর অন্যজনকে উপেক্ষা করবে—ঈশ্বর ও ধন, উভয়ের সেবায় থাকা তোমাদের পক্ষে সম্ভব নয়।'

চতুর্থ শতাব্দীর উপদেশাবলি **উপদেশ ৪৮:১-৬**

খাঁটি ঈশ্বরবিশ্বাস

নিজ শিষ্যদের খাঁটি বিশ্বাসে চালিত করার উদ্দেশ্যে যীশু সুসমাচারে বললেন, *সামান্য ব্যাপারে যে বিশ্বস্ত, সে বড় ব্যাপারেও বিশ্বস্ত; আর সামান্য ব্যাপারে যে অসৎ, সে বড় ব্যাপারেও অসৎ।* সামান্য ব্যাপারটা কী, ও বড় ব্যাপারটা কী?

সামান্য ব্যাপারটা হল এসংসারের সেই সবকিছু যা তিনি নিজ বিশ্বাসীকে দেবেন বলে প্রতিশ্রুত হয়েছিলেন, যথা খাদ্য, পোশাক ও বাকি সবকিছু যা দেহের স্বস্তির জন্য প্রয়োজন; কিংবা স্বাস্থ্য ও

এপ্রকার সমস্ত কিছু। এবিষয়ে তিনি উপদেশ দিয়ে বলেছিলেন যে, এ নিয়ে চিন্তিত হওয়া দরকার নেই, কিন্তু তাঁর উপরে আস্থা রেখে প্রত্যাশা করতে হবে, কারণ যারা তাঁর আশ্রয় নেয়, ঈশ্বর নিজে তাদের সুব্যবস্থা করে যাবেন।

বড় ব্যাপারটা কিন্তু হল সনাতন ও অক্ষয়শীল যুগের সেই সমস্ত মঙ্গলদান যা তিনি তাদেরই দেবেন বলে প্রতিশ্রুত হয়েছিলেন, যারা তাঁকে বিশ্বাস করে ও সেগুলির অবিরত অন্বেষণ করে তা পাবার জন্য তাঁর কাছে প্রার্থনা করে; কেননা তিনি তাই আদেশ করেছিলেন: *তোমরা বরং তাঁর রাজ্যের অন্বেষণ কর, তাহলে ওই সবকিছুও তোমাদের দেওয়া হবে।* তিনি একথা বললেন, আমরা প্রত্যেকেই যেন এ ক্ষুদ্রতম ও নশ্বর বিষয়ে পরীক্ষিত হয়ে দেখাতে পারি, যিনি তা মঞ্জুর করবেন বলে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, আমরা সেই ঈশ্বরকে বিশ্বাস করি কিনা। তাই আমরা এবিষয়গুলি নিয়ে যেন তত চিন্তিত না হই, বরং ভাবী ও শাশ্বত বিষয়গুলির প্রতিই যত্নশীল হই।

আর যখন মানুষ উপরোল্লিখিত কথা গভীর ভাবে বিশ্বাস করে, তখনই স্পষ্ট হবে সে অনশ্বর মঙ্গলদানে বিশ্বাসী ও সেগুলির সত্যকার অন্বেষী। যে কেউ সত্যবাণী অনুধাবন করে, তাকে নিজেকে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করতে হবে কিংবা আধ্যাত্মিক গুরুদের দ্বারা এবিষয়ে যাচাইকৃত হতে হবে, কোন্ কারণে সে ঈশ্বরে বিশ্বাস রেখেছে ও তাঁর হাতে নিজেকে সঁপে দিয়েছে—সে কি তাঁর বাণী অনুসারেই না ধর্মময়তা ও বিশ্বাস বিষয়ে নিজেরই ধারণা অনুসারে বিশ্বাস করে? ইচ্ছা করলে যে কেউই পরীক্ষিত ও যাচাইকৃত হতে পারে, সে ক্ষুদ্রতম ও অনিত্য বিষয়ে বিশ্বস্ত কিনা; শর্ত এ: তুমি স্বর্গরাজ্যের যোগ্য বলে গণ্য হয়েছ, তুমি ঈশ্বরের সন্তান, ঊর্ধ্ব থেকে নবজাত, খ্রীষ্টের সহউত্তরাধিকারী, তুমি সর্বযুগ ধরে তাঁর সঙ্গে রাজত্ব করবে ও ঠিক ঈশ্বরের মত চিরকাল ধরে সেই রহস্যময় আলোতে ঐশআনন্দ ভোগ করবে—এই সমস্ত তুমি কি বিশ্বাস কর? এতে তুমি উত্তরে বলবে, নিশ্চয়, যেহেতু এ কারণেই আমি সংসার ত্যাগ করেছি ও প্রভুর হাতে নিজেকে সঁপে দিয়েছি।

তাই নিজেকে পরীক্ষা করে দেখ, পার্থিব ভাবনা বা খাদ্য ও পোশাক নিয়ে বহু দুশ্চিন্তা, কিংবা এমন কোন ব্যাপার ও আকর্ষণ তোমাকে আঁকড়িয়ে থাকে কিনা, যা কেবল তোমাকে নিজেকে নিয়েই কেন্দ্রীভূত করে ঠিক যেন কেবল নিজের উপর নির্ভর করেই তুমি সবকিছু করতে সক্ষম ও কেবল নিজ শক্তি অবলম্বন করেই যত দায়িত্ব পালন করতে সমর্থ!

কেননা তুমি যদি সনাতন, শাশ্বত, অপরিবর্তনশীল ও হিংসাবিহীন মঙ্গলদান পাবে বলে বিশ্বাস কর, তাহলে মহত্তর কারণে তোমাকে বিশ্বাস করতে হবে যে, ঈশ্বর তোমাকে সেই নশ্বর ও পার্থিব মঙ্গলদানগুলিও দান করবেন, যা দুর্জনদের, পশু ও পাখিদেরও দান করে থাকেন। এবিষয় প্রভু স্পষ্ট শিক্ষা দিয়েছিলেন।

সুতরাং, তুমি যে এসংসারে নিজেকে প্রবাসী করেছ, তোমার পক্ষে এই সংসারের সকল মানুষের চেয়ে অসাধারণ ও অতিবিষিষ্ট বিশ্বাস লাভ করা, ও তীক্ষ্ণ উপলব্ধি ও নিখুঁত জীবনধারণ অর্জন করা একান্ত প্রয়োজন।

২৬শ রবিবার

ক বর্ষ - মথি ২১:২৮-৩২

সেসময় যীশু প্রধান যাজকদের ও জনগণের প্রাচীনবর্গকে বললেন, 'আপনারা এ ব্যাপারে কী মনে করেন? একজন লোকের দু'টি ছেলে ছিল; তিনি প্রথমজনকে গিয়ে বললেন, বৎস, যাও, আজ আঙুরখেতে কাজ কর। সে উত্তর দিল, আমার ইচ্ছা নেই; কিন্তু শেষে অনুশোচনা করে গেল। পরে তিনি দ্বিতীয়জনকে গিয়ে একই কথা বললেন; সে উত্তর দিল, প্রভু, আমি যাচ্ছি, কিন্তু গেল না। সেই দু'জনের মধ্যে কে পিতার ইচ্ছা পালন করল?' তাঁরা বললেন, 'প্রথমজন।' যীশু তাঁদের বললেন, 'আমি আপনাদের সত্যি বলছি, কর-আদায়কারীরা ও বেশ্যারা আপনাদের আগে আগেই ঈশ্বরের রাজ্যের দিকে চলছে; কেননা যোহন ধর্মময়তার পথে আপনাদের কাছে এসেছিলেন, কিন্তু আপনারা তাঁকে বিশ্বাস করলেন না; অথচ কর-আদায়কারীরা ও বেশ্যারা তাঁকে বিশ্বাস করল। আর তা দেখা সত্ত্বেও আপনারা এমন অনুশোচনা করলেন না যাতে তাঁকে বিশ্বাস করেন।'

আলেকজান্দ্রিয়ার ক্লেমেন্ট-লিখিত 'কোন্ ধনী পরিত্রাণ পাবে?' **৩৯-৪০**

একই অপরাধে পতিত না হওয়া, এ তো প্রকৃত তপস্যা

যে কেউ সমস্ত অন্তর দিয়ে ঈশ্বরের উদ্দেশে মন ফেরায়, তার জন্য দরজা উন্মুক্ত, ও পিতা মনের আনন্দে সন্তানকে গ্রহণ করেন—কিন্তু সন্তানের প্রকৃত অনুতাপ চাই। যাতে প্রকৃত তপস্যা ঘটে, একই অপরাধে পতিত না হওয়া যথেষ্ট নয়, বরং তখনই প্রকৃত তপস্যা ঘটে, যখন আমরা আত্মা থেকে সেই সমস্ত পাপ উচ্ছেদ করি যেগুলোর জন্য আমরা মৃত্যুদণ্ডের যোগ্য বলে নিজেদের স্বীকার করি। সেই সমস্ত পাপ বাতিল করলে তবেই ঈশ্বর তোমার সঙ্গে আবার বসবাস করবেন; কেননা খ্রীষ্ট একথা বলেন যে, পাপী মনপরিবর্তন করে তপস্যা করলে, তা স্বর্গে পিতা ও দূতদের জন্য গভীরতম ও অতুলনীয় আনন্দ। এজন্য তিনি ঘোষণা করেন, *আমি বলিদানে নয়, প্রেমেই প্রীত; আমি দুর্জনের মৃত্যুতে প্রীত নই, আমি বরং চাই, দুরাচার ছেড়ে সে যেন বাঁচে; সিঁদুরে-লাল হলেও তোমাদের পাপ তুষারের মত শুভ্র হয়ে উঠবে; টকটকে লাল হলেও হয়ে উঠবে পশমের মত।*

পাপ মুছে দেওয়া ও দোষ আরোপ না করা কেবল ঈশ্বরেরই অধিকার, কারণ তিনি আমাদেরও এ আদেশ দিয়েছেন আমরা যেন প্রত্যেক দিন অনুতপ্ত ভাইকে ক্ষমা করি।

আর খারাপ হয়েও আমরা যখন মঙ্গলকর কিছু করতে পারি, তখন যিনি দয়াদানকারী পিতা, তিনি আর কতই না মঙ্গলময় হবেন। যাঁর কাছ থেকে সমস্ত সান্ত্বনা উদ্গত, যিনি দয়ায় ও প্রসন্নতায় পূর্ণ, তিনি যারা মনপরিবর্তন করে তাদের জন্য অপেক্ষা করতে করতে বহু ধৈর্য দেখাতে পারেন।

প্রকৃত মনপরিবর্তন তখনই ঘটে, যখন অতীত বিষয়ের দিকে আর তাকাই না, যখন দৃঢ়তার সঙ্গে বলি, আর পাপ নয়। তাই ঈশ্বর অতীত জীবনের পাপ ক্ষমা করেন; কিন্তু পুনরায় পাপে পতিত না হওয়ার জন্য প্রত্যেকে নিজের কাছেই দায়ী। আর অনুতাপের প্রকৃত মনোভাব এরূপ: আমরা কৃত পাপগুলোর জন্য দুঃখভোগ করব ও অবিরতই প্রার্থনা করব পিতা যেন সেগুলোর স্মৃতি মুছে দেন: কেবল তিনিই নিজের দয়ায় অতীত কিছু মুছে দিতে পারেন ঠিক যেন তা কখনও ঘটেনি; আবার কেবল তিনিই পবিত্র আত্মার অনুগ্রহ দ্বারা অতীত জীবনের অমঙ্গল মুছে দিতে পারেন।

হে চোর, তুমি কি চাও তোমার অপরাধ মুছে দেওয়া হোক? আর চুরি নয়! যা চুরি করেছ, তা ফিরিয়ে দাও, আর তার উপরে বাড়তি কিছুও দাও। হে মিথ্যাসাক্ষী, সত্যবাদী হতে শেখ! তুমি যে

শপথ ভঙ্গ করে থাক, আর শপথ নয়! তাছাড়া অন্য যত অন্যায় প্রবণতা ও রিপুও ছিন্নভিন্ন কর।

যে বিশৃঙ্খল ভাবাবেগ ইতিমধ্যে বৃদ্ধি পেয়েছে, সেগুলোকে একপলকেই উচ্ছেদ করা হয়তো সম্ভবপর নয়; কিন্তু ঈশ্বরের অনুগ্রহ, অন্যদের প্রার্থনা ও ভাইবোনদের সহায়তার সঙ্গে প্রকৃত তপস্যা ও অবিরত বাণীধ্যানও মিলিত করলে মানুষ এতেও কৃতকার্য হতে পারে।

খ বর্ষ - মার্ক ৯:৩৮-৪৩,৪৫,৪৭-৪৮

সেসময় যোহন যীশুকে বললেন, 'গুরু, আমরা একজনকে আপনার নামে অপদূত তাড়াতে দেখেছিলাম, আর তাকে বারণ করতে চেষ্টা করেছিলাম, কারণ সে আমাদের অনুগামী নয়।' কিন্তু যীশু বললেন, 'তাকে বারণ করো না, কারণ এমন কেউ নেই যে আমার নামে একটা পরাক্রম-কর্ম সাধন করে সহজে আমার নিন্দা করতে পারে। যে আমাদের বিপক্ষে নয়, সে আমাদের সপক্ষে। বাস্তবিকই যে কেউ তোমাদের খ্রীষ্টের লোক বলে এক ঘটি জল খেতে দেয়, আমি তোমাদের সত্যি বলছি, সে কোনমতে নিজের মজুরি থেকে বঞ্চিত হবে না।

আর এই যে ক্ষুদ্রজনেরা বিশ্বাস করে, যে কেউ তাদের একজনের পদস্খলন ঘটায়, তার গলায় জাঁতাকলের বড় পাথর বেঁধে তাকে সমুদ্রে ফেলে দেওয়াই বরং তার পক্ষে ভাল। তোমার হাত যদি তোমার পদস্খলনের কারণ হয়, তবে তা কেটে ফেল; দু'টো হাত নিয়ে নরকে, সেই অনির্বাণ আগুনে যাওয়ার চেয়ে নুলো হয়ে জীবনে প্রবেশ করাই বরং তোমার পক্ষে ভাল। আর তোমার পা যদি তোমার পদস্খলনের কারণ হয়, তবে তা কেটে ফেল; দু'টো পা নিয়ে নরকে নিক্ষিপ্ত হওয়ার চেয়ে খোঁড়া হয়ে জীবনে প্রবেশ করাই বরং তোমার পক্ষে ভাল। আর তোমার চোখ যদি তোমার পদস্খলনের কারণ হয়, তবে তা উপড়ে ফেল; দু'টো চোখ নিয়ে নরকে নিক্ষিপ্ত হওয়ার চেয়ে এক চোখ নিয়ে ঈশ্বরের রাজ্যে প্রবেশ করাই বরং তোমার পক্ষে ভাল: নরকেই তো লোকদের কীট মরে না, আর আগুনও কখনও নিভে যায় না।'

সাধু ভিক্টর গির্জার সভ্য রিচার্ড-লিখিত 'উদ্দীপ্ত ভালবাসার চার ধাপ' **৪২-৪৫**

প্রিয়তম সন্তানদের মত তোমরা ঈশ্বরের অনুকারী হও

এক ব্যক্তির প্রাণ যখন ঈশ্বরপ্রেমের আগুনে এমনভাবে নিঃশেষিত হয়ে গলানো মোমের মত নরম হয়েছে, তখন যে সিদ্ধ ঈশ্বরপ্রেমের সমরূপ হওয়া মানুষের নিত্য কর্তব্য, সেই ঈশ্বর-প্রেম লাভ করার নিয়মস্বরূপ ঈশ্বরের ইচ্ছা ছাড়া, অর্থাৎ *যা কিছু শ্রেয়, যা কিছু ঈশ্বরের গ্রহণীয় ও যা কিছু নিখুঁত*, এছাড়া সেই প্রাণের কাছে আর কোন্ সাধনাও উপস্থাপন করা দরকার? গলানো ধাতু ছিদ্র পেলে যেমন সহজে নিম্নের দিকে বেয়ে যায়, তেমনি যে প্রাণ তেমন অবস্থায় রয়েছে, সেই প্রাণ ঈশ্বরের ইচ্ছা অনুসারে যে কোন বাধ্যতার প্রতি নিজেকে বশীভূত করে ও যে কোন অবমাননার প্রতি নিজেকে স্বেচ্ছায় নত করে।

তেমন অবস্থায় যে প্রাণ, তার কাছে খ্রীষ্টের বিনম্রতার আদর্শ দেখিয়ে বলা হয়: *খ্রীষ্টযীশুতে যে মনোভাব ছিল, তা তোমাদের অন্তরেও যেন থাকে; অবস্থায় ঈশ্বর হয়েও তিনি ঈশ্বরের সঙ্গে তাঁর সমতুল্যতাকে আঁকড়ে ধরার বস্তু মনে করলেন না; বরং নিজেকে রিক্ত করলেন ও মৃত্যু পর্যন্ত, এমনকি ক্রুশমৃত্যু পর্যন্ত নিজেকে বাধ্য করলেন।* আর খ্রীষ্টের বিনম্রতার আদর্শ পালন করা তাদেরই প্রয়োজন, যারা সিদ্ধ ঈশ্বরপ্রেমের পরাকাষ্ঠায় এসে পৌঁছতে ইচ্ছা করে: সেই আদর্শটি এ: *বন্ধুদের জন্য প্রাণ দেওয়া: এর চেয়ে বড় ভালবাসা মানুষের আর কিছুই নেই;* সুতরাং *প্রিয়তম*

সন্তানদের মত তোমরা ঈশ্বরের অনুকারী হও, প্রেরিতদূতের এ আবেদন পালন করে যারা বন্ধুদের জন্য প্রাণ উৎসর্গ করতে পারে, তারাই ভালবাসার শীর্ষস্থান লাভ করেছে ও ঈশ্বরপ্রেমের চতুর্থ ধাপে এসে পৌঁছেছে।

তৃতীয় ধাপে প্রাণ ঈশ্বরে গৌরববোধ করে, কিন্তু চতুর্থ ধাপে ঈশ্বরপ্রেমের খাতিরে নিজেকে নত করে। তৃতীয় ধাপে প্রাণ ঐশগৌরবের জ্যোতির সমরূপ হয়, চতুর্থ ধাপে খ্রীষ্টের বিনম্রতার সমরূপ হয়। তৃতীয় ধাপে প্রাণ একপ্রকারে ঈশ্বরে মরে, চতুর্থ ধাপে একপ্রকারে খ্রীষ্টে পুনরুত্থান করে। সুতরাং যে চতুর্থ ধাপে রয়েছে, সে সত্যিই বলতে পারে: *আমি এখনও জীবিত আছি; কিন্তু সে তো আর আমি নয়, আমার অন্তরে স্বয়ং খ্রীষ্টই জীবনযাপন করেন।* তাই ঠিক যেন এক নতুন সৃষ্টির আবির্ভাব হয়, যা বিষয়ে বলা যেতে পারে: *প্রাক্তন সবকিছু কেটে গেছে, দেখ, সবকিছু নতুন হয়ে উঠেছে!* তৃতীয় ধাপে যে নিজের কাছে মৃত্যুবরণ করেছে, চতুর্থ ধাপে সে ঠিক যেন মৃতদের মধ্য থেকে পুনরুত্থান করেছে: *তার আর মৃত্যু নেই, তার উপর মৃত্যুর আর কোন কর্তৃত্ব নেই; কারণ সে যে জীবন ভোগ করছে, তাতে ঈশ্বরের উদ্দেশেই সে জীবিত আছে।*

তাই এ ধাপে প্রাণ একপ্রকারে অমর ও যন্ত্রণাতীত হয়ে ওঠে। যখন প্রাণ আর মরতে পারে না, তখন তা একইসময়ে কেমন করে মরণশীল হতে পারে? আর যিনি স্বয়ং জীবন, প্রাণ যখন তাঁরই কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হতে পারে না, তখন তা কেমন করে মরতে পারে? *আমিই পথ, সত্য ও জীবন,* এ বাণী কার, তা আমরা ভালই জানি। তাই তাঁর কাছ থেকে যে বিচ্ছিন্ন হতে পারে না, সে কেমন করে মরতে পারবে? ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে যে দুঃখভোগ করে না, বরং সমস্ত দুর্নাম আনন্দের সঙ্গে গ্রহণ করে নেয় ও নিপীড়িত হলে গৌরববোধ করে ও প্রেরিতদূতের সঙ্গে বলে: *আমার সমস্ত দুর্বলতা নিয়েই সানন্দে গর্ব করব, যেন খ্রীষ্টের পরাক্রম আমার উপর অধিষ্ঠান করতে পারে,* তাকে কেমন করে যন্ত্রণাতীত বলা যায় না? হ্যাঁ, যে ব্যক্তি খ্রীষ্টের খাতিরে যন্ত্রণা ও দুর্নামে আনন্দ পায়, সে প্রায় যন্ত্রণাতীত থাকে।

গ বর্ষ - লুক ১৬:১৯-৩১

একদিন যীশু ফরিসিদের বললেন, 'এক ধনী লোক ছিল, সে দামী রঙিন ক্ষোমের পোশাক পরত, ও প্রতিদিন জাঁকজমকের মধ্যে ভোজসভার আয়োজন করত। তার বাড়ির ফটকের পাশে লাজার নামে এক ভিখারী পড়ে থাকত; তার শরীর ঘায়ে ভরা ছিল, এবং সেই ধনীর টেবিল থেকে খাবারের যে টুকরোগুলো পড়ত, তা খেতে আকাঙ্ক্ষা করত; কুকুরেরা পর্যন্তও এসে তার ঘা চেটে খেত।

একসময় সেই ভিখারী মারা গেল, আর স্বর্গদূতেরা তাকে বয়ে নিয়ে গিয়ে আব্রাহামের কোলে রাখলেন। সেই ধনীও মরল, এবং তাকে কবর দেওয়া হল। পাতালে ভীষণ যন্ত্রণায় আক্রান্ত হয়ে সে চোখ তুলে বহুদূর থেকে আব্রাহামকে ও তাঁর কোলে লাজারকে দেখতে পেল। তাই জোর গলায় বলে উঠল, পিতা আব্রাহাম, আমার প্রতি দয়া করুন, লাজারকে পাঠিয়ে দিন, যেন সে আঙুলের ডগাটুকু জলে ডুবিয়ে আমার জিহ্বা জুড়িয়ে দেয়, কারণ এই আগুনের শিখায় আমি ভীষণ যন্ত্রণা পাচ্ছি। আব্রাহাম বললেন, বৎস, মনে রাখ: তোমার মঙ্গল তুমি জীবনকালেই পেয়েছ, আর লাজার তেমনি অমঙ্গল পেয়েছে; এখন সে এখানে সান্ত্বনা পাচ্ছে, আর তুমি ভীষণ যন্ত্রণায় ভুগছ। তাছাড়া, আমাদের ও তোমাদের মধ্যে বিশাল গহ্বরের ব্যবধান রাখা আছে, তাই যারা এখান থেকে তোমাদের কাছে যেতে চায়, তারা পারে না; আবার ওখান থেকে আমাদের কাছে কেউই পার হয়ে আসতে পারে না।

তখন সে বলল, তবে, পিতা, আমি আপনাকে অনুনয় করি, তাকে আমার পিতার ঘরে পাঠিয়ে দিন, কেননা আমার পাঁচজন ভাই আছে; সে গিয়ে তাদের চেতনা দিক, যেন তারাও এই যন্ত্রণার জায়গায় না আসে। আব্রাহাম বললেন, তাদের তো মোশী ও নবীরা আছেন: তাঁদেরই কথা তারা শুনুক। তখন সে বলল, তা নয়, পিতা আব্রাহাম, কিন্তু মৃতদের মধ্য থেকে যদি কেউ তাদের কাছে যায়, তাহলেই তারা মনপরিবর্তন করবে। তিনি বললেন, তারা যদি মোশী ও নবীদের কথায় কান না দেয়, তাহলে মৃতদের মধ্য থেকে কেউ পুনরুত্থান করলেও সে তাদের মন জয় করতে পারবে না।'

পুরাতন নিয়ম সম্বন্ধে সাধু আগস্তিনের উপদেশাবলি **উপদেশ ৩৩ক:৪**

সদ্‌গুরু খ্রীষ্টের কাছে শিক্ষণীয় বিষয়

সুসমাচারের কথা শোন, ও দু'টো লোকের কথা ভেবে দেখ: *এক ধনী লোক ছিল, সে দামী রঙিন ক্ষোমের পোশাক পরত, ও প্রতিদিন জাঁকজমকের মধ্যে ভোজসভার আয়োজন করত।* যে লোক দামী রঙিন ক্ষোমের পোশাক পরত ও প্রত্যেকদিন আনন্দ-ফুর্তির সঙ্গে ভোজসভার আয়োজন করত, তেমন লোকের সুখ দেখে তুমি প্রবঞ্চিত হয়ো না। সে ছিল গর্বিত ও দুর্জন একটা লোক, তার মন অসারের দিকে ধাবিত ছিল, অসারেরই বাসনা করত। যেদিন তার মৃত্যু হল তার সমস্ত পরিকল্পনাও উড়ে গেল। *তার বাড়ির ফটকের পাশে লাজার নামে এক ভিখারী পড়ে থাকত।* সুসমাচার ধনীর নাম বলে না, কিন্তু ভিখারীর নাম বলে: সকলের কাছে যে পরিচিত ছিল, ঈশ্বর তার নাম উচ্চারণ করেননি, তারই নাম উচ্চারণ করলেন যে অপরিচিত ছিল। এতে বিস্মিত হয়ো না, কেননা ঈশ্বর সেই নাম উচ্চারণ করলেন, যা তাঁর খাতায় লেখা ছিল। বস্তুত দুর্জনদের বিষয়ে লেখা রয়েছে: *জীবনগ্রন্থ থেকে মুছে ফেলা হোক ওদের নাম, ধার্মিকদের সঙ্গে ওরা তালিকাভুক্ত যেন না হয়।* প্রভুর নামে অপদূতেরা তাঁদের বশীভূত ছিল বলে প্রেরিতদূতেরা যখন ঠিক যেন মহাকর্মের সাধক বা অসাধারণ শক্তির অধিকারী বলে গর্ব করছিলেন, তখন তাঁরা যেন অন্যদের মত গর্বে স্ফীত না হন এজন্য খ্রীষ্ট বলেছিলেন, অপদূতেরা যে *তোমাদের বশীভূত হয়, এতে আনন্দ করো না, এতেই বরং আনন্দ কর যে, তোমাদের নাম স্বর্গে লেখা আছে।*

তাই স্বর্গ যাঁর আবাস, ধনী লোকের নাম স্বর্গে পাননি বিধায় সেই ঈশ্বর তার নাম উচ্চারণ করেননি, আর যার নাম পেলেন, এমনকি যার নাম স্বর্গে লিপিবদ্ধ করতে আদেশ করলেন, তিনি সেই ভিখারীর নাম উচ্চারণ করলেন।

এখন কিন্তু সেই ভিখারীর কথা ধরি। এতক্ষণে আমরা সেই ধনী লোকের ভাবের কথা বলে এসেছি, যে ধনী বেগুনে কাপড় ও সূক্ষ্ম পোশাক পরত ও প্রত্যেকদিন ঘটা করে ভোজের আয়োজন করত: আমরা দেখেছি, যেদিন সে মারা গেল, তার সমস্ত ভাবও উড়ে গেল। সেই ভিখারী লাজার কিন্তু তার ফটকের পাশে পড়ে থাকত: *তার শরীর ঘায়ে ভরা ছিল, এবং সেই ধনীর টেবিল থেকে খাবারের যে টুকরোগুলো পড়ত, তা খেতে আকাঙ্ক্ষা করত; কুকুরেরা পর্যন্তও এসে তার ঘা চেটে খেত।*

হে খ্রীষ্টভক্ত, আমি এ অবস্থায়ই তোমাকে দেখতে চাই, কারণ সেই দু'জনের পরিণতির কথাও উল্লিখিত। এ জীবনকালে ঈশ্বর খ্রীষ্টভক্তকে সুস্বাস্থ্যও দিতে পারেন, আবার দরিদ্রতাও দিতে পারেন, আবার প্রয়োজনীয় সব কিছু থেকেও তাকে বঞ্চিত করতে পারেন। তেমনটি না ঘটলেও তুমি কিন্তু কী বেছে নিতে? সেই ধনী না সেই ভিখারীর মত হতে বেছে নিতে? নিজেকে প্রবঞ্চিত

হতে দিয়ো না: আগে গল্পের সমাপ্তি শোন, তবে বুঝবে কী বেছে নিলে ভুল হবে। কোন সন্দেহ নেই, ধার্মিক হওয়ায় সেই ভিখারী পার্থিব সঙ্কটের মধ্যে থেকে এজীবনের সমাপ্তির আকাঙ্ক্ষা করছিল যেন অনন্ত বিশ্রাম পেতে পারে।

দু'জনেরই মৃত্যু হল, কিন্তু মৃত্যুর দিনে ভিখারীর আকাঙ্ক্ষা উড়ে যায়নি, আর আসলে স্বর্গদূতেরা তাকে নিয়ে আব্রাহামের কোলে বসালেন, আর সেদিন তার সমস্ত আকাঙ্ক্ষা সিদ্ধিলাভ করল। *তার প্রাণবায়ু বের হলে সে যখন ফিরে যায় মাটির বুকে, তখন তার সমস্ত প্রকল্প বিলুপ্ত হয় না, কারণ তার পরমেশ্বর প্রভুর উপরেই স্থাপিত তার আশা।*

সদ্‌গুরু খ্রীষ্টের কাছে মানুষ এ শিক্ষা পায়, ভক্তপ্রাণ এ-ই প্রত্যাশা করে, এ হল ত্রাণকর্তার সুনিশ্চিত পুরস্কার।

২৭শ রবিবার

ক বর্ষ - মথি ২১:৩৩-৪৩

সেসময় যীশু প্রধান যাজকদের ও জনগণের প্রাচীনবর্গকে বললেন, 'আর একটা উপমা-কাহিনী শুনুন: একজন গৃহস্বামী ছিলেন, তিনি আঙুরখেত করে তার চারদিকে বেড়া দিলেন, তার মধ্যে আঙুর পেষাইয়ের জন্য গর্ত কেটে নিলেন ও একটা উচ্চ ঘরও গাঁথলেন; পরে তা কৃষকদের কাছে ইজারা দিয়ে অন্য দেশে চলে গেলেন। ফসল-সংগ্রহের সময় এলে তিনি নিজের অংশ সংগ্রহ করতে কৃষকদের কাছে নিজের কর্মচারীদের প্রেরণ করলেন। কিন্তু কৃষকেরা তাঁর কর্মচারীদের ধরে একজনকে মারধর করল, আর একজনকে হত্যা করল, আর একজনকে পাথর মারল। আবার তিনি আগের চেয়ে আরও বহু কর্মচারী প্রেরণ করলেন; কিন্তু তাদের প্রতিও তারা সেইমত ব্যবহার করল। পরিশেষে তিনি নিজের পুত্রকে তাঁদের কাছে প্রেরণ করলেন; ভাবছিলেন, তারা আমার পুত্রকে সম্মান দেখাবে। কিন্তু সেই কৃষকেরা পুত্রকে দেখে নিজেদের মধ্যে বলল, এ উত্তরাধিকারী; এসো, আমরা একে হত্যা করে এর উত্তরাধিকার হাতিয়ে নিই। তাই তারা তাঁকে ধরে আঙুরখেতের বাইরে ফেলে দিল ও হত্যা করল। আচ্ছা, আঙুরখেতের প্রভু যখন আসবেন, তখন সেই কৃষকদের কি করবেন?' তাঁরা তাঁকে বললেন, 'সেই ধূর্তদের শোচনীয় মৃত্যু ঘটাবেন, এবং সেই খেত এমন অন্য কৃষকদের কাছে ইজারা দেবেন, যারা ফলের সময়ে তাঁকে ফল দেবে।' যীশু তাঁদের বললেন, 'আপনারা কি শাস্ত্রে একথা কখনও পড়েননি,

গৃহনির্মাতারা যে প্রস্তরটা প্রত্যাখ্যান করল,
তা তো হয়ে উঠেছে সংযোগপ্রস্তর;
এ কাজ স্বয়ং প্রভুরই কাজ,
আমাদের দৃষ্টিতে তা আশ্চর্যময়!

এজন্য আমি আপনাদের বলছি, আপনাদের কাছ থেকে ঈশ্বরের রাজ্য কেড়ে নেওয়া হবে, এবং এমন এক জাতিকে দেওয়া হবে, যে জাতি তা ফলপ্রসূ করবে।'

ইসাইয়ার পুস্তকে আলেকজান্দ্রিয়ার বিশপ সাধু সিরিলের ব্যাখ্যা **৪র্থ পুস্তক ৪**

পিতার ব্যক্ত বিচার

আমাদের দশা ধারণ করা ও মানব হীনাবস্থায় নিজেকে নত করা বাণীর পক্ষে কষ্টকর ছিল; অথচ তিনি বলেন: আমার বিচার প্রভুর কাছে, ও আমার কষ্ট আমার ঈশ্বরের সম্মুখে। তাদের পরিত্রাণের জন্য আমি কী কষ্ট বহন করেছি, তা পিতা জানেন, সেজন্য তিনি বিচারও ব্যক্ত

করলেন।

তুমি কি পিতার বিচার দেখতে ও মানুষের উপরে জারীকৃত রায় শুনতে চাও? তাহলে ত্রাণকর্তাকে শোন, তিনি তো ইহুদীদের প্রধানদের একথা বলেন, *একজন গৃহস্বামী ছিলেন, তিনি আঙুরখেত করে তার চারদিকে বেড়া দিলেন, তার মধ্যে আঙুর পেষাইয়ের জন্য গর্ত কেটে নিলেন ও একটা উচ্চ ঘরও গাঁথলেন; পরে তা কৃষকদের কাছে ইজারা দিয়ে চলে গেলেন।*

সময় হলে তিনি ফল সংগ্রহ করতে নিজ দাসদের পাঠালে তাদের সকলের প্রতি দুর্ব্যবহার করা হল। শেষে তিনি যখন পুত্রকে প্রেরণ করলেন, তখন তারা দূর থেকে তাঁকে দেখে নিজেদের মধ্যে বলল, *এ উত্তরাধিকারী; এসো, আমরা একে হত্যা করে এর উত্তরাধিকার হাতিয়ে নিই।* আর তারা সত্যিই তাঁকে হত্যা করল।

উপমা-কাহিনী বর্ণনা শেষ করে প্রভু বলে চলেন, *আঙুরখেতের প্রভু যখন আসবেন, তখন সেই কৃষকদের কি করবেন? তাঁরা তাঁকে বললেন, সেই ধূর্তদের শোচনীয় মৃত্যু ঘটাবেন, এবং সেই খেত এমন অন্য কৃষকদের কাছে ইজারা দেবেন, যারা ফলের সময়ে তাঁকে ফল দেবে।* তখন খ্রীষ্ট বলে চললেন, *এজন্য আমি আপনাদের বলছি, আপনাদের কাছ থেকে ঈশ্বরের রাজ্য কেড়ে নেওয়া হবে, এবং এমন এক জাতিকে দেওয়া হবে, যে জাতি তা ফলপ্রসূ করবে।* আর তেমনটি ঘটল, কারণ আঙুরখেতের অন্য রক্ষক ও প্রজ্ঞাবান কৃষক নিযুক্ত হলেন, তথা প্রভুর শিষ্যেরা। তাঁদের সেবাকালে মেঘপুঞ্জ জল দিল, যদিও মেঘপুঞ্জকে ইহুদীদের আঙুরখেত জলসিক্ত না করার আদেশ দেওয়া হয়েছিল। তাঁদের সঙ্গে খ্রীষ্ট কাঁটা নয়, আঙুরফলই সংগ্রহ করলেন; এজন্য আমাদের একথা বলতে শেখানো হয়েছে, *যখন প্রভু নিজ মঙ্গল দান করবেন, তখন আমাদের ভূমি দান করবে তার নিজের ফল।*

কেউ এ কথাও বলতে পারবে যে, পিতার চোখের সামনে পুত্রের কষ্ট উপস্থিত ছিল, ফলে তিনি ন্যায্য রায় জারি করলেন। তুমি আমার সঙ্গে ব্যাপারটার যুক্তি লক্ষ কর, ও সেই ব্যবস্থাই বিচার-বিবেচনা কর যা প্রজ্ঞাপূর্ণ পল একথায় ব্যক্ত করেন: *খ্রীষ্ট অবস্থায় ঈশ্বর হয়েও ঈশ্বরের সঙ্গে তাঁর সমতুল্যতাকে আঁকড়ে ধরার বস্তু মনে করলেন না; বরং মৃত্যু পর্যন্ত, এমনকি ক্রুশমৃত্যু পর্যন্ত* পিতার কাছে বাধ্য হয়ে নিজেকে অবনমিত করলেন; *এজন্য ঈশ্বর তাঁকে উন্নীত করলেন এবং তাঁকে দিলেন সেই নাম, সকল নামের চেয়ে শ্রেষ্ঠ যে নাম, যেন যীশুর নামে প্রতিটি জানু নত হয়।* কেননা বাণী ছিলেন ঈশ্বর ও এখনও তিনি ঈশ্বর, কিন্তু মানুষ বলে অভিহিত হওয়ার পর, অর্থাৎ প্রকৃত মানুষ হওয়ার পর তিনি সশরীরে নিজ গৌরবে আরোহণ করলেন। তিনি বাস্তবিকই ঈশ্বর বলে স্বীকৃত হলেন, ও তাঁর কষ্টও বৃথা হয়নি, কেননা এ ব্যবস্থা তাঁর এমন গৌরবলাভেই সিদ্ধি লাভ করার কথা ছিল, যাতে তিনি নিজেকে অদ্ভুত ও অজানা এক ব্যক্তি করেন এমন নয়, বরং বিশ্বজগতের ত্রাণকর্তা ও মুক্তিসাধক রূপেই নিজেকে ঘোষণা করেন। তেমন কথা প্রকাশিত হলে এমনটি ঘটল যে, আকাশমণ্ডল ও পৃথিবী ও পাতালও তাঁর সম্মুখে প্রণতি জানাল।

খ বর্ষ - মার্ক ১০:২-১৬

> একদিন কয়েকজন ফরিসিরা কাছে এসে যীশুকে যাচাই করার জন্য জিজ্ঞাসা করলেন, 'পুরুষের পক্ষে কি স্ত্রীকে ত্যাগ করা বিধেয়?' তিনি এই বলে তাঁদের উত্তর দিলেন, 'মোশী আপনাদের কী আদেশ দিয়েছেন?' তাঁরা বললেন, 'মোশী ত্যাগপত্র লিখতে ও নিজ স্ত্রীকে ত্যাগ করতে অনুমতি দিয়েছেন।' যীশু

তাঁদের বললেন, 'আপনাদের হৃদয় কঠিন ছিল বলেই তিনি এই বিধি লিখেছিলেন, কিন্তু সৃষ্টির আদি থেকে ঈশ্বর পুরুষ ও নারী করে তাদের গড়লেন, এই কারণে মানুষ পিতা ও মাতাকে ত্যাগ করে নিজের স্ত্রীর সঙ্গে মিলিত হবে, এবং সেই দু'জন একদেহ হবে; সুতরাং তারা আর দু'জন নয়, কিন্তু একদেহ। অতএব ঈশ্বর যা সংযুক্ত করেছেন, মানুষ তা যেন বিযুক্ত না করে।' পরে শিষ্যেরা বাড়িতে আবার সেই বিষয়ে তাঁর কাছে নানা প্রশ্ন রাখলেন। তিনি তাঁদের বললেন, 'যে কেউ নিজের স্ত্রীকে ত্যাগ করে অন্য একজনকে বিবাহ করে, সে তার বিরুদ্ধে ব্যভিচার করে; এবং কোন স্ত্রীলোক যদি নিজের স্বামীকে ত্যাগ করে অন্য একজনকে বিবাহ করে, সেও ব্যভিচার করে।'

তখন কয়েকটি শিশুকে তাঁর কাছে আনা হল, যেন তিনি তাদের স্পর্শ করেন। শিষ্যেরা তাদের ভর্ৎসনা করছিলেন, কিন্তু যীশু তা দেখে অসন্তুষ্ট হলেন, ও তাঁদের বললেন, 'শিশুদের আমার কাছে আসতে দাও, তাদের বাধা দিয়ো না, কেননা যারা এদের মত, ঈশ্বরের রাজ্য তাদেরই। আমি তোমাদের সত্যি বলছি, যে কেউ শিশুরই মত ঈশ্বরের রাজ্য গ্রহণ না করে, সে তার মধ্যে কখনও প্রবেশ করতে পারবে না।' আর তিনি তাদের কোলে তুললেন, তাদের উপর হাত রাখলেন ও আশীর্বাদ করলেন।

নাজিয়াঞ্জুসের সাধু গ্রেগরির উপদেশাবলি **উপদেশ ৩৭:৫-৭**

এ রহস্য মহান!

কয়েকজন ফরিসি কাছে এসে তাঁকে যাচাই করার জন্য জিজ্ঞাসা করলেন, মানুষের পক্ষে কি যে কোন কারণেই স্ত্রীকে ত্যাগ করা বিধেয়? ফরিসিরা তাঁকে আবার যাচাই করে—যারা বিধান পাঠ করে থাকে, তারা আবার বিধান বোঝে না; যারা নিজেদের বিধানের ব্যাখ্যাতা বলে, তাদের আবার অন্য শিক্ষকের প্রয়োজন আছে। সাদুকিরা পুনরুত্থান বিষয়ে, বিধানপণ্ডিতেরা বিধানের সিদ্ধি বিষয়ে, হেরোদপন্থীরা কর বিষয়ে ও অন্যরা অধিকার বিষয়ে তাঁকে প্রশ্ন করেছিল—এ কি যথেষ্ট ছিল না? মনে হচ্ছে, না: যিনি পরীক্ষাধীন নন, যিনি বিবাহ-ব্যবস্থার স্রষ্টা ও গোটা মানবজাতির আদিকারণ, কেউ বিবাহ বিষয়েও তাঁকে যাচাই করে! আর তিনি এই উত্তর দিলেন, *আপনারা কি একথা পড়েননি যে, স্রষ্টা আদিতে পুরুষ ও নারী করে তাদের গড়লেন?*

আমি মনে করি, তোমরা যে জিজ্ঞাস্য বিষয় জিজ্ঞাসা করছ, তা দাম্পত্য-শুচিতার গৌরব ও মর্যাদা লক্ষ করে ও মানবতাপূর্ণ ও ন্যায্য উত্তর প্রত্যাশা করে। আর আমি দেখতে পাচ্ছি, এবিষয়ে অনেকের ধারণা তত পরিষ্কার নয়, ও তাদের বিধান অন্যায্য ও যুক্তিহীন। বস্তুতপক্ষে কোন্ কারণে তারা স্বামীকে স্বাধীন রাখায় তার প্রতি যথেষ্ট দয়া দেখাত, কিন্তু শাস্তি দেওয়ায় স্ত্রীকে অত্যাচার করত? এক নারী বাসর কলুষিত করার কথা ভাবলেই তার ব্যভিচারের জন্য সে প্রায়শ্চিত্ত করতে বাধ্য ছিল ও বিধানের অধিক কঠোর শাস্তি ভোগ করতে দণ্ডিত ছিল, কিন্তু ব্যভিচার করায় স্ত্রীর প্রতি প্রতিশ্রুত বিশ্বস্ততা লঙ্ঘন করলে স্বামী কোন দণ্ডের অধীন ছিল না কেন? তেমন বিধিতে আমার কোন সমর্থন নেই, তেমন প্রথা আমার কাছে সম্পূর্ণরূপে অগ্রাহ্য।

যারা এ বিধি জারি করেছিল তারা পুরুষ ছিল, ফলে বিধি স্ত্রীর বিপক্ষে গেল, আর তারা সন্তানদের পিতৃ-অধিকারের অধীন করায় নারী সমাজ অজ্ঞ ও অবহেলিত হয়ে পড়ল। তোমরা কি বিধির ন্যায্য সাম্য দেখতে পেয়েছ? নর-নারীর স্রষ্টা এক, দু'জনে এক মাটির ধুলা, একই প্রতিমূর্তি; আবার, বিধান এক, মৃত্যু এক, পুনরুত্থান এক; আবার, আমরা সকলে একইভাবে নর-নারীর ফল, পিতা-মাতার প্রতি সন্তানদের কর্তব্য এক ও সমান।

তাই তুমি নিজে যে বিশ্বস্ততা রক্ষা কর না, পরের কাছে তা দাবি কর কেন? তুমি যা দাও না,

তা গ্রহণ করার অধিকার চাও কেন? যে ব্যক্তি তোমার মত সম্মানের অধিকারী, কেমন করে তার বেলায় আলাদা বিধি জারি করতে পার? অপরাধের কথা ধরলে তবে নারীই পাপ করেছিলেন, কিন্তু আদমও একই পাপ করলেন: অপরাধের দিকে তাঁদের ঠেলা দেওয়ার জন্য সাপটা দু'জনকেই প্রবঞ্চনা করেছিল। এমনটি ঘটেনি যে, প্রলোভনের সামনে নারী দুর্বল হলেন, পুরুষ কিন্তু বীর্য দেখালেন।

তুমি কি পরিত্রাণ-পরিকল্পনার কথাও ধরতে চাও? নিজ যন্ত্রণাভোগে খ্রীষ্ট দু'জনকেই ত্রাণ করলেন। তিনি কি পুরুষের জন্যই দেহধারণ করলেন? হ্যাঁ, কিন্তু নারীরও জন্য। পুরুষের জন্যই কি মৃত্যুবরণ করলেন? হ্যাঁ, কিন্তু নিজ মৃত্যু দ্বারা নারীকেও পরিত্রাণ দান করলেন।

তিনি দাউদের বংশধর বলে ঘোষিত হলেন, তাতে তুমি এ সিদ্ধান্ত নিতে চাও যে, মর্যাদার দিক থেকে পুরুষেরাই প্রাধান্যের অধিকারী। কথাটা জানি, অথচ তিনি একটি কুমারীর গর্ভেই জন্ম নিলেন, তাতে নারীও সেই একই মর্যাদার প্রধান অধিকারিণী। এজন্যই তিনি বলেছিলেন, *সেই দু'জন একদেহ হবে*; ফলত যখন একদেহ থাকে, তখন যেন এক মর্যাদাও থাকে।

প্রেরিতদূত পল দৃষ্টান্ত দিয়েও শুচিতা-বিধি বলবৎ করেন। কেমন করে? আবার, কেন? *এই রহস্য মহান, কিন্তু আমি খ্রীষ্ট ও মণ্ডলীর দিকে অঙুলি নির্দেশ করেই একথা বললাম।* স্বামীতে খ্রীষ্টকে পূজা করা স্ত্রীর পক্ষে উত্তম; কিন্তু স্ত্রীতে মণ্ডলীকে অবজ্ঞা না করা, এও উত্তম। ধন্য পল বলেন, *স্ত্রী যেন স্বামীকে শ্রদ্ধা করে*—সে খ্রীষ্টকেই যেভাবে ভয় করে; আর পুরুষও যেন স্ত্রীকে সাহায্য করে ও ভালবাসে—খ্রীষ্ট মণ্ডলীকে যেভাবে ভালবাসেন।

গ বর্ষ - লুক ১৭:৫-১০

> একদিন প্রেরিতদূতেরা প্রভুকে বললেন, 'আমাদের বিশ্বাস বৃদ্ধি করুন।' প্রভু বললেন, 'একটা সর্ষে-দানার মত বিশ্বাস যদি তোমাদের থাকত, তবে তোমরা এই তুঁত গাছটাকে বলতে পারতে, সমূলে উপড়ে গিয়ে সমুদ্রে নিজেকে বসাও; আর গাছটা তোমাদের কথা মেনে নিত।
>
> তোমাদের মধ্যে এমন ব্যক্তি কে, যার দাস হাল চাষ করে বা মেষ চরিয়ে মাঠ থেকে ঘরে ফিরে এলে সে তাকে বলবে, এসো, এখনই খেতে বস! বরং তাকে কি একথা বলবে না, আমার খাওয়ার ব্যবস্থা কর, এবং কোমর বেঁধে আমার খাবার পরিবেশন কর, তারপর তুমি নিজে খাওয়া-দাওয়া করতে পার। দাস যে তার কথামত কাজ করল, সে কি এজন্য তার প্রতি বিশেষ অনুগ্রহ দেখাবে? তেমনি ভাবে তোমাদের যা করতে আদেশ করা হয়েছে, তা পালন করার পর তোমরাও বল, আমরা অনুপযোগী দাস মাত্র, যা করতে বাধ্য ছিলাম, তা-ই করলাম।'

সাধু আগস্তিন-লিখিত 'সামসঙ্গীত-মালায় উপদেশাবলি' **সাম ১৪৭, ৩**

তোমার বিশ্বাস জাগাও:
বিশ্বাসের চোখে অনন্ত জীবন দেখ!

আমরা যদি কেবল এজীবনেই খ্রীষ্টে প্রত্যাশা করে থাকি, তাহলে সকল মানুষের মধ্যে আমরাই সবচেয়ে দুর্ভাগা। এর মানে হল যে অন্য এক জীবনও আছে। প্রত্যেকে নিজ বিশ্বাস বিষয়ে খ্রীষ্টকে প্রশ্ন করুক; বিশ্বাস কিন্তু নিদ্রিত অবস্থায় রয়েছে, ফলে অস্থির: তা কিন্তু স্বাভাবিক, কারণ খ্রীষ্ট নৌকায় নিদ্রাগত। প্রকৃতপক্ষে নৌকায় খ্রীষ্ট ঘুমাচ্ছিলেন, আর নৌকাটা ঝড়ঝঞ্ঝার মধ্যে জলের উপরে আলোড়িত ছিল; সুতরাং যখন খ্রীষ্ট নিদ্রাগত, তখন হৃদয় অস্থির; কিন্তু তবু খ্রীষ্ট নিত্যই

জাগ্রত, তবে তিনি যে নিদ্রাগত এর অর্থ কী? আসলে তোমার বিশ্বাসই নিদ্রাগত। কেন তুমি এখনও সন্দেহের ঝড়ঝঞ্ঝায় আলোড়িত? খ্রীষ্টকে জাগাও, নিজ বিশ্বাস জাগাও: বিশ্বাসের চোখে সেই ভাবী জীবন দেখ, যে ভাবী জীবনের উদ্দেশেই তুমি বিশ্বাস করেছিলে, যার জন্য তাঁর দ্বারা মুদ্রাঙ্কনে চিহ্নিতও হয়েছিলে।

তিনি এজীবন যাপন করলেন যাতে তোমাকে দেখাতে পারেন, তুমি যা ভালবাসছিলে তা কতই না তুচ্ছ ছিল, ও তুমি যা প্রত্যাশা করছিলে না, তা কতই না প্রত্যাশার যোগ্য। অতএব, তুমি যদি বিশ্বাস জাগাও ও চরম বিষয়গুলিতে তথা সেই ভাবী যুগের আনন্দেই চোখ নিবদ্ধ রাখ যা আমরা প্রভুর পুনরাগমনের পরে ও তাঁর বিচারের পরে তখনই ভোগ করব যখন স্বর্গরাজ্য পুণ্যজনদের হাতে তুলে দেওয়া হবে; তুমি যদি তোমার মন সেই জীবন ও সেই শান্তিপূর্ণ কর্মের দিকে আকর্ষণ কর যা সেখানে সাধিত, তবেই, হে প্রিয়জন, আমাদের পরিশ্রম অস্থিরতাযুক্ত হবে না, বরং আমাদের কর্ম অনন্য মাধুর্যে উপচে পড়বে, তাতে বিরক্তিকর কিছু থাকবে না, কোন শ্রান্তি তা নষ্ট করবে না, কোন মেঘ তা অস্থির করবে না। সেসময়ে আমাদের কর্ম কী হবে? ঈশ্বরের প্রশংসাগান: তাঁকে ভালবাসা ও তাঁর প্রশংসাগান করা—ভাল বাসতে বাসতে তাঁর প্রশংসাগান করা ও প্রশংসাগান করতে করতে তাঁকে ভালবাসা। *সুখী তারা, যারা বাস করে তোমার গৃহে, তারা তোমার প্রশংসা নিত্যই করে থাকে।* তারা তোমাকে চিরকালের মত ভালবাসবে, এ কারণে ছাড়া কোন্ কারণেই বা তারা সুখী? তোমাকে চিরকালের মত দেখতে পাবে, এ কারণে ছাড়া কোন্ কারণেই বা তারা সুখী? তাই, হে আমার ভাইবোনেরা, ঈশ্বরের দর্শন কেমন অপরূপ দৃশ্য! ভাইবোনেরা, আমরা যদি এ জীবনে এমন নিত্য বাসনা রাখি যেন তাঁর আপন সম্পদ হতে পারি, ও শেষ পর্যন্ত তেমন বাসনায় নিষ্ঠাবান থাকি, তাহলে সেই দর্শন পাব ও আনন্দে পরিপূর্ণ হব। উপরন্তু আমরা সকলে সেই নগরীর বাসিন্দা হব, আর সেই নগরীতে বিপ্লবী বা চঞ্চল কোন ব্যক্তি স্থান পেতে পারবে না।

আর সেই শত্রু যে এখানে আমাদের পথে বাধা দিয়ে থাকে আমরা যেন সেই মাতৃভূমিতে না পৌঁছি, সেখানে সেই শত্রু আর কারও বিঘ্ন ঘটাতে পারে না, কারণ সেখানে প্রবেশ করাও তার নিষেধ! কেননা যখন সে এ বর্তমানকালেও বিশ্বাসীদের হৃদয় থেকে বহিষ্কৃত, তখন কেমন করে জীবিতের নগরী থেকে বহিষ্কৃত হবে না?

ভাইবোনেরা, তোমাদের জিজ্ঞাসা করছি, যখন সেই নগরীর কথা বলা এত আনন্দ যোগায়, তখন সেই নগরীতে বসবাস করা কেমন হবে? সুতরাং এ ভাবী জীবনের জন্য হৃদয় সজ্জিত করা দরকার; যে কেউ সেই জীবনের জন্য হৃদয় সজ্জিত করে, সে এ জীবন সম্পূর্ণরূপে তুচ্ছ করে; আর এ জীবন তুচ্ছ করার ফলে সে গভীর নিশ্চয়তার সঙ্গেই সেই দিনের অপেক্ষা করে থাকবে, যে দিনটি—প্রভুর বাণী অনুসারে—আমরা ভয়ের মধ্যে অপেক্ষা করতে আহূত।

২৮শ রবিবার

ক বর্ষ - মথি ২২:১-১৪

সেসময় যীশু আবার উপমা-কাহিনীর মধ্য দিয়েই প্রধান যাজকদের ও জনগণের প্রাচীনবর্গের কাছে কথা বলতে লাগলেন, তিনি তাঁদের বললেন, 'স্বর্গরাজ্য তেমন এক রাজার সঙ্গে তুলনা করা যায়, যিনি নিজের

পুত্রের বিবাহভোজের আয়োজন করলেন। ভোজে নিমন্ত্রিতদের ডাকতে তিনি নিজ দাসদের পাঠালেন, কিন্তু তারা আসতে চাইল না। তিনি আবার অন্য দাসদের এই বলে পাঠিয়ে দিলেন, তোমরা নিমন্ত্রিতদের বল, দেখ, আমার ভোজ প্রস্তুত করেছি: আমার নানা বলদ ও নধর পশুগুলো কাটা হয়েছে, সবই তৈরী; বিবাহভোজে এসো। কিন্তু তারা কোন আগ্রহ না দেখিয়ে কেউ নিজের জমিতে, কেউ বা নিজের ব্যবসায় চলে গেল; আর বাকি সকলে তাঁর দাসদের ধরে অপমান করল ও হত্যা করল।

তখন রাজা ক্রুদ্ধ হলেন, ও সৈন্যদল পাঠিয়ে সেই খুনীদের ধ্বংস করলেন ও তাদের শহর পুড়িয়ে দিলেন। পরে তিনি নিজ দাসদের বললেন, বিবাহভোজ তো তৈরী, কিন্তু ওই নিমন্ত্রিতেরা যোগ্য ছিল না; তাই তোমরা রাস্তার মোড়ে মোড়ে গিয়ে যত লোকের দেখা পাও, সকলকেই বিবাহভোজে ডেকে আন। তাই ওই দাসেরা রাস্তায় রাস্তায় গিয়ে ভাল মন্দ যত লোকের দেখা পেল সকলকেই জড় করে আনল, তাতে বিবাহ-বাড়ি সেই সকল অতিথিতে ভরে গেল। যখন রাজা অতিথিদের সঙ্গে দেখা করতে ভিতরে এলেন, তখন এমন একজনকে লক্ষ করলেন যে বিবাহ-পোশাক পরে ছিল না; তিনি তাকে বললেন, বন্ধু, কেমন করে তুমি বিবাহ-পোশাক ছাড়া এখানে প্রবেশ করেছ? সে কোন উত্তর দিতে পারল না। তখন রাজা নিজের লোকদের এই হুকুম দিলেন, ওর হাত পা বেঁধে বাইরের অন্ধকারে ফেলে দাও: সেখানে হবে কান্না ও দাঁত ঘষাঘষি। বাস্তবিক অনেকেই আহূত, কিন্তু অল্পজনই মনোনীত।'

সাধু আগস্তিনের উপদেশাবলি **উপদেশ ৯০:১,৫,৬**

ভালবাসাই সেই বিবাহ-পোশাক

রাজপুত্রের বিবাহোৎসবের উপমা-কাহিনী ও সেই বিবাহভোজের কথা সকল ভক্তজনের কাছে জানা; আবার সকল ভক্তজন প্রভুর ভোজের মাহাত্ম্য, ও সেই ভোজ যে ইচ্ছুক সকলের জন্য নিবেদিত, তাও জানে। *যখন রাজা অতিথিদের সঙ্গে দেখা করতে ভিতরে এলেন, তখন এমন একজনকে লক্ষ করলেন যে বিবাহ-পোশাক পরে ছিল না; তিনি তাকে বললেন, বন্ধু, কেমন করে তুমি বিবাহ-পোশাক ছাড়া এখানে প্রবেশ করেছ?*

আসলে ব্যাপারটা কী? এসো, আমার ভাইবোনেরা, ভক্তদের মধ্যে সেই বস্তু খোঁজ করি যা উত্তম ভক্তদের মন্দ ভক্তদের থেকে পৃথক করে: তা হল সেই বিবাহ-পোশাক। আমরা যদি বলি, সেই বিবাহ-পোশাক সাক্রামেন্তগুলোকে লক্ষ করে, তবে তোমরা নিজেরা দেখতে পাচ্ছ যে, সাক্রামেন্তগুলো ভাল মন্দ সকলেরই জন্য সমান। তাহলে সেই বিবাহ-পোশাক কি দীক্ষাস্নান লক্ষ করে? এ সাক্রামেন্ত বিনা কেউই ঈশ্বরের কাছে যেতে পারে না, একথা সন্দেহের অতীত বটে, তবুও যারা তা গ্রহণ করেছে, তারা সকলেই যে ঈশ্বরের কাছে এসে পৌঁছে এমন নয়। সুতরাং আমরা একথা সমর্থন করতে পারি না যে, সেই বিবাহ-পোশাক ঠিকই দীক্ষাস্নানটা লক্ষ করে, কারণ আমি তেমন পোশাক ভাল মন্দ সকলেরই সম্পদ বলে দেখি। তাহলে কি যজ্ঞবেদিকে লক্ষ করে? বা বেদি থেকে যা গ্রহণ করি, তা কি লক্ষ করে? না, কারণ আমরা তাও দেখতে পাচ্ছি যে, অনেকে তা গ্রহণ ক'রে নিজেদের দণ্ডই খায় ও পান করে। তবে সেই বিবাহ-পোশাক কীবা হতে পারে? তা কি উপবাস? কিন্তু দুর্জনেরাও উপবাস করে। গির্জায় যাওয়া? দুর্জনেরাও যায়।

তবে সেই বিবাহ-পোশাক কী? দেখ, এই তো বিবাহ-পোশাক: প্রেরিতদূত বলেন, এই *আদেশের শেষ লক্ষ্য হল ভালবাসা, যে ভালবাসা শুদ্ধ হৃদয়, সদ্বিবেক ও অকপট বিশ্বাস থেকে* উৎপন্ন। এই তো সেই বিবাহ-পোশাক। সাধারণ ভালবাসা নয়, কেননা প্রায়ই দেখা যায় যে দুর্জনেরাও একে অপরকে ভালবাসে, তবু তাদের মধ্যে এমন ভালবাসা নেই *যা শুদ্ধ হৃদয়,*

সদ্বিবেক ও অকপট বিশ্বাস থেকে উৎপন্ন। তেমন ভালবাসাই বিবাহ-পোশাক।

প্রেরিতদূত বলেন, *আমি মানুষের ও স্বর্গদূতের ভাষায় কথা বলতে পারলেও আমার যদি ভালবাসা না থাকে, তবে আমি ঢংঢঙানো কাঁসর বা ঝনঝনে করতালমাত্র। আমি নবীয় বাণীর অধিকারী হলেও, ও সমস্ত রহস্য ও সমস্ত ধর্মজ্ঞান উপলব্ধি করতে পারলেও, আমার পর্বত সরিয়ে দেবার মত পূর্ণ বিশ্বাস থাকলেও আমার যদি ভালবাসা না থাকে, তবে আমি কিছুই নই।* তিনি বলেন, আমার যদি এসব কিছু থাকে, কিন্তু আমার খ্রীষ্টই না থাকেন, তবে আমি কিছুই নই। তাহলে নবীয় বাণী কি নিষ্প্রয়োজন? নিগূঢ়তত্ত্ব উপলব্ধি করা কি মূল্যহীন? এ সমস্ত কিছু মূল্যবান বটে; কিন্তু আমার যদি এ সমস্ত দান থাকে কিন্তু ভালবাসা না থাকে, তবে আমি কিছুই নই।

কতগুলো না অনুগ্রহদান আছে, সেগুলোর একটিমাত্র না থাকলে যেগুলোর আর কোন মূল্য নেই! আমি যদিও মুক্তহস্তে গরিবদের ভিক্ষা দান করি, রক্তদান পর্যন্ত এমনকি পোড়াবার জন্য দেহদান পর্যন্তই যদিও খ্রীষ্টনাম বিষয়ে সাক্ষ্য দিই, তবু তা বৃথাই হবে, কারণ এসব কিছু গৌরবের খাতিরেও করা যেতে পারে। আর যেহেতু উত্তম কর্ম ভক্তির খাতিরে শুধু নয়, গৌরবের খাতিরেও সাধন করা যেতে পারে, সেজন্য প্রেরিতদূত নিজেই বিষয়টা উত্থাপন করেন; শোন তিনি কী বলেন, *আর আমি আমার সমস্ত সম্পদ ক্ষুধার্তদের মধ্যে বিলিয়ে দিলেও, এবং নিজের দেহকে পোড়াবার জন্যও নিবেদন করলেও আমার যদি ভালবাসা না থাকে, তবে তা আমার কোন উপকারে আসে না।* এই তো সেই বিবাহ-পোশাক। মন পরীক্ষা কর: তেমন পোশাক তোমাদের থাকলে তবে প্রভুর ভোজে নিশ্চিন্তে থাকবে।

বিবাহ-পোশাক বিবাহ-মর্যাদার উদ্দেশে, অর্থাৎ বর-কনের সম্মানার্থেই গ্রহণ করা হয়। তোমরা তো বরকে জান: বর সেই খ্রীষ্ট। কনেকেও জান: কনে সেই মণ্ডলী। তবে কনেকে সম্মান দেখাও, বরকে সম্মান দেখাও। তাঁদের উত্তমরূপে সম্মান দেখালে তোমরা তাঁদের সন্তান হবে। এর মধ্যে ভালবাসায় অগ্রসর হও: প্রভুকে ভালবাস, এতে নিজেদেরও ভালবাসতে শিখবে; প্রভুকে ভালবাসায় যদি নিজেদেরই ভালবাস, তাহলে নিশ্চয় ভাইদেরও নিজেদের মত ভালবাসবে।

খ বর্ষ - মার্ক ১০:১৭-৩০

একদিন যীশু পথে চলতে উদ্যত হচ্ছেন, সেসময় একজন লোক ছুটে এসে তাঁর সামনে হাঁটু পেতে এই প্রশ্ন রাখল, 'মঙ্গলময় গুরু, অনন্ত জীবনের উত্তরাধিকারী হবার জন্য আমাকে কী করতে হবে?' যীশু তাকে বললেন, 'আমাকে মঙ্গলময় বলছ কেন? একজন ছাড়া আর মঙ্গলময় কেউ নয়, তিনি ঈশ্বর। তুমি তো আজ্ঞাগুলো জান, নরহত্যা করবে না, ব্যভিচার করবে না, চুরি করবে না, মিথ্যাসাক্ষ্য দেবে না, প্রতারণা করবে না, তোমার পিতামাতাকে সম্মান করবে।' লোকটি বলল, 'গুরু, ছেলেবেলা থেকেই আমি এই সমস্ত পালন করে আসছি।' যীশু তার উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ রেখে তাকে ভালবাসলেন, এবং বললেন, 'তোমার একটা বিষয় বাকি আছে: যাও, তোমার যা যা আছে তা বিক্রি করে গরিবদের দাও, তাতে স্বর্গে ধন পাবে; তারপর এসো, আমার অনুসরণ কর।' কিন্তু একথায় বিষণ্ন হয়ে সে মনের দুঃখে চলে গেল, কারণ তার বিপুল সম্পত্তি ছিল।

তখন যীশু চারদিকে তাকিয়ে নিজ শিষ্যদের বললেন, 'যাদের ধন আছে, তাদের পক্ষে ঈশ্বরের রাজ্যে প্রবেশ করা কেমন কঠিন!' তাঁর কথায় শিষ্যেরা অবাক হলেন, কিন্তু যীশু তাঁদের আবার বললেন, 'বৎসেরা, ঈশ্বরের রাজ্যে প্রবেশ করা কেমন কঠিন! ধনীর পক্ষে ঈশ্বরের রাজ্যে প্রবেশ করার চেয়ে উটের পক্ষে সুচের ছিদ্রের মধ্য দিয়ে যাওয়াই বরং সহজ।' তেমন কথা শুনে তাঁরা অধিক বিস্ময়বিহ্বল

হলেন; তাঁরা বললেন, 'তবে পরিত্রাণ পাওয়া কার্ পক্ষেই বা সাধ্য?' তাঁদের দিকে তাকিয়ে যীশু তাঁদের বললেন, 'তা মানুষের পক্ষে অসাধ্য বটে, কিন্তু ঈশ্বরের পক্ষে অসাধ্য নয়, কারণ ঈশ্বরের পক্ষে সবই সাধ্য।'

তখন পিতর তাঁকে বলতে লাগলেন, 'দেখুন, আমরা সবকিছুই ত্যাগ করে আপনার অনুসরণ করেছি।' যীশু বললেন, 'আমি তোমাদের সত্যি বলছি, এমন কেউ নেই যে আমার জন্য ও সুসমাচারের জন্য বাড়ি, কি ভাই, কি বোন, কি মাতা, কি পিতা, কি ছেলেমেয়ে, কি জমিজমা ত্যাগ করলে এখন, ইহকালেই, তার একশ' গুণ পাবে না; সে বাড়ি, ভাই, বোন, মাতা, পিতা, ছেলে ও জমিজমা পাবে—নির্যাতনের সঙ্গেই এসব পাবে, আর পরকালে অনন্ত জীবন পাবে।'

আলেকজান্দ্রিয়ার ক্লেমেণ্ট-লিখিত 'কোন্ ধনী পরিত্রাণ পাবে?' **৫:১০**

তুমি যদি সিদ্ধপুরুষ হতে ইচ্ছা কর

এ বিশেষ বাণী মার্ক-রচিত সুসমাচারেই লিপিবদ্ধ রয়েছে; কিন্তু একই ধরনের কথা অন্য সুসমাচারেও পাওয়া যায়, দু' একটা শব্দ আলাদাই হবে বটে, তবু চার সুসমাচারে একই শিক্ষা উপস্থিত। আমরা যখন নিশ্চয়তার সঙ্গে একথা জানি যে, ত্রাণকর্তা কেবল মানবীয় রূপে কিছুই বলেননি, বরং সকলের কাছে রহস্যময় ও দিব্য প্রজ্ঞার সঙ্গেই উপদেশ দিলেন, তখন আমাদের পক্ষে এ সমস্ত উপদেশ কেবল মানবীয় রূপেই শোনা উচিত নয়, বরং উপযুক্ত প্রচেষ্টা ও অধ্যয়ন দ্বারা সেই উপদেশগুলোর আবৃত অর্থ বের করা একান্ত প্রয়োজন, যাতে তা আবিষ্কার করে গভীর ভাবে উপলব্ধিও করতে পারি।

তুমি যদি সিদ্ধপুরুষ হতে ইচ্ছা কর। সুতরাং লোকটা তখনও সিদ্ধপুরুষ ছিল না, কেননা যে ইতিমধ্যে সিদ্ধপুরুষ হয়েছে, সে অধিক সিদ্ধপুরুষ হতে পারে না। তাছাড়া সেই উৎকৃষ্ট ও দিব্য বাণী 'যদি ইচ্ছা কর' প্রভুর সঙ্গে সংলাপে রত আত্মার স্বাধীন ইচ্ছার অধিকার প্রমাণসিদ্ধ করে, কারণ মানুষ ক্ষেত্রে, মানুষ স্বাধীন হওয়ায় তার ইচ্ছার সিদ্ধান্ত তার উপর নির্ভর করে; ঈশ্বর ক্ষেত্রে, ঈশ্বর প্রভু ও বিচারক হওয়ায় তাঁর অনুগ্রহদান তাঁর উপর নির্ভর করে। যারা ইচ্ছা করে, ও নিজ পরিত্রাণ পাবার জন্য সাধ্যমত চেষ্টা ও প্রার্থনা করে, তাদের তিনি পরিত্রাণ দান করেন। কেননা ঈশ্বর জোর করে কাউকে বাধ্য করেন না—জোর প্রয়োগ করা তো ঈশ্বরকে মানায় না—কিন্তু যারা ইচ্ছা করে, তাদের তিনি দান করেন, যারা যাচনা করে, তাদের তিনি মঞ্জুর করেন, ও যারা দরজায় ঘা দেয়, তাদের জন্য তিনি দরজা খুলে দেন। অতএব, তোমার যদি তেমন ইচ্ছা থাকে, নিজেকে প্রবঞ্চিত না করেই যদি সত্যিকারে তোমার তেমন ইচ্ছা থাকে, তাহলে বিচার-বিবেচনা করে দেখ তোমার কিসের অভাব আছে, আর তা পাবার ব্যবস্থা কর।

তোমার একটিমাত্র জিনিসের অভাব রয়েছে: সেই জিনিস এমন, যা একমাত্রই থেকে যায়, যা সত্যকার উত্তম, যা বিধানের অতীত, বিধান যা দিতে পারে না, ধারণ করতেও পারে না, যা তাদেরই বিশেষ সম্পদ যারা সত্যকার জীবন পেয়েছে। এক কথায়, যৌবনকাল থেকে যে লোকটা সমস্ত বিধান পালন করে আসছিল ও নিজের বিষয়ে তত গর্ব ও দম্ভের সঙ্গেই কথা বলছিল, সে সেই একমাত্র জিনিস অর্জন করতে অক্ষম হল যা কেবল ত্রাণকর্তাই দিতে সক্ষম, সেই জিনিস যা তার প্রয়োজন ছিল যাতে, যে অনন্ত জীবন ইচ্ছা করছিল, সে যেন তা পেতে পারে। সে বিষণ্ন মনে চলে গেছিল; অনন্ত জীবন সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করার উদ্দেশ্যেই সে গুরুর কাছে গিয়েছিল, কিন্তু তার

কঠিন শর্ত শুনে নিরুৎসাহী হয়ে পড়েছিল। তার মানে, সে যেমন কথায় দেখাচ্ছিল, আসলে তেমন একাগ্রতার সঙ্গে তা বাসনা করছিল না, সে শুধু সদিচ্ছাই দেখাতে অভিপ্রেত ছিল। সে অন্য বহু কিছু করতে অবশ্যই সম্মত ছিল, অথচ পরিত্রাণ লাভের জন্য যা একমাত্র প্রয়োজন, তা মানতে সম্মত হয়নি, এমনকি যথেষ্ট দুর্বলতা ও অলসতাও দেখাল।

প্রভুর সেবা করার জন্য মার্থাও বহু বহু জিনিস নিয়ে চিন্তিতা ছিলেন, বহু বিষয়ে অতিব্যস্ত ও অস্থির ছিলেন, এমনকি তাঁর বোন তাঁকে সাহায্য না করে বরং প্রভুর পায়ের কাছে বসে শিষ্যার মত মুগ্ধা থাকছিলেন বিধায় তাঁকে অলস বলতেন। প্রভু যেমন তাঁকে বলেছিলেন, *তুমি অনেক কিছু নিয়ে চিন্তিতা ও উদ্বিগ্না; উত্তম অংশটা মারীয়াই বেছে নিয়েছে, আর তার কাছ থেকে তা কেড়ে নেওয়া হবে না,* তেমনি সেই যুবককেও আদেশ দিলেন, সে যেন একমাত্র আবশ্যক বিষয়ে আসক্ত হবার জন্য পার্থিব অন্য চিন্তা ত্যাগ করে; অর্থাৎ তাকে এমন পরামর্শ দিলেন, সে যেন তাঁরই ভালবাসায় স্থির থাকে, যিনি অনন্ত জীবন অর্পণ করেন।

গ বর্ষ - লুক ১৭:১১-১৯

যেরুসালেমের দিকে তাঁর সেই পথে এগিয়ে যাওয়ার সময়ে যীশু সামারিয়া ও গালিলেয়ার সীমানা-পথ দিয়ে যাচ্ছিলেন। তিনি একটা গ্রামে প্রবেশ করছেন, এমন সময়ে সংক্রামক চর্মরোগে আক্রান্ত দশজন লোক তাঁকে দেখা করতে সামনে এসে পড়ল; দূরে দাঁড়িয়ে তারা জোর গলায় বলতে লাগল, 'যীশু, প্রভু, আমাদের দয়া করুন!'

তাদের দেখে তিনি বললেন, 'যাও, যাজকদের কাছে গিয়ে নিজেদের দেখাও।' আর যাওয়ার পথে তারা শুচীকৃত হল। তখন তাদের একজন নিজেকে সুস্থ দেখে জোর গলায় ঈশ্বরের গৌরবকীর্তন করতে করতে ফিরে এল, এবং যীশুর পায়ে লুটিয়ে পড়ে তাঁকে ধন্যবাদ জানাতে লাগল: লোকটি ছিল সামারীয়। তাই যীশু বললেন, 'দশজনেই কি শুচীকৃত হয়নি? তবে অপর ন'জন কোথায়? এই বিজাতীয় লোকটি ছাড়া আর এমন কাউকেই কি পাওয়া গেল না যে, ঈশ্বরের গৌরবকীর্তন করার জন্য ফিরে আসবে?' তখন তিনি তাকে বললেন, 'ওঠ, এখন যাও; তোমার বিশ্বাস তোমার পরিত্রাণ সাধন করেছে।'

লুক-রচিত সুসমাচারে সিগ্নির বিশপ সাধু ব্রুনোর ব্যাখ্যা **২:৪০**

বিশ্বাসের শক্তি সত্যি মহান

যেরুসালেমের দিকে তাঁর সেই পথে এগিয়ে যাওয়ার সময়ে যীশু সামারিয়া ও গালিলেয়ার সীমানা-পথ দিয়ে যাচ্ছিলেন। তিনি একটা গ্রামে প্রবেশ করছেন, এমন সময়ে দশজন কুষ্ঠরোগী তাঁকে দেখা করতে সামনে এসে পড়ল।

দশজন কুষ্ঠরোগী বলতে সকল পাপী ছাড়া আর কাদের বোঝাতে পারে? বাস্তবিকই যীশুর আগমনে সকল মানুষ আত্মায় কুষ্ঠরোগী ছিল; দেহে সকলে নয়। তবু দেহের কুষ্ঠের তুলনায় আত্মার কুষ্ঠই মারাত্মক। যাই হোক, এসো, আমরা পরবর্তী কথা ধরি: *দূরে দাঁড়িয়ে তারা জোর গলায় বলতে লাগল, যীশু, প্রভু, আমাদের দয়া করুন!* তারা দূরে দাঁড়িয়ে থাকল, কারণ তেমন অবস্থায় কাছে যেতে সাহস করছিল না। পাপে আসক্ত থাকায় আমরাও দূরে দাঁড়িয়ে থাকি। তবে যদি আমাদের পাপগুলোর কুষ্ঠ থেকে সুস্থ হতে ইচ্ছা করি, এসো, উচ্চকণ্ঠে চিৎকার করে বলি: *যীশু! প্রভু! আমাদের দয়া করুন!* কিন্তু মুখ দিয়ে নয়, হৃদয় দিয়েই যেন চিৎকার করি, কারণ হৃদয়ের কণ্ঠ উচ্চতর, হৃদয়ের কণ্ঠ স্বর্গ ভেদ করে ঈশ্বরের উচ্চতম সিংহাসন পর্যন্তই গিয়ে উপস্থিত

হয়।

তাদের দেখে যীশু বললেন, যাও, যাজকদের কাছে গিয়ে নিজেদের দেখাও। বস্তুত ঈশ্বরের পক্ষে দেখা, হল দয়া করা। তিনি তাদের দেখেন, আর সঙ্গে সঙ্গে দয়ায় বিগলিত হন। আদেশ দিলেন, তারা যেন যাজকদের কাছে যায়—যাজকেরা যে তাদের সুস্থ করবে এমন নয়, তারা এমনি রোগীদের সুস্থতা প্রমাণসিদ্ধ করবে।

আর যাওয়ার পথে তারা শুচীকৃত হল।

একথা শুনে পাপীরা যেন তার গভীর অর্থ মনোযোগের সঙ্গে উপলব্ধি করে। পাপমোচন সাধন করা প্রভুর পক্ষে সহজ; বাস্তবিকই অনেকবার এমনটি ঘটে যে, পাপী যাজকের কাছে এসে পৌঁছবার আগেই তার পাপের ক্ষমা হয়; কেননা যখন মানুষ অনুতাপ করে, তখনই সে শুচীকৃত হয়। যে কোন মুহূর্তে পাপী মন ফেরাবে, সে বাঁচবে, মরবে না। তবু কীভাবে তার মন ফেরানো উচিত, ব্যাপারটা সে যেন ভালোমত বোঝে! প্রভু যা বলেন তা মনোযোগ দিয়ে শোন: *তোমরা সমস্ত অন্তর দিয়ে ও উপবাস, ক্রন্দন ও বিলাপ সহ আমার কাছে ফিরে এসো। তোমাদের পোশাক নয়, হৃদয়ই ছিঁড়ে ফেল।* তাহলে যে মন ফেরাতে ইচ্ছা করে, সে অন্তরে, হৃদয়েই যেন মন ফেরায়, কারণ ঈশ্বর ভগ্ন চূর্ণ হৃদয় অবজ্ঞা করেন না।

তখন তাদের একজন নিজেকে সুস্থ দেখে জোর গলায় ঈশ্বরের গৌরবকীর্তন করতে করতে ফিরে এল, এবং যীশুর পায়ে লুটিয়ে পড়ে তাঁকে ধন্যবাদ জানাতে লাগল: লোকটি ছিল সামারীয়। সেই সামারীয় সেই সকলেরই প্রতীক, যারা দীক্ষাস্নানের জল দ্বারা ধৌত হয়ে বা তপস্যা দ্বারা সুস্থ হয়ে উঠে শয়তানের আর অনুসরণ করে না, বরং খ্রীষ্টের অনুকরণ করে, তাঁর পিছনে চলে, তাঁর বন্দনা করে, তাঁর আরাধনা করে, তাঁকে ধন্যবাদ জানায় ও পিছটান না দিয়ে তাঁর সেবা করে চলে। *তখন যীশু তাকে বললেন, ওঠ, এখন যাও; তোমার বিশ্বাস তোমার পরিত্রাণ সাধন করেছে।* তাই বিশ্বাসের শক্তি সত্যি মহান; প্রেরিতদূতের বাণী অনুসারে, *বিনা বিশ্বাসে তাঁর প্রীতির পাত্র হওয়া সম্ভব নয়।*

আব্রাহাম ঈশ্বরে বিশ্বাস রাখলেন, এবং তা তাঁর পক্ষে ধর্মময়তা বলে পরিগণিত হল। অতএব, বিশ্বাস মানুষকে ত্রাণ করে, বিশ্বাস মানুষকে ধর্মময় করে তোলে, বিশ্বাস মানুষকে অন্তরে বাইরে সুস্থ করে।

২৯শ রবিবার

ক বর্ষ - মথি ২২:১৫-২১

> সেসময় ফরিসিরা যখন শুনতে পেলেন, যীশু সাদুকিদের নিরুত্তর করেছেন, তখন পরামর্শ করতে বসলেন, কীভাবে তাঁকে তাঁর নিজের কথার ফাঁদে ফেলা যায়: হেরোদের সমর্থকদের সঙ্গে নিজেদের কয়েকজন শিষ্যের মাধ্যমে তাঁরা তাঁকে বলে পাঠালেন, 'গুরু, আমরা জানি, আপনি সত্যাশ্রয়ী, এবং ঈশ্বরের পথ সম্বন্ধে সত্য শিক্ষা দেন ও কারও সামনে ভয় পান না, কেননা আপনি মানুষের চেহারার দিকে তাকান না। তবে আমাদের বলুন, এবিষয়ে আপনার মত কী: সীজারকে কর দেওয়া বিধেয় কিনা।'
>
> কিন্তু তাদের শঠতা সম্বন্ধে সচেতন ছিলেন বিধায় যীশু বললেন, 'ভণ্ড, আমাকে যাচাই করছ কেন? সেই করের মুদ্রা আমাকে দেখাও।' তারা তাঁকে একটা রুপোর টাকা এনে দিল। তিনি তাদের বললেন, 'এই

প্রতিকৃতি ও এই নাম কার্?' তারা বলল, 'সীজারের।' তখন তিনি তাদের বললেন, 'তবে সীজারের যা, তা সীজারকে দাও, আর ঈশ্বরের যা, তা ঈশ্বরকে দাও।'

বৃন্দিসির সাধু লরেন্সের উপদেশাবলি **২২শ রবিবার, উপদেশ ১:২,৩,৪,৬**

হে খ্রীষ্টান, তুমি ঐশধনভাণ্ডারের মুদ্রা

আজকের সুসমাচারে আমরা দু'টো প্রশ্ন পাই: প্রথমটা হল খ্রীষ্টের প্রতি ফরিসিদের প্রশ্ন, দ্বিতীয়টা হল ফরিসিদের প্রতি খ্রীষ্টের প্রশ্ন। প্রথমটা সম্পূর্ণরূপে পার্থিব, দ্বিতীয়টা সম্পূর্ণরূপে স্বর্গীয় ও দিব্য। প্রথমটা গভীর অজ্ঞতা থেকে উদ্গত, দ্বিতীয়টা গভীরতম প্রজ্ঞা ও মঙ্গলময়তা থেকে উদ্গত। *এই প্রতিমূর্তি ও এই নাম কার্? তারা বলল, সীজারের। তখন তিনি তাদের বললেন, তবে সীজারের যা, তা সীজারকে দাও, আর ঈশ্বরের যা, তা ঈশ্বরকে দাও।* তিনি বললেন, প্রত্যেকের যা যা, তা তাকে দিতে হয়: এ উত্তর সত্যিই স্বর্গীয় প্রজ্ঞা ও চেতনায় পূর্ণ। এতে তিনি শিক্ষা দেন যে, দুই প্রকার অধিকার আছে: পার্থিব ও মানবীয় এক অধিকার, ও স্বর্গীয় ও ঐশ্বরিক আর এক অধিকার; এবং এ শিক্ষাও দেন যে, আমাদের পক্ষে দুই প্রকার বাধ্যতা দেখানো উচিত: মানব-বিধানের প্রতি ও ঐশ্বরিক বিধানের প্রতি বাধ্যতা; ফলে আমাদের দুই প্রকার কর দিতে হবে: একটা সীজারের কাছে, অপর একটা ঈশ্বরের কাছে। যে মুদ্রায় সীজারের প্রতিমূর্তি ও নাম রয়েছে, তা সীজারকে দিতে হবে, কিন্তু ঈশ্বরকে তা দিতে হবে, যা তাঁর প্রতিমূর্তি ও সাদৃশ্য দ্বারা চিহ্নিত: *প্রভু, আমাদের উপর তোমার শ্রীমুখের আলো উদ্ভাসিত হোক!*

আমরা ঈশ্বরের প্রতিমূর্তিতে ও তাঁর সাদৃশ্যে সৃষ্ট। হে খ্রীষ্টান, তুমি মানুষ, ফলে তুমি ঐশ ধনভাণ্ডারেরই মুদ্রা, তুমি সেই মুদ্রা যা স্বর্গরাজ্যের প্রতিমূর্তি ও নাম দ্বারা মুদ্রাঙ্কিত। খ্রীষ্টের সঙ্গে আমি তোমাকে জিজ্ঞাসা করি: *এই প্রতিমূর্তি ও এই নাম কার্?* তুমি তো উত্তর দাও: ঈশ্বরের। আর আমি বলি, তবে ঈশ্বরের যা, তা ঈশ্বরকে দাও না কেন?

আমরা যদি ঈশ্বরের প্রতিমূর্তি হতে চাই, তাহলে আমাদের খ্রীষ্টের সদৃশ হতে হবে, কারণ তিনিই ঈশ্বরের মঙ্গলময়তার প্রতিমূর্তি ও *তাঁর স্বরূপের প্রতিরূপ। উপরন্তু ঈশ্বর আগে থেকে যাদের জানতেন, তাদের সম্বন্ধে আগে থেকেই তিনি স্থির করেও রেখেছিলেন যে, তারা তাঁর আপন পুত্রের প্রতিমূর্তির অনুরূপ হয়ে উঠবে।* আর খ্রীষ্ট সত্যিই সীজারের যা যা, তা সীজারকে দিলেন, ও ঈশ্বরের যা যা, তা ঈশ্বরকে দিলেন, কারণ *মৃত্যু পর্যন্ত, এমনকি ক্রুশমৃত্যু পর্যন্ত বাধ্য হয়ে* তিনি ঐশবিধানের লিপিফলক দু'টোই পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পালন করলেন, ও আন্তরিক ও বাহ্যিক সমস্ত গুণে অধিক নিখুঁতভাবে ভূষিত ছিলেন।

তাছাড়া আজ খ্রীষ্টের উত্তম সুবুদ্ধি অধিক উজ্জ্বলভাবে প্রকাশিত, আর তেমন সুবুদ্ধি গুণে তিনি সূক্ষ্ম ও উপযুক্ত উত্তর দ্বারা বিরোধীদের ফাঁদ এড়িয়ে যান; তাঁর ন্যায্যতাও আজ অতি উজ্জ্বল পরিচয় দেয়, কারণ 'যার যা যা, তা তাকে দিতে' এশিক্ষা দান করতে করতে তিনিও নিজের জন্য ও পিতরের জন্য কর দিতে চাইলেন; শেষে তাঁর মনোবলও উজ্জ্বলভাবে প্রকাশিত, কারণ যারা করের কথা পর্যন্ত সহ্য করতে পারত না, সেই ইহুদীদের ভয় না করে তিনি স্বচ্ছন্দেই এ শিক্ষা দিলেন যে, সীজারকে কর দেওয়া প্রজাদের কর্তব্য। এই তো ঈশ্বরের সেই পথ, যা খ্রীষ্ট পূর্ণ সত্যের শরণে শিখিয়ে গেছেন।

অতএব, জীবনে, আচরণে ও সদ্‌গুণে যে খ্রীষ্টের অনুরূপ, সে প্রকৃতভাবেই ঈশ্বরের প্রতিমূর্তি ব্যক্ত করে; আর তেমন দিব্য প্রতিমূর্তির জ্যোতি নিখুঁত ন্যায্যতায়ই বাস্তব রূপ লাভ করে: *সীজারের যা, তা সীজারকে দাও, আর ঈশ্বরের যা, তা ঈশ্বরকে দাও।* যার যা, তাকে তা দেওয়া হোক।

খ বর্ষ - মার্ক ১০:৩২-৪৫

সেসময় সেই বারোজনকে আড়ালে নিয়ে গিয়ে যীশু নিজের প্রতি যা কিছু শীঘ্রই ঘটবে, তা তাঁদের বলতে লাগলেন: 'দেখ, আমরা যেরুসালেমে যাচ্ছি, আর মানবপুত্রকে প্রধান যাজকদের ও শাস্ত্রীদের হাতে তুলে দেওয়া হবে; তাঁরা তাঁকে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করবেন ও বিজাতীয়দের হাতে তুলে দেবেন। তারা তাঁকে বিদ্রূপ করবে, তাঁর মুখে থুথু দেবে, তাঁকে কশাঘাত করবে ও হত্যা করবে; আর তিন দিন পরে তিনি পুনরুত্থান করবেন।'

তখন জেবেদের দুই ছেলে, যাকোব ও যোহন, তাঁর কাছে এগিয়ে এসে বললেন, 'গুরু, আমরা চাই যে, আপনার কাছে যা যাচনা করব, আপনি তা আমাদের জন্য করবেন।' তিনি তাঁদের বললেন, 'তোমরা কী চাও? তোমাদের জন্য আমি কী করব?' তাঁরা বললেন, 'এমনটি করুন, যেন আপনার গৌরবে আমরা একজন আপনার ডান পাশে, আর একজন বাঁ পাশে আসন পেতে পারি।' যীশু তাঁদের বললেন, 'তোমরা কি যাচনা করছ, তা বোঝ না; আমি যে পাত্রে পান করি, তাতে কি তোমরা পান করতে পার? আর আমি যে দীক্ষাস্নানে দীক্ষিত হই, তাতে তোমরা দীক্ষিত হতে পার?' তাঁরা বললেন, 'পারি।' যীশু তাঁদের বললেন, 'আমি যে পাত্রে পান করি, তাতে তোমরা পান করবে বটে; আর আমি যে দীক্ষাস্নানে দীক্ষিত হই, তাতে তোমরাও দীক্ষিত হবে; কিন্তু কাউকে আমার ডান পাশে ও বাঁ পাশে আসন মঞ্জুর করার অধিকার আমার নেই; তেমন আসন বরং তাদেরই হবে, যাদের জন্য তা প্রস্তুত করা হয়েছে।'

একথা শুনে অন্য দশজন যাকোব ও যোহনের উপর ক্ষুব্ধ হলেন। কিন্তু যীশু তাঁদের কাছে ডেকে বললেন, 'তোমরা তো জান, বিজাতীয়দের মধ্যে যারা শাসক বলে গণ্য, তারা তাদের উপর প্রভুত্ব করে, এবং তাদের মধ্যে যারা বড়, তারা তাদের উপর কর্তৃত্ব চালায়। তোমাদের মধ্যে তেমনটি হবে না; কিন্তু তোমাদের মধ্যে যে কেউ বড় হতে চায়, তাকে তোমাদের সেবক হতে হবে, আর তোমাদের মধ্যে যে কেউ প্রধান হতে চায়, তাকে হতে হবে সকলের দাস; কারণ মানবপুত্র সেবা পেতে আসেননি, কিন্তু এসেছেন সেবা করতে, ও অনেকের মুক্তিমূল্য রূপে নিজের প্রাণ দিতে।'

সাধু যোহন খ্রীসোস্তমের উপদেশাবলি **উপদেশ ৭:৪-৫**

এই কাল মালা ও পুরস্কারের নয়, সংগ্রামেরই কাল

যীশু যেরুসালেমে গেলে জেবেদের সন্তানদের মা তাঁর দুই সন্তান সেই যাকোব ও যোহনকে নিয়ে তাঁর সঙ্গে কথা বলতে তাঁর কাছে এগিয়ে এলেন: *আদেশ করুন, যেন আপনার রাজ্যে আমার এই দুই ছেলের একজন আপনার ডান পাশে, আর একজন বাঁ পাশে আসন পেতে পারে।* কিন্তু আর একজন রচয়িতা বলেন যে, সেই দুই সন্তান নিজেরাই খ্রীষ্টের কাছে এ অনুরোধ রেখেছিলেন; তবু মতভেদ নেই, তাছাড়া তেমন গৌণ ব্যাপার নিয়ে সময় ব্যয় করা এখন তত প্রয়োজন নেই: সম্ভবত ভূমিকা প্রস্তুত করতে মাকে আগে পাঠিয়ে তিনি কথা বলার পর তাঁরা নিজেরাও একই অনুরোধ রেখেছিলেন, যদিও জানতেন না তাঁরা কী বলছিলেন। কেননা প্রেরিতদূত হয়েও তাঁরা তখনও তত সিদ্ধতা-প্রাপ্ত ছিলেন না, ঠিক যেন এমন পাখিশাবকদের মত যাদের

এখনও পাখা গজায়নি বলে নীড়ে নড়াচড়া করে।

তোমাদের পক্ষে একথা জানা খুবই উপকারী যে, প্রভুর যন্ত্রণাভোগের আগে তাঁরা এমন গভীর অজ্ঞতায় মগ্ন ছিলেন যে, প্রভু তাঁদের ভর্ৎসনা করে বলেছিলেন, *তোমাদের কি এখনও বোধ হয়নি? এখনও কি বুঝতে পার না? ব্যাপারটা ধরতে পার না? আমি যখন বলেছি, ফরিসি ও সাদুকির খামিরের ব্যাপারে তোমরা সাবধান থাক, তখন রুটির ব্যাপারে তা বলিনি?* তিনি আরও বলেছিলেন, *তোমাদের কাছে আমার আরও অনেক কিছু বলার আছে, কিন্তু তোমরা এখন তা সহ্য করতে পার না।*

তুমি কি সচেতন আছ যে, পুনরুত্থান বিষয়ে তাঁরা কিছুই জানতেন না? রচয়িতা নিজেই একথা সপ্রমাণ করে বলেন, *মৃতদের মধ্য থেকে তাঁকে যে পুনরুত্থান করতে হবে, শাস্ত্রের এই বচনটি তাঁরা তখনও জানতেন না।* আর যখন একথা জানতেন না, তখন মহত্তর কারণেই অন্য কিছু জানতেন না, যেমন, স্বর্গরাজ্য বা আমাদের উদ্ভব বা স্বর্গারোহণ সংক্রান্ত বিষয়; কেননা পৃথিবীতে তখনও আবদ্ধ হওয়ায় ঊর্ধ্বে উঠতে পারতেন না। আর শুধু তাই নয়, যেরুসালেম-রাজ্য পুনঃপ্রতিষ্ঠা ছাড়া অন্য কিছু বুঝতে অক্ষম হওয়ায় তাঁরা সুনিশ্চিত হয়ে দিনে দিনে প্রত্যাশা করছিলেন, খ্রীষ্ট সেই রাজ্যের পুনঃপ্রতিষ্ঠা ঘটাবেন। আর একজন রচয়িতা এবিষয়ে স্পষ্ট সাক্ষ্য দিয়ে বলেন যে, তাঁরা সেই রাজ্যের আগমনকাল এত সন্নিকট বলে মনে করছিলেন যে, স্বর্গরাজ্যও অন্যান্য পার্থিব রাজ্যের মত কল্পনা করছিলেন; তাঁদের ধারণা ছিল, খ্রীষ্ট সেই রাজ্য প্রতিষ্ঠা করতে উদ্যত ছিলেন, আর কল্পনা করতে পারতেন না যে তিনি প্রকৃতপক্ষে ক্রুশ ও মৃত্যুর দিকে এগিয়ে যাচ্ছিলেন—এ সমস্ত কথা বারবার শোনা সত্ত্বেও তাঁরা আসল ব্যাপারটা বুঝে উঠতে পারছিলেন না।

সুতরাং সত্য বিষয়ে তাঁদের স্পষ্ট ও নিখুঁত জ্ঞান না থাকার ফলে এবিষয়েই বরং সুনিশ্চিত যে, তিনি যেরুসালেমে অল্পদিনের মধ্যে রাজ্যভার গ্রহণ করবেন, তাঁরা মনে করছিলেন, পার্থিব রাজ্যের দিকে এগিয়ে যাচ্ছেন; সেজন্য পথে চলতে চলতে তাঁর কাছে গিয়ে তাঁকে সেই অনুরোধ রাখার সুযোগ নিলেন। ঠিক যেন সবকিছু তাঁদের সিদ্ধান্তের উপর নির্ভর করছে, তাঁরা অন্য শিষ্যের দল ছেড়ে খ্রীষ্টের কাছে প্রধান আসন যাচনা করেন ও নিজেদের জন্য সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ পদ দাবি করেন; তাঁরা আসলে মনে করছিলেন, রাজ্য প্রতিষ্ঠা ব্যাপারটা খুব সুন্দর ভাবে সমাপ্তির দিকে অগ্রসর হচ্ছে, ফলে মালা ও পুরস্কারের সময়ও প্রায় এসে গেছে: হায় হায়! এর চেয়ে গভীর নির্বুদ্ধিতা সত্যি নেই!

তাঁর অনুরোধের পর, এবার যীশুর উত্তর শোন: *তোমরা যে কী যাচনা করছ, তা বোঝ না,* কেননা সেই কাল মালা ও পুরস্কারের নয়, বরং সংগ্রাম, লড়াই, পরিশ্রম, শ্রান্তি, পরীক্ষা ও যুদ্ধেরই কাল—এটিই যীশুর উত্তরের অর্থ। অর্থাৎ তোমাদের এখনও কারাবাসের অভিজ্ঞতা হয়নি, তোমরা এখনও লড়াই করতে যুদ্ধক্ষেত্রে নামনি।

আমি যে পাত্রে পান করি, তাতে কি তোমরা পান করতে পার? আর আমি যে দীক্ষাস্নানে দীক্ষিত হই, তাতে তোমরা দীক্ষিত হতে পার? এখানে তিনি নিজ ক্রুশ ও মৃত্যুকে পাত্র ও দীক্ষাস্নান বলে অভিহিত করেন—'পাত্র', কারণ তিনি ব্যগ্র হয়েই তাতে পান করেন; আবার, 'দীক্ষাস্নান', কারণ তাতে তিনি পৃথিবী ধৌত করতে যাচ্ছিলেন; পৃথিবীর মুক্তি কেবল এভাবেই

সাধিত হবে এমন নয়, পুনরুত্থানও প্রয়োজন, যদিও তাঁর পক্ষে পুনরুত্থান কষ্টকর নয়। *আমি যে পাত্রে পান করি, তাতে তোমরা পান করবে বটে; আর আমি যে দীক্ষাস্নানে দীক্ষিত হই, তাতে তোমরাও দীক্ষিত হবে*—এ দ্বারা তাঁদের মৃত্যুই পূর্বঘোষিত: বাস্তবিকই খড়্গ দ্বারা যাকোবের শিরশ্ছেদ হবে, ও যোহন বহুবার মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত হবেন; *কিন্তু কাউকে আমার ডান পাশে ও বাঁ পাশে আসন মঞ্জুর করার অধিকার আমার নেই; তেমন আসন বরং তাদেরই হবে, যাদের জন্য তা প্রস্তুত করা হয়েছে।*

অতএব, তোমরা নিহত হবে ও সাক্ষ্যমরণের মর্যাদা পাবে, কিন্তু তোমরা প্রধান আসন পাবে কিনা, এবিষয়ে আমার কোন অধিকার নেই; *তেমন আসন বরং তাদেরই হবে, যাদের জন্য তা প্রস্তুত করা হয়েছে।*

গ বর্ষ - লুক ১৮:১-৮

নিরাশ না হয়ে যে সর্বদাই প্রার্থনা করা উচিত, এপ্রসঙ্গে যীশু একদিন তাঁর শিষ্যদের কাছে এই উপমা-কাহিনী শোনালেন; বললেন, 'এক শহরে একজন বিচারক ছিল: সে ঈশ্বরকেও ভয় করত না, মানুষকেও মানত না। একই শহরে এক বিধবাও ছিল: সে তার কাছে এসে বলত, আমার প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে আমার সুবিচার করুন। বেশ কিছুকাল ধরে বিচারকটা সম্মত হল না; কিন্তু শেষে মনে মনে বলল, যদিও ঈশ্বরকেও ভয় করি না, মানুষকেও মানি না, তবু এই বিধবা আমাকে এতই বিরক্ত করছে যে তার সুবিচার করব, পাছে এ সবসময়ে এসে আমার মাথা ভেঙে ফেলে।' প্রভু বলে চললেন, 'তোমরা তো শুনেছ, সেই অসৎ বিচারক কী বলে। তবে ঈশ্বর কি নিজের সেই মনোনীতদের পক্ষে সুবিচার করবেন না? তারা তো দিনরাত তাঁর কাছে চিৎকার করে থাকে, যদিও তিনি তাদের বহুক্ষণ অপেক্ষা করান। আমি তোমাদের বলছি, তিনি শীঘ্রই তাদের সুবিচার করবেন। কিন্তু মানবপুত্র যখন আসবেন, তখন কি পৃথিবীতে বিশ্বাস পাবেন?'

নিস্যার বিশপ সাধু গ্রেগরির উপদেশাবলি **প্রভুর প্রার্থনা, উপদেশ**

প্রার্থনার মধ্য দিয়ে যে ঈশ্বরের সঙ্গে মিলিত হয় না সে ঈশ্বর থেকে দূরে সরে যায়

ঐশবাণী আমাদের কাছে প্রার্থনা সংক্রান্ত এমন শিক্ষা উপস্থাপন করে যে, যারা আগ্রহ ও গভীর প্রচেষ্টার সঙ্গে এই জ্ঞানের অন্বেষণ করে, তেমন শিক্ষার মধ্য দিয়ে বাণী সেই উপযুক্ত শিষ্যদের শেখায় কেমন করে প্রার্থনা দ্বারা ঈশ্বরের মনোযোগ অর্জন করা যায়।

প্রার্থনার মধ্য দিয়ে যে ঈশ্বরের সঙ্গে মিলিত হয় না, সে ঈশ্বর থেকে দূরে সরে যায়। অতএব প্রার্থনা বিষয়ে তোমাদের একথাই সর্বপ্রথমে শেখা উচিত যে, ক্লান্তি না মেনেই প্রার্থনা করতে হবে। প্রার্থনা দ্বারা আমরা ঈশ্বরের সঙ্গে থাকতে কৃতকার্য হই, আর যে ব্যক্তি ঈশ্বরের সঙ্গে আছে, সে শত্রু থেকেই দূরে আছে। প্রার্থনাই শুচিতার নির্ভর ও রক্ষাফলক, ক্রোধের লাগাম, গর্বের প্রশমন ও তার দমন। প্রার্থনাই দেহসংযমের প্রতিপালক, বিশ্বস্ত দাম্পত্য-জীবনের রক্ষা, ধ্যানমগ্নদের প্রত্যাশা, কৃষকদের প্রচুর ফসল, সমুদ্রযাত্রীদের নিরাপত্তা।

প্রার্থনা ও ধন্যবাদ জানাতে জানাতে সারা জীবন ধরেও ঈশ্বরের সঙ্গে সংলাপ করতে থাকলেও, তবুও আমরা তাঁকে উপযুক্তভাবে কৃতজ্ঞতা জানানো থেকে বেশ দূরেই থাকব, ঠিক যেন তাঁকেই ধন্যবাদ জানাতে কল্পনাও করিনি যিনি তত উপকার আমাদের উপর বর্ষণ করে থাকেন!

কালচক্রে তিনটে বিশেষ কাল উপস্থিত: অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ কাল; তিনটেতেই প্রভু থেকে আগত উপকার প্রতীয়মান। বর্তমানকালের কথা ধর: তিনিই তোমার জীবন; ভবিষ্যৎকালের কথা ধর: তিনিই তোমার প্রত্যাশিত বস্তুর প্রত্যাশা; অতীতকালের কথা ধর: তিনি তোমাকে সৃষ্টি না করলে তোমার অস্তিত্ব পর্যন্তও থাকত না; তোমার জন্মও তাঁর একটি দান।

এবং জন্ম নেওয়ার পর তোমাকে মঙ্গলদানে পরিপূর্ণ করা হয়—প্রেরিতদূত যেভাবে বলেন, *তাঁর মধ্যে আমরা জীবন ও গতিমন্ডিত।* ভাবী বিষয়ের প্রত্যাশা তাঁর নিজের ক্রিয়াশীল পরাক্রম থেকেই উদ্গত। কিন্তু তোমার হাতে কেবল বর্তমান ক্ষণ রয়েছে। এজন্য তুমি সারা জীবন ধরেও ঈশ্বরকে অবিরত ধন্যবাদ জানাতে থাকলেও তুমি কেবল এ বর্তমান ক্ষণের মতই তোমার কৃতজ্ঞতা-কর্তব্য পালন করতে পার, কারণ ভবিষ্যতে তিনি যে আর কতগুলো উপকার তোমার উপর বর্ষণ করবেন, তা জানবার উপায় তুমি কখনও আবিষ্কার করতে পারবে না। আর এই আমরা, যাদের পক্ষে উপযুক্ত ধন্যবাদ নিবেদন করার সামর্থ্য বেশ দূরের কথা, এই আমরা প্রভুর আমন্ত্রণে সারা দিনটা কেন, দিনের সামান্যও একটা অংশ দিই না বিধায় যতটুকু কৃতজ্ঞতা দেখাতে পারতাম ততটুকুও দেখাই না।

আমার অন্তরে যে ঐশপ্রতিমূর্তি পাপ দরুন অন্ধকারাচ্ছন্ন হয়ে গেছিল, সেই ঐশপ্রতিমূর্তি কেইবা তার আদি উজ্জ্বলতায় পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করেছেন? পরমদেশ থেকে বিচ্যুত, জীবনবৃক্ষ থেকে বঞ্চিত, ও ঐশঅনুগ্রহ-বিহীন অস্তিত্বের গহ্বরে পতিত এই আমাকে কেইবা আদি সুখে পুনর্চালিত করেন? শাস্ত্রে বলে: *এবিষয়ে কেউই চিন্তাটুকুও করে না!* এবিষয়ে যদি একটু মন দিতাম, তবে আমাদের জীবনের সমস্ত দিন ধরেই আমরা অবিরত ও নিত্য ধন্যবাদ-অর্ঘ্য নিবেদন করতাম; অপরদিকে প্রায় গোটা মানবসমাজ কেবল জড় বিষয়ের চিন্তায়ই বসে থাকে।

সাড়া পাবার জন্য কতগুলো কথা ব্যবহার করা উচিত, এ বিষয়ে সুসমাচারের এমন বচন রয়েছে, যা আমার মতে ব্যাখ্যার যোগ্য; কেননা একথা স্পষ্ট যে, আমরা একটি যাচনা উপস্থাপন করার উপযুক্ত নিয়ম যদি শিখতে পারি, তাহলে যা বাসনা করি তা পেতে পারব। তবে এশিক্ষা কী? যীশু বললেন, *প্রার্থনাকালে তোমরা অযথা বেশি কথা বলো না, যেমনটি বিজাতিরা করে থাকে, কেননা তারা মনে করে, বহু কথার জোরেই তাদের প্রার্থনা গ্রাহ্য হবে।*

৩০শ রবিবার

ক বর্ষ - মথি ২২:৩৪-৪০

> সেসময় ফরিসিরা যখন শুনতে পেলেন, যীশু সাদুকিদের নিরুত্তর করেছেন, তখন দল বেঁধে একজোট হলেন, এবং তাঁদের মধ্যে একজন—তিনি ছিলেন বিধানপন্ডিত—যাচাই করার অভিপ্রায়ে তাঁর কাছে এই প্রশ্ন রাখলেন, 'গুরু, বিধানের মধ্যে কোন্ আজ্ঞা শ্রেষ্ঠ?' তিনি তাঁকে বললেন, 'তুমি তোমার ঈশ্বর প্রভুকে তোমার সমস্ত হৃদয় দিয়ে, তোমার সমস্ত প্রাণ দিয়ে ও তোমার সমস্ত মন দিয়ে ভালবাসবে, এ শ্রেষ্ঠ ও প্রথম আজ্ঞা। আর দ্বিতীয়টা এটার সদৃশ: তুমি তোমার প্রতিবেশীকে নিজের মত ভালবাসবে। এই আজ্ঞা দু'টোর উপরেই সমস্ত বিধান ও নবী-পুস্তক ভর করে আছে।'

অজানা প্রাচীন লেখকের উপদেশ

এ পথ দিয়েই খ্রীষ্ট চললেন

তোমাদের কাছে আমি সেই ভালবাসা সম্বন্ধে কথা বলব, যা বিষয়ে খ্রীষ্ট বলেছেন: *তুমি তোমার ঈশ্বর প্রভুকে তোমার সমস্ত হৃদয় দিয়ে, তোমার সমস্ত প্রাণ দিয়ে ও তোমার সমস্ত মন দিয়ে ভালবাসবে। তুমি তোমার প্রতিবেশীকে নিজের মত ভালবাসবে।* তিনি তেমন আদেশ করলেন কারণ *এই আজ্ঞা দু'টোর উপরেই সমস্ত বিধান ও নবী-পুস্তক ভর করে আছে।*

তাই তুমি তোমার ঈশ্বরকে ভালবাসবে ও তোমার ভাইকে ভালবাসবে, কারণ *নিজের ভাইকে যে ভালবাসে, সে আলোতে বসবাস করে, আর তার অন্তরে পরস্পর বিরোধী বলতে কিছুই থাকে না।* সুতরাং, হে প্রিয়তম ভাইবোনেরা, পরস্পরকে ভালবাস, বন্ধুদের ভালবাস, শত্রুদের ভালবাস। অনেককে ভালবাসলে তোমাদের কী ক্ষতি হতে পারে? সুসমাচারে প্রভু একথা বলেন, *আমি এক নতুন আজ্ঞা তোমাদের দিচ্ছি: তোমরা পরস্পরকে ভালবাস। তোমরা যে আমার শিষ্য, তা সকলে এতেই বুঝতে পারবে, যদি পরস্পরের প্রতি তোমাদের ভালবাসা থাকে।* যিনি আজ্ঞা দিলেন আমরা যেন পরস্পরকে ভালবাসি, দেখ, সেই প্রভু নিজেই সকলকে কেমন ভালবাসলেন। নিত্য সঙ্গীরূপে যাঁরা তাঁর অনুসরণ করতেন, তিনি সেই শিষ্যদের ভালবাসলেন; শত্রুরূপে যারা তাঁর নির্যাতন করত, তিনি সেই ইহুদীদেরও ভালবাসলেন। শিষ্যদের কাছে স্বর্গরাজ্যের কথা প্রচার করলেন; তাঁর বাণী শুনে তাঁরা সবকিছু ত্যাগ করে তাঁর অনুসরণ করলেন, আর তিনি তাঁদের বললেন: *আমি তোমাদের যা আজ্ঞা করি, তোমরা যদি তা পালন কর, তবে আমি তোমাদের আর দাস বলব না, বন্ধুই বলব।* সুতরাং তাঁরাই তাঁর বন্ধু ছিলেন, যাঁরা তাঁর আদেশ মেনে চলতেন। তিনি তাঁদের জন্য প্রার্থনা করলেন, বিশেষভাবে যখন বললেন: *পিতা, আমি ইচ্ছা করি, যাদের তুমি আমাকে দিয়েছ, যেখানে আমি আছি তারাও যেন সেখানে আমার সঙ্গে থাকে, যাতে আমার সেই গৌরব দেখতে পায়, সেই যে গৌরব তুমি আমাকে দিয়েছ।*

তিনি নাকি বন্ধুদের জন্য প্রার্থনা করলেন, কিন্তু শত্রুদের কথা উল্লেখ করেননি? মনোযোগ দিয়ে শোন: তাঁর যন্ত্রণাভোগের সময়ে ইহুদীরা তাঁকে নির্মম ভাবে নির্যাতন করছিল ও চারদিক থেকে চিৎকার করছিল যাতে তাঁকে ক্রুশে দেওয়া হয়, অথচ তা দেখেও তিনি উচ্চকণ্ঠে পিতার কাছে প্রার্থনা করে বললেন, *পিতা, এদের ক্ষমা কর, কেননা এরা কি করছে, তা জানে না।* ঠিক যেন বলতেন, ওদের শঠতা ওদের অন্ধ করেছে, তোমার প্রসন্নতা ওদের ক্ষমাই করুক। আর পিতার কাছে তাঁর মিনতি বৃথা যায়নি, কারণ পরবর্তীকালে বহু ইহুদী বিশ্বাস করল—এখনও বিশ্বাসী হয়ে উঠে—আর যাঁর রক্ত নির্মমভাবে পাত করেছিল সেই রক্ত পান করল ও যাঁকে নির্যাতন করেছিল তাঁর অনুসরণ করল।

খ্রীষ্ট এ পথ দিয়েই চললেন। এসো, তাঁর অনুসরণ করি, যাতে বৃথাই খ্রীষ্টপন্থী বলে অভিহিত না হই।

খ বর্ষ - মার্ক ১০:৪৬-৫২

> যীশু যখন নিজের শিষ্যদের ও বহুলোকের সঙ্গে যেরিখো ত্যাগ করে চলে যাচ্ছিলেন, তখন তিমেয়ের ছেলে অন্ধ বার্তিমেয় পথের ধারে ভিক্ষা করছিল। সে যখন শুনতে পেল, তিনি নাজারেথের যীশু, তখন চিৎকার করে বলতে লাগল, 'যীশু, দাউদসন্তান, আমার প্রতি দয়া করুন।' তখন অনেকে ধমক দিয়ে তাকে চুপ করতে বলল, কিন্তু সে আরও জোরে চিৎকার করে বলতে লাগল, 'দাউদসন্তান, আমার প্রতি

দয়া করুন।'

যীশু থেমে বললেন, 'তাকে ডাক।' তাই লোকে সেই অন্ধকে ডেকে বলল, 'সাহস কর, ওঠ, উনি তোমাকে ডাকছেন।' তখন সে চাদর ফেলে লাফ দিয়ে উঠে যীশুর কাছে গেল। যীশু তাকে বললেন, 'তুমি কী চাও? আমি তোমার জন্য কী করব?' অন্ধটি তাঁকে বলল, 'রাব্বুনি, আমি যেন চোখে দেখতে পাই!' যীশু তাকে বললেন, 'যাও, তোমার বিশ্বাস তোমার পরিত্রাণ সাধন করেছে।' আর তখনই সে চোখে দেখতে পেল, ও তাঁর অনুসরণে পথ চলতে লাগল।

আলেকজান্দ্রিয়ার ক্লেমেন্ট-লিখিত 'বিধর্মীদের প্রতি আহ্বান' **১১**

এসো, আলো ধারণ করি যাতে প্রভুর শিষ্য হই

প্রভুর আজ্ঞা নির্মল, চোখে আলো দান করে। খ্রীষ্টকে গ্রহণ কর, দৃষ্টিশক্তি গ্রহণ কর, সেই আলোও গ্রহণ কর যাতে একইসময়ে ঈশ্বরকে ও মানুষকে চিনতে পার। আমরা যাঁর দ্বারা আলোকিত, তিনি *সোনার চেয়ে, অজস্র খাঁটি সোনার চেয়েও, ও মধুর চেয়ে, মৌচাকের ঝরে পড়া মধুর চেয়েও* কাম্য। আর কেমন করে তিনি কাম্য না হয়ে পারতেন, যখন অন্ধকারাচ্ছন্ন মানব-অন্তরকে আলোর দিকে চালিত করলেন ও মনশ্চক্ষু অধিক উজ্জ্বল ও তীক্ষ্ণ করলেন?

যেমন সূর্য না থাকলে তারকারাজির উপস্থিতি সত্ত্বেও রাতই সর্বত্র বিরাজ করত, তেমনি যদি বাণীকে না জানতাম ও তাঁর দ্বারা আলোকিত না হতাম আমরা সেই মুরগির মত হতাম যা অন্ধকারে পোষণ করা হয় যাতে পরে মারা হয়।

সুতরাং এসো, আলো ধারণ করি, যাতে ঈশ্বরকেও ধারণ করতে পারি। আলো ধারণ করি, যাতে প্রভুর শিষ্য হতে পারি; কেননা তিনি পিতার কাছে এ প্রতিশ্রুতি দিলেন, *আমি আমার ভাইদের কাছে তোমার নাম বর্ণনা করব, তোমার প্রশংসা করব জনসমাবেশের মাঝে।* মিনতি জানাই, তাঁর প্রশংসা কর, পরে তোমার পিতা সেই ঈশ্বরের কথা আমার কাছে বর্ণনা কর; তোমার সেই বর্ণনা পরিত্রাণ এনে দেয়। তোমার গীতিকা আমাকে এবিষয়ে উদ্বুদ্ধ করবে যে, ঈশ্বরের অন্বেষায় আমি এতক্ষণ পথভ্রান্ত ছিলাম। কিন্তু যখন তুমিই, হে প্রভু, আলোর দিকে আমাকে চালিত কর, তখন তোমার মধ্য দিয়ে ঈশ্বরের সন্ধান পাই ও তোমার কাছ থেকে পিতাকে পাই, তথা তোমার আপন সহউত্তরাধিকারী হয়ে উঠি, কারণ তুমি আমাকে ভাই বলে গ্রহণ করতে কুণ্ঠিত হওনি।

এসো, সতর্ক থাকি, অধিক সতর্ক থাকি, যেন সত্য বিস্মৃত না হই। এসো, অজ্ঞতা দূর করে দিয়ে, ও যে অন্ধকার ঠিক যেন এক মেঘের মত আমাদের চোখ আচ্ছন্ন করে আমাদের বাধা দেয়, সেই অন্ধকার ঘুচিয়ে দিয়ে সত্যকার ঈশ্বরের দিকে চোখ নিবদ্ধ করে এ প্রথম কণ্ঠ ধ্বনিত করি: হে আলো, তোমাকে স্বাগত জানাচ্ছি! কারণ আমরা যারা অন্ধকারে নিমজ্জিত ও মৃত্যু-ছায়াতে আবদ্ধ ছিলাম, এই আমাদের জন্য স্বর্গ থেকে এমন আলো উদিত হল, যা সূর্যের চেয়েও পবিত্রতর ও এ জীবনের চেয়েও আনন্দদায়ী। এ আলো হল অনন্ত জীবন, যে জীবন তারাই যাপন করে যারা সেই আলোর অংশীদার। অন্যদিকে রাত আলো থেকে পালিয়ে যায়, যেহেতু ভয়ে নিজেকে লুকিয়ে রেখে প্রভুর দিনকে স্থান দিয়েছে। এ অনির্বাণ আলো সর্বত্রই ছড়িয়ে পড়েছে, ও সূর্যাস্ত সূর্যোদয়কে প্রাধান্য দিয়েছে। এই তো *নতুন সৃষ্টি* বচনের অর্থ, কেননা যে ধর্মময়তার সূর্য সমস্ত কিছুর উপর দিয়ে পরিক্রমা করেন, সেই সূর্য গোটা মানবজাতিকে সমানভাবে উদ্ভাসিত করছেন, ঠিক তাঁর

আপন পিতার আদর্শে যিনি সকল মানুষের উপর সূর্যকে জাগান ও সকলের উপরে সত্যের শিশির পাত করেন। তিনি সূর্যাস্তকে সূর্যোদয়ের মধ্যে স্থানান্তর করেছেন, ও মৃত্যুকে একপ্রকারে ক্রুশে দিয়ে জীবনে রূপান্তরিত করেছেন। ঐশকৃষক যে তিনি, ক্ষয়শীলতাকে অক্ষয়শীলতায় রূপান্তরিত করে ও পৃথিবীকে স্বর্গে স্থানান্তর করে সর্বনাশে আবদ্ধ মানুষকে ঊর্ধ্বলোকে বসিয়েছেন, অর্থাৎ কিনা তিনি মঙ্গলবাণী ঘোষণা করেন, জনগণকে শুভকর্ম সাধনে উদ্দীপ্ত করেন, সদাচরণ স্মরণ করিয়ে দেন, মহা ও দিব্য এমন উত্তরাধিকার আমাদের মঞ্জুর করেন যা কেউ কেড়ে নিতে পারে না, স্বর্গীয় শিক্ষা দানে মানুষকে ঈশ্বর করেন, তাদের অন্তরে বিধান সঞ্চার করেন ও তাদের হৃদয়েই তা লিখে রাখেন। কোন্ বিধানের কথা বলা হচ্ছে? *ছোট-বড় সকলেই ঈশ্বরকে জানবে; আমি তাদের প্রতি প্রসন্নতা দেখাব, তাদের সমস্ত পাপ ভুলে যাব।*

সুতরাং এসো, জীবনের বিধান গ্রহণ করি, ঈশ্বরের আহ্বানে সাড়া দিই। তাঁকে গ্রহণ করি, তিনি যেন আমাদের প্রতি প্রসন্নতা দেখান। তাঁর প্রয়োজন না হলেও, তবু এসো, তাঁর অবস্থানের জন্য কৃতজ্ঞতাপূর্ণ প্রতিদান স্বরূপ আমাদের সুসজ্জিত অন্তর তাঁকে অর্পণ করি—যাঁর মঙ্গলময়তায় আমরা এখানে বাস করি, সেই ঈশ্বরকে ভক্তি ও প্রেম নিবেদিত হোক!

গ বর্ষ - লুক ১৮:৯-১৪

যারা নিজেদের উপর নির্ভর করে মনে করত যে, তারাই ধার্মিক, ও অন্য সকলকে তুচ্ছ জ্ঞান করত, এমন কয়েকজনকে উদ্দেশ করে যীশু একদিন এই উপমা-কাহিনী শোনালেন।

'দু'জন লোক প্রার্থনা করতে মন্দিরে গেল: একজন ফরিসি, আর একজন কর-আদায়কারী। ফরিসি সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে মনে মনে এভাবেই প্রার্থনা করছিলেন, ঈশ্বর, আমি তোমাকে ধন্যবাদ জানাই যে, আমি অন্য সকল লোকের মত নই—ওরা যে চোর, অসৎ, ব্যভিচারী;—কিংবা ওই কর-আদায়কারীর মতও নই। আমি সপ্তাহে দু'বার উপবাস করি, সমস্ত আয়ের দশমাংশ দান করি। অপরদিকে কর-আদায়কারী দূরে দাঁড়িয়ে স্বর্গের দিকে চোখ তুলতেও সাহস পাচ্ছিল না, বরং বুক চাপড়াতে চাপড়াতে বলছিল, ঈশ্বর, আমার প্রতি দয়া কর, আমি যে পাপী। আমি তোমাদের বলছি, এই লোক ধর্মময় বলে সাব্যস্ত হয়ে বাড়ি ফিরে গেল, ওই লোকটা নয়; কেননা যে কেউ নিজেকে উচ্চ করে, তাকে নত করা হবে; কিন্তু যে নিজেকে নত করে, তাকে উচ্চ করা হবে।'

সাধু যোহন খ্রীসোস্তমের উপদেশাবলি **তপস্যা, উপদেশ ২:৪-৫**

বিনম্র হও, তবেই পাপের বন্ধন খুলে দেবে

নানা পথের মধ্য দিয়ে পরিত্রাণলাভ তোমার পক্ষে সহজ করার জন্য আমি বহু প্রকার তপস্যা বর্ণনা করে এসেছি। এবার তৃতীয় পথ কী? বিনম্রতা: বিনম্র হও, তবে পাপের বন্ধন খুলে দেবে। এ বিষয়েও শাস্ত্র একটা প্রমাণ দেয়—বিশেষভাবে সেই কর-আদায়কারী ও ফরিসির উপমা-কাহিনীর মধ্য দিয়ে। লেখা আছে, একজন ফরিসি ও একজন কর-আদায়কারী মন্দিরে প্রার্থনা করতে গেলে ফরিসি নিজ গুণের তালিকা ব্যক্ত করতে লাগল। সে বলল, অন্যদের মত আমি পাপী নই, এ কর-আদায়কারীর মতও নই। হায় রে, দুর্ভাগা প্রাণ! গোটা জগতের বিচার করেছ, কেন তোমার প্রতিবেশীকেও দুঃখ দিয়েছ? সেই কর-আদায়কারীর বিচার না করে তোমার পক্ষে কি গোটা জগৎ যথেষ্ট ছিল না?

আর সেই কর-আদায়কারী কী করল? সে মাথা নত করে ও চোখ নিচের দিকে নিবদ্ধ রেখে ঈশ্বরের আরাধনা করে বলল: *ঈশ্বর, আমার প্রতি দয়া কর, আমি যে পাপী;* আর যেহেতু নিজেকে বিনম্র করেছিল, সেজন্য ধর্মময় বলে সাব্যস্ত হয়েছিল। সুতরাং মন্দির থেকে চলে যাওয়ার সময়ে ফরিসি তার নিজের ধর্মময়তা হারিয়ে ফেলল, কিন্তু কর-আদায়কারী তা লাভ করল: তার কর্মের চেয়ে তার কথাই প্রবল হল। কর্ম থাকা সত্ত্বেও ফরিসি ধর্মময়তা হারিয়ে ফেলল, কিন্তু কর-আদায়কারী বিনম্র কথার মধ্য দিয়ে তা লাভ করল—যদিও সে প্রকৃতপক্ষে নম্রচিত্ত ছিল না, কেননা তখনই বিনম্রতা উপস্থিত, যখন বড় একজন নিজেকে ছোট করে; কর-আদায়কারীর মনোভাব আসলে বিনম্রতা বলে গণ্য করা উচিত নয়, তবু তার মনোভাব সত্য বলে স্বীকার্য, কারণ পাপী হওয়ায় তার কথা সত্যকথা ছিল।

কর-আদায়কারীর তুলনায় জঘন্য কেউ থাকতে পারে? সে তো পরের দুর্দশায়ই স্বার্থ খুঁজত, পরের পরিশ্রমে নিজে লাভবান হত, ও পরের দুঃখের দিকে সমবেদনা না দেখিয়ে বরং তার মধ্য দিয়েই অর্থ সঞ্চয় করত। তাই কর-আদায়কারীর পাপ মহাপাপ; ফলে পাপী হয়েও কর-আদায়কারী যখন বিনম্রতা দেখানোতেই এত মহাদান পেল, তখন যে বিনম্র ও ধার্মিক, তার আরও কতই না মহাদান পাবার কথা।

তুমি তোমার পাপ স্বীকার কর ও বিনম্র হও, তবে ধর্মময় বলে পরিগণিত হবে। এখন কি জানতে চাও, তুমি বিনম্র কিনা? তাহলে পলের দিকে তাকাও। যিনি সর্বজাতির শিক্ষাগুরু, আত্মায় পরিপূর্ণ বাণীপ্রচারক, মনোনীত পাত্র, নিরাপদ বন্দর, দুর্বল গঠনের মানুষ হয়েও সারা জগৎ পরিভ্রমণ করলেন ঠিক যেন তাঁর পাখা ছিল, তাঁরই দিকে তাকাও; দেখ কেমন বিনম্রতা ও আত্মত্যাগের মনোভাব নিয়ে নিজেকে মূর্খ ও প্রজ্ঞাপ্রিয়, ধনহীন ও ধনবান বলেন। এই যে তাঁর বিনম্রতার পরিচয়, যখন তিনি বললেন, *প্রেরিতদূতদের মধ্যে আমি সবচেয়ে নগণ্য; এমনকি প্রেরিতদূত নামেরও যোগ্য নই।* এই তো প্রকৃত বিনম্রতা, সবকিছুতে নিজেকে ছোট করা ও নিজেকে সকলের মধ্যে হীনতম বলা। ভেবে দেখ কেমন মানুষ একথা বললেন! তিনি দেহে পরিবৃত হয়েও ছিলেন স্বর্গের সহনাগরিক, মণ্ডলীর স্তম্ভ, স্বর্গীয় পুরুষ! বস্তুতপক্ষে সদ্‌গুণের এমন শক্তি রয়েছে যে, মানুষ স্বর্গদূতে পরিণত হয় ও আত্মা ঠিক যেন পাখা পেয়ে স্বর্গের দিকে ওড়ে। পল এ সদ্‌গুণেরই শিক্ষা দিয়েছেন। এসো, তেমন সদ্‌গুণের অনুকারী হতে চেষ্টা করি।

৩১শ রবিবার

ক বর্ষ - মথি ২৩:১-১২

> সেসময় যীশু ভিড়-করা লোকদের ও শিষ্যদের উদ্দেশ করে বললেন, 'মোশীর আসনে শাস্ত্রীরা ও ফরিসিরা আসীন; সুতরাং তাঁরা তোমাদের যা কিছু বলেন, তা পালন কর ও মেনে চল, কিন্তু নিজেরা যা করেন তা করো না, যেহেতু তাঁরা কথা বলেন, কিন্তু কিছুই করেন না। তাঁরা ভারী ভারী বোঝা বেঁধে লোকদের কাঁধে চাপিয়ে দেন, কিন্তু নিজেরা একটা আঙুল দিয়েও তা সরাতে ইচ্ছুক নন। তাঁরা যা কিছু করেন, দৃষ্টি আকর্ষণ করার জন্যই তা করেন: নিজেদের কবচগুলো ফাঁপিয়ে তোলেন, নিজেদের কাপড়ের ঝালর লম্বা করেন; ভোজে প্রধান স্থান, সমাজগৃহে প্রধান আসন, হাটে-বাজারে শ্রদ্ধাপূর্ণ অভিবাদন, ও লোকদের ওষ্ঠে "রাব্বি" সম্বোধন শুনতে ভালবাসেন। কিন্তু তোমরা নিজেদের "রাব্বি" বলে ডাকতে দিয়ো না, কারণ তোমাদের গুরু একজনমাত্র, আর তোমরা সকলে ভাই; আর পৃথিবীতে কাউকে "পিতা" বলে

সম্বোধন করো না, কারণ তোমাদের পিতা একজনমাত্র, আর তিনি স্বর্গে রয়েছেন; তোমরা নিজেদের "পথদিশারী" বলে ডাকতে দিয়ো না, কারণ তোমাদের পথদিশারী একজনমাত্র, তিনি খ্রীষ্ট। কিন্তু তোমাদের মধ্যে যে বড়, তাকে তোমাদের সেবক হতে হবে; আর যে কেউ নিজেকে উচ্চ করে, তাকে নত করা হবে; আর যে কেউ নিজেকে নত করে, তাকে উচ্চ করা হবে।'

সাধু হর্সিয়েসিউসের পুস্তক, যা তিনি মৃত্যুক্ষণে ভাইদের হাতে তুলে দিলেন **২৩,৩৫,৩৮**

আমরা নিজ প্রাণের রক্ষার উদ্দেশে বিশ্বাসের লোক

ভ্রাতৃগণ, ছোট থেকে মহান পর্যন্ত, ধনবান নির্ধন নির্বিশেষে আমাদের সমান হতে হবে; একাত্মতা ও বিনম্রতায়ও নিখুঁত হতে হবে, যাতে আমাদের বিষয়েও বলা যেতে পারে: *বেশি যে সংগ্রহ করল, তার অতিরিক্ত কিছু হল না; এবং অল্প যে সংগ্রহ করল, তার অভাব হল না।* এমন কেউ যেন না থাকে, যে ভাইকে দরিদ্রতায় দেখেও নিজের অভিলাষ পূরণ করতে ব্যস্ত থাকে, যার ফলে তাকে নবীর এ ভর্ৎসনা-বাণী শুনতে হয়, *একই ঈশ্বর কি আমাদের সৃষ্টি করেননি?* সকলের কি এক পিতা নন? তবে কেন প্রত্যেকে নিজ নিজ ভাইকে পরিত্যাগ করেছে ও আমাদের পিতৃপুরুষদের নিয়ম অপবিত্র করেছে? *যুদা অবিশ্বস্ত হয়েছে, এবং ইস্রায়েলে জঘন্য কাজ সাধিত হয়েছে। ফলে আমি এক নতুন আজ্ঞা তোমাদের দিচ্ছি: আমি তোমাদের যেভাবে ভালবেসেছি, তোমরা পরস্পরকে সেইভাবে ভালবাস: তোমরা যে আমার শিষ্য, এতেই সকলে জানতে পারবে,* প্রেরিতদূতদের কাছে ত্রাণকর্তা প্রভুর এই বাণী অনুসারে আমাদের পরস্পরকে ভালবাসতে হবে, এবং দেখাতে হবে যে, আমরা সত্যি প্রভু যীশুখ্রীষ্টের শিষ্য ও তাঁদেরই অনুগামী, যাঁরা ঐক্যবদ্ধ জীবন ধারণ করতেন।

দিনের বেলায় যে চলে, সে হোঁচট খায় না, রাত্রিবেলায় যে চলে, আলো না পাওয়ায় সে হোঁচট খায়। প্রেরিতদূত বললেন, *আমরা কিন্তু নিজেদের সর্বনাশের উদ্দেশ্যে পিছিয়ে যাওয়ার মানুষ নই, বরং প্রাণ-রক্ষার জন্য বিশ্বাসেরই মানুষ।* এবং অন্যত্র লেখা আছে, *তোমরা সকলে আলোর সন্তান ও ঈশ্বরের সন্তান; আমরা রাত্রিরও নই, অন্ধকারেরও নই।* অতএব, আমরা যখন আলোরই সন্তান, তখন যা যা আলোর, আমাদের তা জানা উচিত ও সমস্ত শুভকর্ম সাধনে আলোর ফলও দেখানো উচিত, কেননা যা প্রকাশ্যে করা হয়, তা-ই আলো। আমরা যদি সমস্ত হৃদয় দিয়ে প্রভুর কাছে ফিরি ও তাঁর পুণ্যজনদের আদেশ ও আমাদের পিতার আজ্ঞা পালন করি, তবে সমস্ত শুভকর্মে উপচে পড়ব। অপর দিকে আমরা যদি দৈহিক অভিলাষ দ্বারা নিজেদের পরাজিত হতে দিই, তাহলে দিনের বেলায়ও ঠিক যেন রাত্রিবেলাতেই উদ্দেশ্যবিহীন ভাবে চলব ও আমাদের চির-আবাসের নগরীতে পৌঁছবার পথ খুঁজে পেতে পারব না: *তারা ক্ষুধার্ত তৃষ্ণার্ত ছিল, মূর্ছা যাচ্ছিল তাদের প্রাণ, কারণ তারা প্রভুর বিধান উপেক্ষা করেছিল ও নবীদের কণ্ঠস্বর শুনল না;* ফলে তারা প্রতিশ্রুত শান্তিতে পৌঁছতে পারল না।

প্রভু এত মঙ্গলময় যে, তিনি আমাদের অবিরতই পরিত্রাণের দিকে আহ্বান করেন: এসো, তাঁর দিকে হৃদয় ফেরাই, *এখন তো তোমাদের ঘুম থেকে জেগে ওঠারই লগ্ন। রাত শেষ হয়ে যাচ্ছে, দিন কাছে এসে গেছে। তাই অন্ধকারের কাজকর্ম পরিত্যাগ ক'রে, এসো, আলোরই উপযোগী রণসজ্জা পরিধান করি। এসো, দিনমানের মত উজ্জ্বলভাবে চলাফেরা করি।* আমার সন্তানেরা, এসো, সর্বাপেক্ষা সমস্ত হৃদয় দিয়ে ঈশ্বরকে ভালবাসি, তারপর, ত্রাণেশ্বরের আজ্ঞা স্মরণ করে

একে অপরকে ভালবাসি : *আমি তোমাদের জন্য শান্তি রেখে যাচ্ছি, আমারই শান্তি তোমাদের দান করছি—জগৎ যেভাবে তা দান করে থাকে, আমি সেভাবে তা তোমাদের দান করি না। এই আজ্ঞা দু'টোর উপরেই সমস্ত বিধান ও নবী-পুস্তক ভর করে আছে।*

খ বর্ষ - মার্ক ১২:২৮-৩৪

একদিন শাস্ত্রীদের একজন যীশুর কাছে এসে এই প্রশ্ন রাখলেন, 'সকল আজ্ঞার মধ্যে কোন্‌টা প্রথম?' তিনি তাঁকে বললেন, 'প্রথমটা এই : হে ইস্রায়েল, শোন ; আমাদের ঈশ্বর প্রভু একমাত্র প্রভু ; আর তুমি তোমার ঈশ্বর প্রভুকে তোমার সমস্ত হৃদয় দিয়ে, তোমার সমস্ত প্রাণ দিয়ে, তোমার সমস্ত মন দিয়ে ও তোমার সমস্ত শক্তি দিয়ে ভালবাসবে ; আর দ্বিতীয়টা এ : তুমি তোমার প্রতিবেশীকে নিজের মত ভালবাসবে। এই আজ্ঞা দু'টোর চেয়ে বড় আর কোন আজ্ঞা নেই।'

সেই শাস্ত্রী তাঁকে বললেন, 'ঠিক কথা, গুরু, আপনি যা বলেছেন তা সত্য : তিনি এক, এবং তিনি ছাড়া অন্য দেবতা নেই ; তাঁকে সমস্ত হৃদয় দিয়ে, সমস্ত বুদ্ধি দিয়ে ও সমস্ত শক্তি দিয়ে ভালবাসা এবং প্রতিবেশীকে নিজের মত ভালবাসা সমস্ত আহুতি ও বলিদানের চেয়ে শ্রেষ্ঠ।' তিনি সুবিবেচিত উত্তর দিয়েছেন দেখে যীশু তাঁকে বললেন, 'ঈশ্বরের রাজ্য থেকে আপনি দূরে নন।' এরপরে তাঁর কাছে কোন প্রশ্ন রাখার সাহস আর কারও হল না।

সাধু আগস্তিনের উপদেশাবলি **১৪:১-২**

ভালবাসায় বৃদ্ধি পেতে পেতে প্রাণ ভয় থেকে নিজেকে মুক্ত করে

তোমাদের হৃদয় পবিত্র পাঠের উপদেশে ও ঈশ্বরের বাণীতে দৈনন্দিন পরিপুষ্ট, একথা আমরা জানি ; তথাপি যে ভালবাসায় আমরা পরস্পর উদ্দীপ্ত, সেই ভালবাসার খাতিরে আমাদের পক্ষে নিজেদের মধ্যে ঐশপ্রেম বিষয়ে একটু কথা বলা বাঞ্ছনীয় মনে করি। আর ঐশপ্রেম বিষয়ে ছাড়া অন্য কোন্ বিষয়েই বা আমি তোমাদের সঙ্গে কথা বলব? কেননা ঐশপ্রেম সম্বন্ধে কেউ যদি কথা বলতে চায়, তাহলে কোন্ কোন্ পাঠ বেছে নেবে, তার এমন সমস্যাও নেই : প্রতিটি পৃষ্ঠাই সেই কথা বলে। এবিষয়ে প্রভু নিজেই যে সাক্ষ্যদান করেন, তা সুসমাচারে প্রমাণিত ; বাস্তবিকই যখন তাঁকে জিজ্ঞাসা করা হল বিধানের সবচেয়ে মহা আজ্ঞা কী, তিনি উত্তর দিলেন, *তুমি তোমার ঈশ্বর প্রভুকে তোমার সমস্ত হৃদয় দিয়ে, তোমার সমস্ত প্রাণ দিয়ে ও তোমার সমস্ত মন দিয়ে ভালবাসবে, ও তোমার প্রতিবেশীকে নিজের মত ভালবাসবে।* আর যাতে আমরা পবিত্র শাস্ত্রে অন্য কিছুর অনুসন্ধান না করি, এজন্য তিনি বলে চললেন, *এই আজ্ঞা দু'টোর উপরেই সমস্ত বিধান ও নবী-পুস্তক ভর করে আছে।* যখন বিধান ও নবী-পুস্তক এ দু'টি আজ্ঞার উপরে নির্ভর করে আছে, তখন সুসমাচার তার উপরে আর কতই না নির্ভর করবে? ভালবাসা মানুষকে নবীভূত করে : অর্থলালসা যেমন মানুষকে নবীনতা থেকে বঞ্চিত করে, তেমনি ভালবাসা তাকে নবীকৃত করে। এজন্য অর্থলালসার জ্বালায় ভুগতে ভুগতে সামসঙ্গীত-রচয়িতা বলেন, *দুর্বল হয়ে আসি আমার বিরোধীদের মধ্যে।*

ভালবাসা নবমানুষের অধিকার, একথা প্রভু নিজেই এভাবে ব্যক্ত করেন : *আমি এক নতুন আজ্ঞা তোমাদের দিচ্ছি, তোমরা পরস্পরকে ভালবাস।* ফলে যখন বিধান ও নবী-পুস্তক ভালবাসার উপরে নির্ভর করে আছে, অর্থাৎ সমস্ত পুরাতন নিয়মই তার উপর নির্ভর করে আছে, তখন যা সুস্পষ্ট

ভাবে নূতন নিয়ম বলে অভিহিত, সেই সুসমাচার ভালবাসার উপরে কতই না নির্ভর করার কথা! বস্তুত প্রভু 'তোমরা পরস্পরকে ভালবাস' কেবল এই আজ্ঞাটি কি নিজেরই আজ্ঞা বলে ঘোষণা করেননি? তিনি আজ্ঞাটি নতুন বলেছেন, তিনি আমাদের নবমানুষ করে তুলে আমাদের নবীকরণের উদ্দেশ্যেই এলেন, এবং তিনি এমন নতুন উত্তরাধিকার প্রতিশ্রুত হলেন যা চিরন্তন।

অথচ সেই সময়েও এমন লোক ছিল যারা ঈশ্বরকে ভালবাসত, ও তাঁর পবিত্র বাসনায় হৃদয় শুদ্ধ করে নিঃস্বার্থভাবেই তাঁকে ভালবাসত; তারা হল সেই সকল ব্যক্তি যারা প্রাচীন প্রতিশ্রুতির পরদা সরিয়ে দিয়ে ভাবী নূতন নিয়মের কথা অন্তরে অনুভব ক'রে উপলব্ধি করল যে, পুরাতন নিয়মে যা কিছু পুরাতন মানুষের অনুসারে আদিষ্ট ও প্রতিশ্রুত হয়েছিল, তা সেই নূতন নিয়মেরই পূর্বচিহ্ন ছিল, যে সন্ধি প্রভুর চরমকালে বাস্তবায়িত করার কথা। এক্ষেত্রে প্রেরিতদূত স্পষ্টভাবে বলেন, *এই সমস্ত কিছু তাঁদের প্রতি ঘটেছিল দৃষ্টান্ত হিসাবেই, এবং আমাদেরই চেতনার জন্য তা লিখে রাখা হল—এই আমাদের, যাদের পক্ষে যুগের সমাপ্তি লগ্ন কাছে এসে পড়েছে।* সুতরাং, সেই দৃষ্টান্তগুলোতে নূতন নিয়মেরই পূর্বাভাস ও পূর্বপ্রচার ঘটছিল।

নূতন নিয়মের কাল এসে উপস্থিত হলে শুভসংবাদ প্রকাশ্যে প্রচারিত হতে লাগল, আর সেই দৃষ্টান্তগুলোর এমন ব্যাখ্যা দেওয়া হল যাতে প্রাচীন প্রতিশ্রুতির আলোতে নূতন নিয়মের কথা উপলব্ধি করা যায়। বাস্তবিকই সেই মোশী পুরাতন নিয়মের মানুষ হয়েও নূতন নিয়মের কথা উপলব্ধি করতেন: দৈহিক জাতির কাছে পুরাতন নিয়মের কথা প্রচার করতেন, কিন্তু আত্মিক যে তিনি, নূতন নিয়মেরই কথা উপলব্ধি করতেন। অপর দিকে প্রেরিতদূতেরা ছিলেন নূতন নিয়মেরই নবী ও বাণীসেবক, তবু এ অর্থে নয় যে, তাঁদের যা প্রচার করার কথা, তা পুরাতন নিয়মে ছিল না।

সুতরাং ভালবাসা উভয় সন্ধিতে উপস্থিত; কিন্তু প্রথমটায় ভালবাসা একটু আবৃত ও ভয় অধিক প্রকাশ্য; দ্বিতীয়টায় ভয়ের চেয়ে ভালবাসাই প্রকাশ্য। কেননা ভালবাসা যত বৃদ্ধি পায়, ভয় তত হ্রাস পায়। ফলে ভালবাসায় বৃদ্ধি পেতে পেতে প্রাণ ভয় থেকে নিজেকে মুক্ত করে; একথা প্রেরিতদূত যোহন সপ্রমাণ করে বললেন: *সিদ্ধ ভালবাসা ভয়কে দূরে সরিয়ে দেয়।*

গ বর্ষ - লুক ১৯:১-১০

একদিন, যেরিখোতে প্রবেশ করে যীশু শহরের মধ্য দিয়ে যাচ্ছিলেন, আর হঠাৎ জাখেয় নামে একজন লোক—সে ছিল প্রধান কর-আদায়কারী ও নিজে ধনী লোক—যীশু কে তা দেখবার চেষ্টা করছিল, কিন্তু ভিড়ের কারণে পারছিল না, কেননা খাটো মানুষ ছিল। তাই আগে ছুটে গিয়ে সে তাঁকে দেখবার জন্য একটা ডুমুরগাছে উঠল, কারণ তাঁকে ওই পথ দিয়ে যেতে হচ্ছিল।

যীশু যখন সেই স্থানে এসে পৌঁছলেন, তখন উপরের দিকে তাকিয়ে তাকে বললেন, 'জাখেয়, শীঘ্র নেমে এসো, কারণ আমাকে আজ তোমার বাড়িতে থাকতে হবে।' সে শীঘ্র নেমে এল, এবং সানন্দে তাঁকে অভ্যর্থনা জানাল। তা দেখে সকলে গজগজ করে বলতে লাগল, 'ইনি একটা পাপীর ঘরে উঠলেন!' কিন্তু জাখেয় দৃঢ়তার সঙ্গে প্রভুকে বলল, 'প্রভু, দেখুন, আমার অর্ধেক সম্পত্তি আমি গরিবদের দিয়ে দিচ্ছি; আর যদি কখনও ঠকিয়ে কারও কিছু নিয়ে থাকি, তার চতুর্গুণ ফিরিয়ে দিচ্ছি।' তখন যীশু তার বিষয়ে বললেন, 'আজ এই বাড়িতে পরিত্রাণ প্রবেশ করেছে, কারণ এই লোকটিও আব্রাহামের সন্তান। বাস্তবিকই, যা হারানো ছিল, তা খুঁজতে ও পরিত্রাণ করতেই মানবপুত্র এসেছেন।'

যোহন ইউস্তুস লাণ্ড্সবের্গের উপদেশ **গির্জা-উৎসর্গ উপলক্ষে**

প্রকৃত মনপরিবর্তন

প্রকৃত মনপরিবর্তন পাপের সকল শিকড় ছেটে দেয়। অনেকের পক্ষে অর্থলালসাই পাপের মূলকারণ। তা উৎপাটন করার জন্য জাখেয় প্রতিশ্রুতি দেয়, সে গরিবদের প্রয়োজনের জন্য অর্ধেক সম্পত্তি দান করবে, ও *আমি যদি কখনও ঠকিয়ে কারও কিছু নিয়ে থাকি, তার চতুর্গুণ ফিরিয়ে দিচ্ছি।*

তুমি কি দেখতে পাচ্ছ, খ্রীষ্ট দ্বারা আলোকিত হয়ে জাখেয় সহসা কতই না অগ্রসর হয়েছে? তাছাড়া নিন্দুকদের বিরুদ্ধে খ্রীষ্টকে রক্ষা করার জন্য ও নিজের প্রতি তিনি কেমন প্রজ্ঞার সঙ্গে ব্যবহার করেছিলেন তা দেখাবার জন্য সে নিজের সঙ্কল্প প্রকাশ্যেই ঘোষণা করতে চাইল; হ্যাঁ, খ্রীষ্ট তাকে কর-আদায়কারীর মত অবজ্ঞা করে এড়াননি, বরং মঙ্গলভাব দেখিয়ে ও তার বাড়িতে নিজেকে নিমন্ত্রিত করে তাকে এত মহান ও আকস্মিক পরিবর্তনে তপস্যা ও মনপরিবর্তনের দিকে চালিত করেছিলেন যে, অতীতে সে যেমন অর্থলোভী হয়েছিল, তেমনি এখন সবকিছু ত্যাগ করতে বাসনা করছে। বস্তুতপক্ষে সে ভবিষ্যতেই গরিবদের হাতে সম্পত্তি দেবে ও ভবিষ্যতেই অন্যায়-অর্থ ফিরিয়ে দেবে এমন নয়, এখনই তা করতে দৃঢ়সঙ্কল্প: *দেখুন, আমি দিয়ে দিচ্ছি, আমি ফিরিয়ে দিচ্ছি।* ভিক্ষাদান করছি, যা চুরি করেছি তা ফিরিয়ে দিচ্ছি। আর ভিক্ষাদান যেন ঈশ্বরের গ্রহণীয় হয় যদিও আগে যা চুরি করা হয়েছে তা ফিরিয়ে দেওয়া প্রয়োজন, তবু এক্ষেত্রে, যা দাতব্য শুধু নয়, যা দানশীলতার খাতিরে দান করতে পারত ও দান করতে চাইত তাও দেবার তৎপরতা দেখাতে গিয়ে সে আগে ভিক্ষাদানের কথা, পরেই ফিরিয়ে দেওয়ার কথা বলে। *যীশু তার বিষয়ে বললেন: আজ এই বাড়িতে পরিত্রাণ প্রবেশ করেছে, কারণ এই লোকটিও আব্রাহামের সন্তান। বাস্তবিকই, যা হারানো ছিল, তা খুঁজতে ও পরিত্রাণ করতেই মানবপুত্র এসেছেন।*

'এই গৃহে' সাধিত পরিত্রাণের কথা ঘোষণা করায় খ্রীষ্ট জাখেয়ের আত্মাকেই ইঙ্গিত করতে অভিপ্রায় করেন, যে আত্মা বাসনা ও মঙ্গল-ইচ্ছায় আসক্তি দ্বারা, ভালবাসা ও বাধ্যতা দ্বারা পরিত্রাণ পেয়েছে; আর তেমন আত্মাকেই প্রভু ঈশ্বরের গৃহ বলে অভিহিত করেন, কারণ তার মধ্যে ঈশ্বর বাস করেন—বাস্তবিকই যীশু তা-ই পরিত্রাণ করতে এলেন যা হারানো ছিল। আর এজন্য তিনি তাদেরই সঙ্গে থাকতে চাইলেন, যাদের তিনি জানতেন নিজ সহায়তার অভাবী ও পরিত্রাণের অন্বেষী।

যারা গজ গজ করছিল, তাদের উদ্দেশ করে তিনি ঠিক যেন বললেন, আমি পাপী মানুষের সঙ্গে কথা বলায় ও নিমন্ত্রিত না হয়েও তার বাড়িতে নিজেকে নিমন্ত্রিত করায় আমার বিরুদ্ধে তোমাদের এত উত্তেজনা কেন? পাপীরা নিজেদের পাপে থাকবে এজন্য নয়, তারা মনপরিবর্তন করে আমাতে জীবন পাবে এজন্যই আমি এ জগতে এসেছি! পাপী আজ পর্যন্ত যা করে এসেছে, আমি তার দিকে তাকাই না, বরং সে এখন থেকে যা করবে তা-ই ধরি। তাকে আমি আমার অনুগ্রহ ও বন্ধুত্ব নিবেদন করি—তোমরা ইচ্ছা করলে, তোমাদেরও তা নিবেদন করব। সে যখন আমার অনুগ্রহ ও বন্ধুত্ব গ্রহণ করে আমার কাছে এসে পাপী যে ছিল ধার্মিক হয়ে ওঠে, তখন আমি যে তার বাড়িতে গিয়েছি এর জন্য তোমরা আমাকে নিন্দা কর কেন? যে পাপী ছিল, সে যখন ঈশ্বরের বন্ধু হয়েছে, তখন তোমরা তাকে ধূর্ত বলে বিচার কর কেন? কেননা সে তো আব্রাহামেরই সন্তান—তাঁর বংশের মানুষ ব'লে নয়, কিন্তু ভক্তপ্রাণ আব্রাহামের বিশ্বাসের অনুকারী হয়েছে ব'লে!

আমাদের প্রভু যীশুখ্রীষ্ট এমনটি দেন, আমরা যেন তাঁকে জানতে পারি, তাঁকে ভালবাসতে পারি, তাঁর উপর ভরসা রাখতে পারি, যা ঈশ্বরের ইচ্ছার গ্রহণীয় ও আমাদের পরিত্রাণে বাধা দেয় না, তা ছাড়া যেন আমরা অন্য কিছুতে আসক্ত ও আকর্ষিত না হই। তিনি যুগযুগ ধরে ধন্য! আমেন।

৩২শ রবিবার

ক বর্ষ - মথি ২৫:১-১৩

> সেসময় যীশু তাঁর শিষ্যদের এই উপমা-কাহিনী শোনালেন, 'স্বর্গরাজ্যের ভাবী অবস্থা এমন দশজন যুবতী কুমারীর সঙ্গে তুলনা করা যায়, যারা নিজ নিজ প্রদীপ নিয়ে বরের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে বেরিয়ে পড়ল। তাদের মধ্যে পাঁচজন ছিল নির্বোধ ও পাঁচজন ছিল বুদ্ধিমতী। নির্বোধ যারা, তারা নিজ নিজ প্রদীপ নিল বটে, কিন্তু সঙ্গে করে তেল নিল না; অপরদিকে বুদ্ধিমতী যারা, তারা নিজ নিজ প্রদীপের সঙ্গে পাত্রে করে তেলও নিল। বর দেরি করায় সকলের ঝিমুনি ধরল ও তারা ঘুমিয়ে পড়ল। কিন্তু মাঝরাতে রব উঠল, দেখ, বর! তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে বেরিয়ে পড়! তখন সেই যুবতীরা সকলে জেগে উঠল, ও নিজ নিজ প্রদীপ ঠিক ঠাক করল। আর নির্বোধেরা বুদ্ধিমতীদের বলল, তোমাদের তেল থেকে আমাদের খানিকটা দাও, আমাদের প্রদীপ যে নিভে যাচ্ছে। কিন্তু বুদ্ধিমতীরা উত্তরে বলল, হয় তো তোমাদের ও আমাদের জন্য কুলোবে না; তোমরা বরং দোকানদারদের কাছে গিয়ে নিজেদের জন্য তেল কিনে নাও। তারা কিনতে গিয়েছিল, এর মধ্যে বর এসে উপস্থিত হলেন। যারা প্রস্তুত ছিল, তারা তাঁর সঙ্গে বিবাহ-বাড়িতে প্রবেশ করল, আর দরজা বন্ধ করা হল। শেষে অন্য সকল যুবতীরাও এল। তারা বলতে লাগল, প্রভু, প্রভু, আমাদের জন্য দরজা খুলে দিন। কিন্তু তিনি উত্তরে বললেন, তোমাদের সত্যি বলছি, আমি তোমাদের চিনি না। সুতরাং জেগে থাক, কেননা তোমরা সেই দিন বা সেই ক্ষণ জান না।'

নাজিয়াঞ্জুসের সাধু গ্রেগরির উপদেশাবলি **উপদেশ ৪০:৪৬**

এসো, বিশ্বাসের উজ্জ্বল প্রদীপ নিয়ে বর-খ্রীষ্টের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে বেরিয়ে পড়ি

দীক্ষাস্নান গ্রহণ করার পর তুমি মহাগির্জার সামনে থেমেছিলে: সেই থামাটা ভাবী জীবনের গৌরবের প্রতীক; তুমি যে সামসঙ্গীত গানে গানে গৃহীত হয়েছিলে, তা সেই সমবেত কণ্ঠের গানের পূর্বাভাস; যে প্রদীপ জ্বালিয়েছিলে, তা সেই আলোর পূর্বদৃষ্টান্ত, যে আলোতে আমরা উজ্জ্বল কুমারীর মত বিশ্বাসের উজ্জ্বল প্রদীপ নিয়েই বর-খ্রীষ্টের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে বেরিয়ে পড়ব—পাছে এমনটি ঘটে যে, আমরা অলসতা ও শিথিলতা বশত নিদ্রাগত হলে ও আমাদের অজান্তে তিনিই অপ্রত্যাশিত ভাবে এসে পড়েন যাঁর আগমনের প্রতীক্ষায় আছি, যার ফলে শুভকর্মের তেলের অভাবী হয়ে আমরা বাসর থেকে বঞ্চিত হই। কেননা আমি সেই দুঃখজনক ও লজ্জাকর ঘটনা কল্পনা করতে পারি: তাঁর সঙ্গে সাক্ষাতের রব উঠলেই তিনি এসে পড়বেন; আর তখনই বুদ্ধিমতী সকল প্রাণ নিজ নিজ উজ্জ্বল প্রদীপ ও প্রচুর খাদ্য নিয়ে তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে বেরিয়ে যাবে; কিন্তু যাদের তেল যথেষ্ট, অপর সকল প্রাণ তাদের কাছে তা অসময়ে চাইতে চাইতে অস্থির হয়ে উঠবে। তিনি কিন্তু শীঘ্রই প্রবেশ করবেন, ও তাঁর সঙ্গে বুদ্ধিমতীরাও প্রবেশ করবে; কিন্তু যে যে বুদ্ধিহীন প্রাণ প্রদীপ ঠিক করার জন্য প্রবেশের সময় পর্যন্ত অপেক্ষা করেছিল, তারা বঞ্চিত হয়ে ও

নিজেদের অলসতা ও শিথিলতার ফলে কীবা হারিয়েছে তা অধিক দেরি করেই বুঝে হাহাকার করবে। তারা যতই যাচনা ও মিনতি করবে না কেন, বাসরে প্রবেশ করতে আর কখনও পারবে না, কারণ নিজেদের দোষেই প্রবেশাধিকার থেকে নিজেদের বঞ্চিত করল।

আরও, তোমরা যেন তাদেরও মত না হও, যারা, উত্তম বরের জন্য উত্তম পিতা যে বিবাহোৎসবের আয়োজন করেছিলেন, তাতে যোগ দিতে অসম্মত হয়েছিল কারণ সম্প্রতিকালে নিজেরাই বিবাহ করেছিল বা একখণ্ড জমি বা এক জোড়া বলদ সবেমাত্রই কিনেছিল। সেসময়ে গর্বোদ্ধত ও দাম্ভিকের জন্য স্থান থাকবে না, অলস ও শিথিলের জন্যও নয়; আর তার জন্যও নয়, যার পোশাক বিবাহোৎসবের অযোগ্য ও উপযুক্ত নয়—যদিও সে এ জীবনকালে নিজেকে সেই মর্যাদার যোগ্য বলে গণ্য করেছিল ও অসার প্রত্যাশায় নিজেকে প্রবঞ্চিত ক'রে অন্য সকলের মধ্যে অযথাই প্রবেশ করেছিল।

তারপর কী হবে? আমরা তাঁর সঙ্গে প্রবেশ করলে বর ভালই জানেন তিনি কী প্রকাশ করতে যাচ্ছেন ও কেমন করে সেই আত্মাদের সঙ্গে বাস করবেন যারা তাঁর সঙ্গে প্রবেশ করেছে। আমি মনে করি, তিনি তাদের সঙ্গে বসে সর্বোচ্চ ও পবিত্রতম রহস্য প্রকাশ করবেন। আহা, এমনটি দেওয়া হোক, আমরা যারা তোমাদের উপদেশ দিচ্ছি ও তোমরা যারা শুনছ, এই আমরা সকলে যেন আমাদের প্রভু সেই খ্রীষ্টে তাদের সহভাগী হতে পারি! তাঁর গৌরব ও পরাক্রম হোক যুগে যুগান্তরে। আমেন।

খ বর্ষ - মার্ক ১২:৩৮-৪৪

> একদিন, উপদেশ দানকালে, যীশু জনতাকে বললেন, 'শাস্ত্রীদের বিষয়ে সাবধান: তাঁরা লম্বা লম্বা পোশাকে ঘুরে বেড়াতে পছন্দ করেন, হাটে-বাজারে শ্রদ্ধাপূর্ণ অভিবাদন, সমাজগৃহে প্রধান আসন ও ভোজসভায় প্রধান স্থান পেতে ভালবাসেন। তাঁরা বিধবাদের বিষয়-সম্পত্তি গ্রাস করেন, আর ভান করে লম্বা লম্বা প্রার্থনা করেন—তাঁরা বিচারে গুরুতর শাস্তি পাবেন।'
>
> কোষাগারের সামনে বসে তিনি লক্ষ করছিলেন, লোকে বাক্সে কীভাবে টাকাপয়সা দিয়ে যাচ্ছে; অনেক ধনী লোক তার মধ্যে যথেষ্ট টাকা ফেলে যাচ্ছিল। পরে গরিব একটি বিধবা এসে দু'টো ক্ষুদ্র মুদ্রা বাক্সে ফেলল যার মূল্য দশ পয়সার মত। তখন তিনি নিজের শিষ্যদের কাছে ডেকে বললেন, 'আমি তোমাদের সত্যি বলছি, তাদের সকলের চেয়ে এই গরিব বিধবাই বেশি দিল; কেননা অন্য সকলে নিজ নিজ বাড়তি ধন থেকে কিছু কিছু দিয়েছে, কিন্তু সে নিজের চরম দরিদ্রতায় তার যা কিছু ছিল, তার জীবন সর্বস্বই দিয়ে দিল।'

নোলার সাধু পাউলিনুসের পত্রাবলি **পত্র ৩৪:২-৪**

যিনি গরিবদের মধ্য দিয়ে গ্রহণ করেন, এসো, তাঁকেই মুক্তহস্তে দান করি

প্রেরিতদূত একথা বলেন, *তোমার এমন কীবা আছে, যা পাওনি?* এজন্য, হে প্রিয়জনেরা, আমরা যেন কৃপণ না হই, আমাদের সম্পদ ঠিক যেন আমাদেরই; কিন্তু ধার নেওয়া সম্পদের মত তার সুদ বাড়াতে ব্যস্ত থাকি। কেননা আমাদের হাতে যা ন্যস্ত করা হয়েছে, তা হল সাধারণ মঙ্গলদানগুলোর সুব্যবস্থা ও সাময়িক উপভোগ, ব্যক্তিগত একটা সম্পদের চিরকালীন দখল দেওয়া হয়নি। পৃথিবীতে তুমি তেমন সম্পদ সাময়িক বলে গণ্য করলে, তবে স্বর্গে তা চিরকালের মতই

ভোগ করতে পারবে। তাদেরই কথা স্মরণ কর, যারা, সুসমাচারের বিবরণ অনুসারে, প্রভুর কাছ থেকে টাকা পেয়েছিল, আর গৃহকর্তা ফিরে এলে তাঁর কাছ থেকে প্রতিদান বলে কী কী পেয়েছিল; তবেই উপলব্ধি করবে যে, পুঁজির বৃদ্ধি ইচ্ছা করলে, অনুর্বর বিশ্বাস দ্বারা তা অকেজো রাখার চেয়ে প্রভুর বেদির উপরে অর্থ নিবেদন করাই লাভজনক; কেননা প্রভুর জন্য বিনা সুদে রক্ষা করা সেই পুঁজি আসলে বড় অপব্যয়—পুঁজিটা দাসের পক্ষে অনর্থক হল, তাছাড়া এভাবে তা রক্ষা করার ফলে তার নিজের দণ্ডও হল।

এসো, সেই বিধবার কথাও স্মরণ করি, যে গরিবদের প্রতি ভালবাসার খাতিরে নিজের কথা ভুলে গিয়ে তার সর্বস্বই নিবেদন করল; বিচারক নিজে বললেন, বিধবাটি ভবিষ্যতের কথাই চিন্তা করছিল। অন্যরা তাদের বাড়তি থেকেই অর্থ দান করছিল; অপর দিকে সেই যে বিধবাটি, যে হয় তো গরিবদের চেয়েও গরিব ছিল কারণ সেই দুই পয়শাই ছিল তার সর্বস্ব, অথচ সকল ধনীর চেয়ে উদারমনা ছিল কারণ কেবল শাশ্বত পুরস্কারের ঐশ্বর্যই বাসনা করছিল ও নিজের জন্য কেবল স্বর্গীয় ধনেরই আকাঙ্ক্ষা করছিল, সেই বিধবাটি যে সম্পদ মাটি থেকে আসে ও মাটির কাছে ফিরে যায় তা প্রত্যাখ্যান করল। অদৃশ্য মঙ্গল পাবার উদ্দেশ্যে সে নিজের সর্বস্ব নিবেদন করল; অবিনশ্বর বিষয় লাভ করার উদ্দেশ্যে নশ্বর যত কিছু অর্পণ করল। ভাবী পুরস্কার লাভের জন্য ঈশ্বর যে নিয়ম স্থির করেছেন, সেই দুর্ভাগা তা অবজ্ঞা করেনি, আর এজন্য স্বয়ং বিধানকর্তা তার কথা ভুলে যাননি, এমনকি বিশ্ববিচারক আগে থেকে তার বিষয়ে রায় ঘোষণা করে সুসমাচারে বললেন যে, বিচারের দিনে তিনি তাকে মালায় ভূষিত করবেন।

সুতরাং এসো, তাঁর নিজের দানগুলো তাঁকে দান করে ঈশ্বরকে ধার করি; বস্তুত আমাদের এমন কিছুই নেই যা তিনি নিজেই আগে থেকে না দিয়েছেন, এমনকি তাঁর ইচ্ছার একটা ইঙ্গিত মাত্র যদি না থাকত আমাদের জন্মও হত না। আর সর্বোপরি আমরা কেমন করে নিজস্ব কিছুর অধিকারী নিজেদের মনে করতে পারি, যখন আমরা নিজেরাই নিজেদের নই? বাস্তবিকই আমরা ঈশ্বরের কাছে বিশেষভাবেই ঋণী, তিনিই আমাদের সৃষ্টি করেছেন এজন্য শুধু নয়, বরং এজন্যও যে, তিনি মূল্য দিয়ে আমাদের মুক্ত করলেন। তথাপি এসো, আনন্দ করি, কারণ স্বয়ং প্রভুর মহামূল্যবান রক্তমূল্যেই আমাদের কেনা হয়েছে, তাতে আমরা দাসের মত মূল্যহীন বস্তু আর নই, কেননা ঐশবিধান থেকে স্বাধীন হওয়া এমন স্বাধীনতা, যা দাসত্বের চেয়েও হীনতম। হ্যাঁ, তেমন স্বাধীন ব্যক্তি শয়তানের ক্রীতদাস ও মৃত্যুর বন্দি।

অতএব এসো, প্রভুর কাছে তাঁর নিজের দানগুলো ফিরিয়ে দিই; যিনি সমস্ত গরিবদের মধ্য দিয়ে গ্রহণ করে থাকেন, তাঁকেই মুক্তহস্তে দান করি; আবার বলছি, আনন্দের সঙ্গেই দান করি, যাতে তাঁর প্রতিশ্রুতি অনুসারে *সানন্দে চিৎকার করতে করতেই ফসল সংগ্রহ করতে* পারি।

গ বর্ষ - লুক ২০:২৭-৩৮

> একদিন কয়েকজন সাদুকি যীশুর কাছে এগিয়ে এলেন—তাঁদের মতে পুনরুত্থান নেই। তাঁরা তাঁর কাছে এই প্রশ্ন রাখলেন, 'গুরু, মোশী আমাদের জন্য লিখেছেন, কারও ভাই যদি স্ত্রী রেখে নিঃসন্তান হয়ে মরে, তবে তার ভাই সেই স্ত্রীকে গ্রহণ করে নিজের ভাইয়ের জন্য বংশ উৎপন্ন করবে। আচ্ছা, সাত ভাই ছিল: বড় ভাই একটি স্ত্রী নিল, এবং সন্তান না রেখে মারা গেল। পরে দ্বিতীয় ও তৃতীয় ভাই সেই স্ত্রীকে নিল; এভাবে সাত ভাই কোন সন্তান না রেখে মরল; শেষে সেই স্ত্রীও মারা গেল। তাই পুনরুত্থানের সময়ে

তাদের মধ্যে সে কার্ স্ত্রী হবে? তারা সাতজনেই তো তাকে বিবাহ করেছিল।'

যীশু তাঁদের বললেন, 'এই সংসারের মানুষেরা বিবাহও করে, আবার তাদের বিবাহ দেওয়া হয়। কিন্তু যারা সেই পরলোকের যোগ্য ও মৃতদের মধ্য থেকে পুনরুত্থানেরও যোগ্য বলে গণ্য হয়েছে, তারা বিবাহও করে না, তাদের বিবাহও দেওয়া হয় না। তাদের আর মৃত্যু হতে পারে না, কেননা তারা দূতদের মত, এবং পুনরুত্থানের সন্তান হওয়ায় তারা ঈশ্বরের সন্তান। আরও, মৃতেরা যে পুনরুত্থান করে, তা মোশীও ঝোপের কাহিনীতে দেখিয়েছিলেন; কারণ তিনি প্রভুকে আব্রাহামের ঈশ্বর, ইসায়াকের ঈশ্বর ও যাকোবের ঈশ্বর বলে ডাকেন: ঈশ্বর তো মৃতদের ঈশ্বর নন, জীবিতদেরই ঈশ্বর; কেননা তাঁর কাছে সকলেই জীবিত।'

সাধু ইরেনেউস-লিখিত 'ভ্রান্তমতের বিরুদ্ধে' **৪র্থ পুস্তক ৫:১-৫:৪**

আমিই পুনরুত্থান ও জীবন

যারা পুনরুত্থানের কথা অস্বীকার করত ও এজন্য ঈশ্বরকে অপমান করত ও বিধান তুচ্ছ করত, সেই সাদুকিদের উত্তর দিতে গিয়ে আমাদের প্রভু ও সদ্‌গুরু পুনরুত্থান সপ্রমাণ করলেন ও ঈশ্বরকে প্রকাশ করলেন; তিনি তাদের বলেছিলেন: *আপনারা শাস্ত্রও জানেন না ও ঈশ্বরের পরাক্রমও জানেন না বিধায় নিজেদের ভোলাচ্ছেন। মৃতদের পুনরুত্থান বিষয়ে ঈশ্বর নিজে আপনাদের যা বলেছেন, তা কি আপনারা পড়েননি? তিনি তো বলেন, আমি আব্রাহামের ঈশ্বর, ইসায়াকের ঈশ্বর ও যাকোবের ঈশ্বর।* তারপর তিনি বলে চলেছিলেন, *ঈশ্বর তো মৃতদের ঈশ্বর নন, জীবিতদেরই ঈশ্বর; কেননা তাঁর কাছে সকলেই জীবিত।* এ বাণীর মধ্য দিয়ে তিনি প্রকাশ করলেন যে, যিনি ঝোপের ভিতর থেকে মোশীর কাছে কথা বলেছিলেন ও নিজেকে পিতৃপুরুষদের ঈশ্বর বলে প্রকাশ করেছিলেন, তিনি জীবিতদেরই ঈশ্বর। বস্তুতপক্ষে যিনি সেই ঈশ্বর যাঁর ঊর্ধ্বে অন্য ঈশ্বর নেই, তিনি ছাড়া কেইবা সেই জীবিতদের ঈশ্বর? তাঁরই কথা নবী দানিয়েল প্রচার করেছিলেন যখন পারস্যরাজ সাইরাস *তুমি বেলের উদ্দেশে কেন প্রণিপাত কর না* জিজ্ঞাসা করলে উত্তরে বলেছিলেন, কারণ *আমি মানুষের হাতে তৈরী মূর্তির পূজা করি না, কেবল সেই জীবনময় ঈশ্বরকে পূজা করি, যিনি আকাশ ও পৃথিবীর স্রষ্টা ও সমস্ত প্রাণীর প্রভু,* তারপর তিনি বলে চলেছিলেন, *আমি আমার ঈশ্বর প্রভুর উদ্দেশে প্রণিপাত করি, তিনিই জীবনময় ঈশ্বর।*

সুতরাং যিনি জীবনময় ঈশ্বর বলে নবীদের দ্বারা পূজিত ছিলেন, তিনিই জীবিতদের ঈশ্বর; আর যিনি মোশীর কাছে কথা বললেন, সাদুকিদের উত্তর দিলেন, পুনরুত্থান দান করলেন ও সেই অন্ধদের কাছে উভয় বিষয় সপ্রমাণ করলেন, অর্থাৎ পুনরুত্থান ও ঈশ্বরকে দেখালেন, ঈশ্বরের সেই বাণীও ঈশ্বর। অতএব তিনি যদি মৃতদের নয়, জীবিতদেরই ঈশ্বর, তাহলে তিনি যে নিদ্রাগত পিতৃপুরুষদের ঈশ্বর বলে অভিহিত, সেই পিতৃপুরুষেরা নিঃসন্দেহে ঈশ্বরের কাছে জীবিত, ও *পুনরুত্থানের সন্তান হওয়ায়* তাঁরা মরেননি। তবে আমাদের স্বয়ং প্রভুই পুনরুত্থান, তিনি নিজে যেভাবে বললেন, *আমিই পুনরুত্থান ও জীবন।* আর সেই পিতৃপুরুষেরা হলেন তাঁর সন্তান, কেননা নবী একথা বললেন, *তোমার সন্তানেরা থাকবে তোমার পিতৃপুরুষদের স্থলে।* সুতরাং যিনি মোশীর কাছে কথা বলেছিলেন ও পিতৃপুরুষদের কাছে আত্মপ্রকাশ করেছিলেন, পিতার সঙ্গে সেই খ্রীষ্ট নিজেই জীবিতদের ঈশ্বর।

এ কথাই তিনি ইহুদীদের উপদেশ দিয়ে বলেছিলেন, *আমার দিন দেখবার প্রত্যাশায় তোমাদের*

পিতা আব্রাহাম উল্লাস করেছিলেন: তা দেখলেন ও আনন্দিত হলেন। কেন? কারণ *আব্রাহাম ঈশ্বরে বিশ্বাস রাখলেন, এবং তা তাঁর পক্ষে ধর্মময়তা বলে পরিগণিত হল।* তিনি বিশ্বাস করলেন যে, যিনি আকাশ ও পৃথিবীর স্রষ্টা তিনি অদ্বিতীয় ঈশ্বর; উপরন্তু বিশ্বাস করলেন যে, তিনি তাঁর বংশ আকাশের তারকারাজির মত করবেন; ঠিক যেভাবে পল বলেন, *জগতে জ্যোতিষ্কেরই মত।* তাই ন্যায়সঙ্গতভাবেই তিনি সমস্ত জ্ঞাতিকুটুম্ব ত্যাগ করে ঈশ্বরের বাণীর অনুসরণ করেছিলেন— বাণীর সঙ্গে যাত্রা করেছিলেন ও বাণীর সঙ্গে থেমেছিলেন। যাঁরা আব্রাহামের বংশধর, সেই প্রেরিতদূতেরাও ন্যায়সঙ্গতভাবে নৌকা ও পিতাকে ত্যাগ করে ঈশ্বরের বাণীর অনুসরণ করেছিলেন। তাই ন্যায়সঙ্গতভাবে আমরাও আব্রাহাম দ্বারা স্বীকৃত একই বিশ্বাস গ্রহণ করে, ইসায়াক যেভাবে কাঠ বহন করেছিলেন, সেভাবে ক্রুশ তুলে নিয়ে খ্রীষ্টের অনুসরণ করি। কেননা আব্রাহামেই মানুষ ঈশ্বরের বাণীর অনুসরণ করতে শিখেছে। বস্তুত আব্রাহাম নিজ বিশ্বাস অনুসারে ঐশবাণীর আদেশ পালন করে নত অন্তরে নিজ অদ্বিতীয় ও প্রিয় পুত্রকে ঈশ্বরের কাছে বলিরূপে সঁপে দিলেন, যাতে প্রসন্ন হয়ে ঈশ্বর তাঁর সমস্ত বংশের জন্য আপন প্রিয় ও অদ্বিতীয় পুত্রকে আমাদের মুক্তির উদ্দেশ্যে বলিরূপে সঁপে দেন।

এজন্য নবী হওয়ায় আব্রাহাম প্রভুর আগমনের দিন আত্মায় দেখতে পেলেন, ও তাঁর সেই যন্ত্রণাভোগ ব্যবস্থা, যা দ্বারা তিনি ও তাঁর মত বিশ্বাসী সকল মানুষ পরিত্রাণ পেতে যাচ্ছিলেন, তা দেখে উল্লাস করলেন।

৩৩শ রবিবার

ক বর্ষ - মথি ২৫:১৪-৩০

সেসময় যীশু তাঁর শিষ্যদের এই উপমা-কাহিনী শোনালেন, 'বিদেশ যাত্রা করবেন বিধায় একজন লোক নিজের দাসদের ডেকে নিজ বিষয়-সম্পত্তি তাদের হাতে তুলে দিলেন। একজনকে তিনি পাঁচশ' মোহর, অন্যজনকে দু'শো মোহর, ও আর একজনকে একশ' মোহর—যার যে কার্যক্ষমতা, তাকে সেই অনুসারে দিলেন; পরে বিদেশ যাত্রা করলেন। যে পাঁচশ' মোহর পেয়েছিল, সে তখনই গিয়ে তা দ্বারা ব্যবসা করল, এবং আরও পাঁচশ' মোহর লাভ করল। যে দু'শো মোহর পেয়েছিল, সেও সেইমত করে আরও দু'শো মোহর লাভ করল। কিন্তু যে একশ' মোহর পেয়েছিল, সে গিয়ে মাটিতে একটা গর্ত খুঁড়ে তাঁর প্রভুর টাকা সেখানে লুকিয়ে রাখল। দীর্ঘদিন পর সেই দাসদের প্রভু এসে তাদের কাছ থেকে কৈফিয়ত নিলেন। যে পাঁচশ' মোহর পেয়েছিল, সে এগিয়ে এসে আরও পাঁচশ' মোহর এনে বলল, প্রভু, আপনি আমার হাতে পাঁচশ' মোহর তুলে দিয়েছিলেন; এই দেখুন, আরও পাঁচশ' মোহর লাভ করেছি। তার প্রভু তাকে বললেন, বেশ! উত্তম ও বিশ্বস্ত দাস; তুমি অল্প বিষয়ে বিশ্বস্ত হয়েছ, আমি তোমাকে বহু বিষয়ের উপরে নিযুক্ত করব; তোমার প্রভুর আনন্দে প্রবেশ কর। তারপর যে দু'শো মোহর পেয়েছিল, সে এগিয়ে এসে বলল, প্রভু, আপনি আমার হাতে দু'শো মোহর তুলে দিয়েছিলেন; এই দেখুন, আরও দু'শো মোহর লাভ করেছি। তার প্রভু তাকে বললেন, বেশ! উত্তম ও বিশ্বস্ত দাস; তুমি অল্প বিষয়ে বিশ্বস্ত হয়েছ, আমি তোমাকে বহু বিষয়ের উপরে নিযুক্ত করব; তোমার প্রভুর আনন্দে প্রবেশ কর। শেষে যে একশ' মোহর পেয়েছিল, সে এগিয়ে এসে বলল, প্রভু, আমি তো জানতাম, আপনি কঠিন মানুষ: যেখানে বোনেননি, সেইখানে কেটে থাকেন, ও যেখানে ছড়াননি, সেখান থেকেই কুড়িয়ে আনেন। তাই ভয়ে আমি গিয়ে আপনার মোহরটা মাটিতে লুকিয়ে রাখলাম; দেখুন, আপনার যা, আপনি তা ফিরে পাচ্ছেন। কিন্তু তার প্রভু উত্তরে তাকে বললেন, ধূর্ত অলস দাস, তুমি নাকি জানতে, আমি যেখানে বুনিনি সেইখানে কাটি, ও

যেখানে ছড়াইনি সেখান থেকেই কুড়িয়ে আনি! তবে তোমার উচিত ছিল, পোদ্দারদের হাতে আমার টাকা রেখে দেওয়া; তাহলে আমি ফিরে এসে আমার যা তা সুদ-সমেত ফিরে পেতাম। সুতরাং তোমরা এর কাছ থেকে ওই মোহরগুলো কেড়ে নাও আর তাকেই দাও যার এক হাজার মোহর আছে; কেননা যার আছে, তাকে আরও বেশি দেওয়া হবে, আর সে প্রাচুর্যেই থাকবে; কিন্তু যার কিছু নেই, তার যেটুকু আছে তাও তার কাছ থেকে কেড়ে নেওয়া হবে। আর ওই অপদার্থ দাসকে তোমরা বাইরের অন্ধকারে ফেলে দাও—সেখানে হবে কান্না ও দাঁত ঘষাঘষি।'

মথি-রচিত সুসমাচারে অরিজেনের ব্যাখ্যা **৬৮,৬৯**

আত্মায় বীজ বোনে বিধায়
ধার্মিক অনন্ত জীবন সংগ্রহ করে

আমার মনে হয়, সুসমাচারের এ বচন থেকে একথা দাঁড়ায় যে, আত্মায় বীজ বোনে বিধায় ধার্মিক অনন্ত জীবন সংগ্রহ করবে। প্রকৃতপক্ষে যা কিছু ধার্মিক দ্বারা বোনা ও সংগ্রহ করা হয়, ঈশ্বরই তা সংগ্রহ করেন; কেননা ধার্মিক সেই ঈশ্বরেরই সম্পদ, যিনি সেখানে ফসল সংগ্রহ করেন যেখানে নিজেই বীজ বোনেননি, ধার্মিক বুনেছিল। ফলে কথাটা এভাবেই ব্যক্ত করব: *ধার্মিক ছড়িয়ে দিল, নিঃস্বকে মুক্তহস্তে দান করল;* ও প্রভু নিজের জন্য সেই সমস্ত কিছু সংগ্রহ করবেন যা ধার্মিক সেইভাবে বুনেছিল। কেননা তিনি যা বোনেননি, সেই ফসল নিজের জন্য কাটিয়ে, ও তিনি যা ছড়াননি তা সংগ্রহ করে ঈশ্বর সেই সমস্ত কিছু যা গরিবদের মধ্যে বোনা হল বা ছড়িয়ে দেওয়া হল তা নিজেরই কাছে নিবেদিত বলে বিবেচনা করবেন, ও যারা প্রতিবেশীর উপকার করল তাদের বলবেন: *এসো, আমার পিতার আশীর্বাদের পাত্র যে তোমরা, জগৎপত্তনের সময় থেকে যে রাজ্য তোমাদের জন্য প্রস্তুত করা হয়েছে, তা উত্তরাধিকাররূপে গ্রহণ কর। কারণ আমি ক্ষুধার্ত ছিলাম আর তোমরা আমাকে খেতে দিয়েছিলে।*

আর যেহেতু তিনি সেখানেও শস্য কাটতে চান যেখানে বীজ বোনেননি, ও সেখানেও ফসল সংগ্রহ করতে চান যেখানে ছড়াননি, সেজন্য যখন কিছুই পাবেন না, তখন যারা এ লাভ থেকে তাঁকে বঞ্চিত করেছে তিনি তাদের বলবেন: *আমার কাছ থেকে দূর হও, অভিশাপের পাত্র যে তোমরা! শয়তানের ও তার দূতদের জন্য যে অনন্ত আগুন প্রস্তুত করা হয়েছে, তার মধ্যে যাও। কারণ আমি ক্ষুধার্ত ছিলাম, আর তোমরা আমাকে খেতে দাওনি।*

মথির বচন অনুসারে, তিনি সত্যি শক্ত, ও লুকের বর্ণনা অনুসারে, তিনি কঠোর; কিন্তু কেবল তাদেরই প্রতি, যারা নিজেদের অবহেলায় ঈশ্বরের দয়া দুর্ব্যবহার করে, অর্থাৎ মনপরিবর্তনের জন্য তা ব্যবহার করে না—প্রেরিতদূত যেভাবে আমাদের স্মরণ করিয়ে দিয়ে বলেন: *তুমি ঈশ্বরের মঙ্গলময়তা ও তাঁর কঠোরতাও বিবেচনা করে চল।* তাই যারা সৎকর্ম সাধনে অবহেলা করেছে, তিনি তাদের প্রতি কঠোর ব্যবহার করবেন; কিন্তু তুমি মঙ্গলময়তায় থাকলে, তবে তোমার প্রতি তিনি মঙ্গলময় হবেন।

এক ব্যক্তি যদি এতে নিশ্চিত যে, ঈশ্বর মঙ্গলময়, ও যদি এ প্রত্যাশা রাখে, মনপরিবর্তন করলে সে ক্ষমা পাবে, তবে তেমন ব্যক্তির প্রতি ঈশ্বর মঙ্গলময়। কিন্তু যে ব্যক্তি ভাবে, তিনি মঙ্গলময় হওয়ায় মানুষের পাপের দিকে তাকাবেন না, তেমন ব্যক্তির প্রতি ঈশ্বর মঙ্গলময় হবেন না, কঠোর হবেন। কেননা যে সকল মানুষ তাঁকে অবজ্ঞা করে, তাদের পাপের জন্য তিনি ক্রোধে উত্তপ্ত।

সুতরাং আমরা যা বুনিনি, খ্রীষ্ট যখন সেই শস্য কাটবেন, ও আমরা যা ছড়াইনি, তিনি যখন সেই ফসল সংগ্রহ করবেন, তখন এসো, আত্মায় বীজ বুনি, গরিবদের কাছে আমাদের সম্পদ বিলিয়ে দিই, ও ঈশ্বরের সেই মোহরটা মাটির নিচে যেন লুকিয়ে না রাখি।

তেমন ভয় মঙ্গলকর নয়, সেই অন্ধকার থেকেও আমাদের রেহাই দেবে না, যে অন্ধকারে আমরা ধূর্ত ও অলস দাসরূপে দণ্ডিত হব। হ্যাঁ, আমরা ধূর্ত, কেননা প্রভুর বাণীর অমূল্য মোহরটা ব্যবহার না করে খ্রীষ্টবিশ্বাস ছড়াইনি, ঈশ্বরের মঙ্গলময়তার নিগূঢ়তত্ত্বেও প্রবেশ করিনি। আবার আমরা অলস, কারণ নিজেদের ও অপরের পরিত্রাণের জন্য ঈশ্বরের বাণী দ্বারা ব্যবসা করিনি। অথচ আমাদের উচিত ছিল, আমাদের প্রভুর ঐশ্বর্য তথা তাঁর বাণী সেই পোদ্দারদের হাতে দেব যারা সবকিছুই যাচাই ও নিরীক্ষণ করে, যাতে কেবল উত্তম ও সত্য ধর্মতত্ত্ব রাখে ও ভ্রান্ত ও মিথ্যা ধর্মতত্ত্ব পরিত্যাগ করে, যাতে করে প্রভু এলে, তখন সুদ ও ফসলের সঙ্গে সেই বাণীও সংগ্রহ করতে পারেন যা আমরা ভাইদের মধ্যে ছড়িয়েছি। কেননা সেই সমস্ত মোহর, তথা সেই সমস্ত বাণী যা ঈশ্বরের রাজকীয় মুদ্রাঙ্কনে ও তাঁর বাণীর প্রতিমূর্তিতে চিহ্নিত, তা-ই প্রকৃত মোহর।

খ বর্ষ - মার্ক ১৩:২৪-৩২

> যীশু তাঁর আপন শিষ্যদের বললেন, 'সেই দিনগুলিতে, সেই ক্লেশের পরে সূর্য অন্ধকারময় হবে, চাঁদও নিজের জ্যোৎস্না আর ছড়িয়ে দেবে না, আকাশ থেকে তারাগুলোর পতন হবে ও নভোমণ্ডলের পরাক্রমগুলো আলোড়িত হবে। আর তখন লোকেরা দেখতে পাবে, মানবপুত্র সপরাক্রমে ও মহাগৌরবে মেঘবাহনে আসছেন। তিনি দূতদের প্রেরণ করবেন, আর তাঁরা পৃথিবীর শেষ প্রান্ত থেকে আকাশের শেষ প্রান্ত পর্যন্ত চারদিক থেকেই তাঁর মনোনীতদের জড় করবেন।
>
> ডুমুরগাছের কথাই উপমা হিসাবে ধর: যখন তার শাখা কোমল হয়ে পাতা বের করে, তখন তোমরা বুঝতে পার, গ্রীষ্মকাল কাছে এসে গেছে; তেমনি তোমরা ওই সকল ঘটনা দেখলেই বুঝবে, তিনি কাছে এসে গেছেন, এমনকি, তিনি দরজায়ই উপস্থিত। আমি তোমাদের সত্যি বলছি, এসব কিছু সিদ্ধিলাভ না করা পর্যন্ত এই প্রজন্ম লোপ পাবে না। আকাশ ও পৃথিবী লোপ পাবে, কিন্তু আমার কোন বাণী লোপ পাবে না। কিন্তু সেদিনের ও সেই ক্ষণের কথা কেউই জানে না, স্বর্গের দূতেরাও জানেন না, পুত্রও জানেন না—কেবল পিতাই জানেন।'

মার্ক-রচিত সুসমাচারে মাননীয় সাধু বীডের ব্যাখ্যা **৪র্থ পুস্তক**

সেই গাছের জন্যও আশা রয়েছে

সেই দিনগুলিতে, সেই ক্লেশের পরে সূর্য অন্ধকারময় হবে, চাঁদও নিজের জ্যোৎস্না আর ছড়িয়ে দেবে না, আকাশ থেকে তারাগুলোর পতন হবে। বিচারের দিনে জ্যোতিষ্করাজি অন্ধকারময় প্রতীয়মান হবে, এর কারণ এই নয় যে সেগুলোর আলো কমে যাবে, কিন্তু এজন্যই যে, প্রকৃত আলোর প্রভা তথা সর্বোচ্চ বিচারকের প্রভাই এগিয়ে এসে হঠাৎ দেখা দেবে, যখন তিনি স্বমহিমায় ও পিতার ও পুণ্যবান দূতদের মহিমায় আবির্ভূত হবেন। কিন্তু তবুও এমন কোন বাধা নেই, যাতে আমরা মনে করতে পারি যে সেই সময়ে অন্য সমস্ত তারার সঙ্গে সূর্য ও চন্দ্রের আলোও সত্যিকারে নিজ নিজ আলো থেকে বঞ্চিত হবে, প্রভুর যন্ত্রণাভোগের সময়ে সূর্যের বেলায় যেভাবে ঘটেছিল। সুতরাং, আজ পর্যন্ত যোয়েলের সেই ভবিষ্যদ্বাণী অসিদ্ধ হয়ে থাকছে যা অনুসারে, *প্রভুর দিনের আগমনের আগে, সেই মহা ও ভয়ঙ্কর দিনের আগে সূর্য অন্ধকারে, ও চাঁদ রক্তে পরিণত হবে।*

ইসাইয়া বিচারের দিন সম্বন্ধে যা বলেছিলেন, তাও আজ পর্যন্ত অসিদ্ধ হয়ে থাকছে: *চন্দ্র মলিন হবে ও সূর্য লজ্জিত হবে, কারণ সিয়োন পর্বতে ও যেরুসালেমে সেনাবাহিনীর স্বয়ং প্রভুই রাজা, ও তাঁর প্রবীণদের সামনে তিনি গৌরবান্বিত হবেন।*

অতএব, বিচারের দিন এলে পর ভাবী জীবনের গৌরব উজ্জ্বল প্রকাশ পেতে পেতে যখন *নতুন আকাশ ও নতুন পৃথিবী* দেখা দেবে, তখন তা-ই ঘটবে, সেই একই নবী যা অন্যত্র বলেছিলেন: *চাঁদের আলো সূর্যের আলোর মত হবে, আর সূর্যের আলো সাতগুণ বেশি হবে—সাত দিনের আলোরই সমান হবে।*

নভোমণ্ডলের পরাক্রমগুলো আলোড়িত হবে। স্বরূপ ও বুদ্ধির দিক দিয়ে পার্থিব মানুষ যে এ বিচারের কথা শুনে অস্থির হয়ে ওঠে তা স্বাভাবিক, বিশেষভাবে যখন একথা চিন্তা করি যে, সেই দিনের আবির্ভাবে স্বর্গীয় পরাক্রমবৃন্দও তথা স্বর্গবাহিনীও বিচলিত হবেন, ধন্য যোব যেভাবে সাক্ষ্য দিয়ে বলেন: *গগনতলের স্তম্ভগুলো কম্পিত হয়, তাঁর ভর্ৎসনায় চমকে ওঠে।* আর যখন স্তম্ভগুলো কাঁপে, তখন স্তম্ভগুলোর যত অলঙ্কারের কী পরিণাম হবে? যখন পরমদেশের এরসগাছ কম্পান্বিত, তখন প্রান্তরের ঘাসের কী দশা হবে?

তিনি দূতদের প্রেরণ করবেন, আর তাঁরা পৃথিবীর শেষ প্রান্ত থেকে আকাশের শেষ প্রান্ত পর্যন্ত চারদিক থেকেই তাঁর মনোনীতদের জড় করবেন। তাই যেদিন প্রভু মেঘবাহনে বিচার করতে আসবেন, সেদিনে তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে যাবে না এমন কোন মনোনীতজন থাকবে না—তেমন মনোনীতজন সশরীরে জীবিত অবস্থায় হোক বা মৃত্যু থেকে জীবনে পুনরুত্থিত অবস্থায় হোক। সেই বিচারে দুর্জনেরাও এসে উপস্থিত হবে, আর তারাও কেউ কেউ সশরীরে জীবিত অবস্থায়, অন্য কেউ মৃত্যু থেকে পুনরুত্থিত অবস্থায়; কিন্তু যারা প্রভুর আনন্দ পাবার জন্য একত্র হবে, সেই ধার্মিকদের বৈষম্যে তাঁর শত্রুরা বিচার-শেষে বিক্ষিপ্ত হবে ও ঈশ্বরের দৃষ্টি থেকে নিশ্চিহ্ন হবে।

ডুমুরগাছের কথাই উপমা হিসাবে ধর: যখন তার শাখা কোমল হয়ে পাতা বের করে, তখন তোমরা বুঝতে পার, গ্রীষ্মকাল কাছে এসে গেছে; তেমনি তোমরা ওই সকল ঘটনা দেখলেই বুঝবে, তিনি কাছে এসে গেছেন, এমনকি, তিনি দরজায়ই উপস্থিত। গাছের দৃষ্টান্তের মধ্য দিয়ে তিনি আমাদের শেখান, শেষদিন কবে আসবে। যেমন যখন ডুমুরগাছের শাখা কোমল হলে অঙ্কুরটা ফুলে উন্মোচিত হয় ও শাখা পল্লবে ভরে ওঠে তখন তোমরা বুঝতে পার গ্রীষ্মকাল সন্নিকট ও বসন্তকাল ফুরিয়ে যাচ্ছে, তেমনি উল্লিখিত সমস্ত ঘটনা দেখলেই তোমাদের মনে করতে নেই জগতের বিলুপ্তি এসে গেছে, কিন্তু এ বুঝবে যে, এমন লক্ষণ ও চিহ্ন দেখা দিচ্ছে যাতে জানতে পারি শেষদিন সন্নিকট।

কিন্তু ডুমুরগাছের এ ফুল ফোটার ব্যাপার রহস্যময় অর্থ অনুসারে আরও গভীরতর ভাবে ধরে নেওয়া যেতে পারে, অর্থাৎ সেই সমাজগৃহকে লক্ষ করতে পারে, যে সমাজগৃহ যখন প্রভু তার কাছে এলেন তখন তার ধর্মময়তার ফল না থাকায় তাদেরই মধ্যে অনন্ত অনুর্বরতায় দণ্ডিত হল যারা সেসময়ে অবিশ্বাসী ছিল। কিন্তু প্রেরিতদূত বললেন, *ইস্রায়েলের একটা অংশ কঠিনতার হাতে বসে রয়েছে যতদিন না বিজাতীয়দের পূর্ণ সংখ্যা প্রবেশ করে; তখনই গোটা ইস্রায়েল পরিত্রাণ পাবে;* সুতরাং, যখন সেই সময় আসবে, যে সময়ে তাদের দীর্ঘকালীন অন্ধতা ঘুচে গেলে সমস্ত ইস্রায়েল আলো ও পরিত্রাণ পাবে, তখনই দীর্ঘ দিন থেকে অনুর্বর এ ডুমুরগাছ যে ফল দিতে অসম্মত ছিল

সেই ফল উৎপন্ন করবে, ধন্য যোব যেভাবে বলেছেন: *গাছেরও একটা আশা আছে, ছিন্ন হলে তা আবার পল্লবিত হবে, তার কোমল শাখা বাড়তে ক্ষান্ত হবে না। যদিও মাটিগর্ভে তার মূল প্রাচীন হয়, যদিও ভূমিতে তার গুঁড়ি মারা যায়, তবু জলের গন্ধ পেলে তা আবার পল্লবিত হয়ে ওঠে, নতুন গাছের মত তাতে নতুন নতুন শাখা ধরে।* তুমি যখন দেখতে পাবে এ সমস্ত ঘটছে, তখন আর সন্দেহ করো না, চরম বিচারের দিন ও প্রকৃত শান্তির গ্রীষ্মকাল সত্যি সন্নিকট।

গ বর্ষ - লুক ২১:৫-১৯

একদিন, যখন কেউ কেউ মন্দিরের বিষয়ে বলছিল, ওটা কেমন সুন্দর সুন্দর পাথরে ও মানত-দেওয়া নানা জিনিসে সাজানো, তখন যীশু বললেন, 'তোমরা এই যে সমস্ত কিছু দেখছ, এমন সময় আসছে, যখন এর একখানি পাথর অন্য পাথরের উপরে থাকবে না—সবই ভূমিসাৎ হবে।' তাঁরা তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'গুরু, তবে এই সমস্ত ঘটনা কবে ঘটবে? আর এই সবকিছু যে ঘটতে যাচ্ছে তার লক্ষণ কী?'

তিনি বললেন, 'দেখ, কারও কথায় ভুলো না! কেননা আমার নাম নিয়ে অনেকে এসে বলবে, আমিই সে-ই, এবং, সময় কাছে এসে গেছে; তোমরা তাদের পিছনে যেয়ো না। আর যখন নানা যুদ্ধের ও গোলমালের কথা শুনবে, তখন আতঙ্কিত হয়ো না; কেননা আগে এই সমস্ত অবশ্যই ঘটবে, কিন্তু তখনই তা শেষ নয়।' পরে তিনি তাঁদের বললেন, 'জাতির বিরুদ্ধে জাতি ও রাজ্যের বিরুদ্ধে রাজ্য উঠবে; ভীষণ ভূমিকম্প ও নানা জায়গায় দুর্ভিক্ষ ও মহামারী দেখা দেবে; এবং আকাশ থেকে নানা ভয়ঙ্কর দৃশ্য ও মহা চিহ্নও দেখা দেবে।

কিন্তু এসবকিছুর আগে লোকে তোমাদের গ্রেপ্তার করবে, নির্যাতন করবে, সমাজগৃহে ও কারাগারে তুলে দেবে; আমার নামের জন্য শাসনকর্তা ও রাজাদের সামনে তোমাদের টেনে নেওয়া হবে; এর ফলে তোমরা সাক্ষ্য দান করতে সুযোগ পেয়ে যাবে। তাই মনে মনে এই সঙ্কল্প নাও যে, নিজেদের পক্ষসমর্থনে কী বলতে হবে, তার জন্য আগে থেকে চিন্তা করতে হবে না; কেননা আমি তোমাদের এমন মুখ ও প্রজ্ঞা দেব যে, তোমাদের বিপক্ষেরা কেউই প্রতিরোধ করতে পারবে না, উল্ট যুক্তিও দেখাতে পারবে না। তখন তোমাদের পিতামাতা, ভাইয়েরা, আত্মীয়স্বজন ও বন্ধুরা নিজেরাই তোমাদের তুলে দেবে, ও তোমাদের কয়েকজনকে মৃত্যুর হাতেও তুলে দেবে; এবং আমার নামের জন্য তোমরা হবে সকলের ঘৃণার পাত্র; কিন্তু তোমাদের মাথার একগাছি চুলও নষ্ট হবে না। তোমাদের [ধর্ম]নিষ্ঠাই তোমাদের প্রাণ রক্ষা করবে!

সাধু আগস্তিন-লিখিত 'সামসঙ্গীত-মালায় উপদেশাবলি' **সাম ৯৫, ১৪,১৫**

এসো, তাঁর প্রথম আগমনে বাধা না দিই, যাতে তাঁর দ্বিতীয় আগমন ভয় না করি

বনের সব গাছপালা সানন্দে চিৎকার করবে সেই প্রভুর সম্মুখে যিনি আসছেন; কারণ তিনি পৃথিবী বিচার করতে আসছেন। তিনি প্রথমবারের মত এলেন, ভবিষ্যতে আবার আসবেন। একটু আগে তাঁর এ বাণী সুসমাচারে ধ্বনিত হয়েছে: *এখন থেকে তোমরা মানবপুত্রকে আকাশের মেঘরথে আসতে দেখবে।* 'এখন থেকে' এর অর্থ কী? হয় তো কি প্রভু ইতিমধ্যেই আসবেন, আর পরে, যখন পৃথিবীর সকল গোষ্ঠী কাঁদবে, তখন কি আসবেন না? প্রথমবারের মত তিনি এলেন আপন প্রচারকদের মধ্য দিয়ে, তাতে সমস্ত বিশ্বজগৎ [খ্রীষ্টেতে] পরিপূর্ণ হল। এসো, তাঁর প্রথম আগমনে বাধা না দিই, যাতে তাঁর দ্বিতীয় আগমন ভয় না করি।

তাহলে খ্রীষ্টভক্তের কী করণীয়? সে সংসার ব্যবহার করবে, কিন্তু সংসারের দাস হবে না। এর

অর্থ কী? এর অর্থ হল, সম্পদ এমনভাবে ভোগ করা ঠিক যেন সম্পদ না থাকে। প্রেরিতদূত এভাবে কথাটা ব্যক্ত করেন: *ভাই, তোমাদের আমি যা বলতে চাচ্ছি, তা এ: সময় আর বেশি নেই; এখন থেকে, যাদের স্ত্রী আছে, তারা এমনভাবে চলুক তাদের যেন স্ত্রী নেই; এবং যারা শোকার্ত, তারা যেন শোকার্ত নয়; যারা আনন্দিত, তারা যেন আনন্দিত নয়; যারা কেনে, তারা যেন কিছুর মালিক নয়; যারা এসংসারের কোন কাজে আবদ্ধ, তারা যেন তার সঙ্গে সম্পূর্ণ জড়িত নয়, কেননা এই সংসারের চেহারা লোপ পেতে চলেছে। কিন্তু আমি ইচ্ছা করি, তোমরা দুশ্চিন্তা থেকে মুক্ত থাকবে।* যার দুশ্চিন্তা নেই, সে শান্ত মনে অপেক্ষা করে কখন্ তার প্রভু আসবেন। কেননা খ্রীষ্টের প্রতি এ কেমন ভালবাসা, যদি তাঁর আগমন ভয় করি? ভাইবোনেরা, আমরা কি লজ্জায় লাল হই না? আমরা তাঁকে ভালবাসি, অথচ ভয় করি পাছে তিনি আসেন! আমরা কি তাঁকে সত্যিই ভালবাসি? না কি আমাদের পাপকর্মকেই বেশি ভালবাসি? সুতরাং এসো, পাপকর্ম ঘৃণা করি, আর তাঁকেই ভালবাসি যিনি পাপের দন্ড দিতে আসবেন। আমরা ইচ্ছা করতে পারি নাও করতে পারি, তিনি কিন্তু আসবেন; তবে তিনি যে এখনই আসছেন না, এর অর্থ এই নয় যে, পরেও আসবেন না। তিনি এমন সময় আসবেন যা তুমি জানই না; আর তিনি তোমাকে প্রস্তুত পেলে তবে তোমার অজানায় তোমার কোন ক্ষতি হবে না।

বনের সব গাছপালা সানন্দে চিৎকার করবে: তিনি প্রথমবারের মত এলেন, পৃথিবীর বিচার করতে পরেও আসবেন: আর তিনি তাদেরই আনন্দিত পাবেন যারা তাঁর প্রথম আগমনে বিশ্বাস করেছিল তিনি আসবেন।

তিনি ন্যায্যতার সঙ্গে জগৎ, সত্যের নীতিতে জাতিগুলিকে বিচার করবেন। ন্যায্যতা ও সত্য কী? তিনি বিচারের জন্য নিজের সঙ্গী বলে তাঁর মনোনীতদের সম্মিলিত করবেন, কিন্তু অন্যদের তিনি একে অপর থেকে দু'ভাগে পৃথক রাখবেন: এক দল রাখবেন ডান পাশে আর এক দল বাঁ পাশে। বিচারক আসবার আগে যারা দয়া দেখাতে অসম্মত ছিল, তারা যে বিচারকের কাছ থেকে দয়া প্রত্যাশা করবে না, এর চেয়ে ন্যায্য ও সত্য কিছু আছে কি? কিন্তু যারা দয়া দেখাতে সম্মত ছিল, তারা দয়ার সঙ্গে বিচারিত হবে। বাস্তবিকই যাদের তাঁর ডান পাশে রাখা হয়েছে, তাদের বলা হবে: *এসো, আমার পিতার আশীর্বাদের পাত্র যে তোমরা, জগৎপত্তনের সময় থেকে যে রাজ্য তোমাদের জন্য প্রস্তুত করা হয়েছে, তা উত্তরাধিকাররূপে গ্রহণ কর।* এরপর তিনি তাদের সাধিত দয়াকর্ম ঘোষণা করবেন: *কারণ আমি ক্ষুধার্ত ছিলাম আর তোমরা আমাকে খেতে দিয়েছিলে; তৃষ্ণার্ত ছিলাম আর আমাকে জল দিয়েছিলে,* ইত্যাদি বাণী।

তারপরে যাদের তাঁর বাঁ পাশে রাখা হয়েছে, তাদের বিরুদ্ধে কী অভিযোগ তোলা হবে? তারা দয়াকর্ম করতে অসম্মত ছিল। আর তারা কোথায় যাবে? *তোমরা অনন্ত আগুনের মধ্যে যাও।* তেমন কথা শুনে তারা ভীষণ কান্নায় ভেঙে পড়বে। কিন্তু অন্য এক সামসঙ্গীত এবিষয়ে কী বলে? *ধার্মিকজন স্মরণীয় থাকবে চিরকাল, সে ভয় করে না কোন অশুভ সংবাদ।* এই অশুভ সংবাদ কী? *আমার কাছ থেকে দূর হও! শয়তানের ও তার দূতদের জন্য যে অনন্ত আগুন প্রস্তুত করা হয়েছে, তার মধ্যে যাও!* শুভসংবাদের জন্য যে আনন্দ করবে, সে অশুভ সংবাদ ভয় করবে না—এই তো ন্যায্যতা, এই তো সত্য।

নাকি, তুমি ন্যায়বান না হওয়ায় বিচারকও কি ন্যায়বান হবেন না? তুমি মিথ্যাবাদী হওয়ায়

সত্যও কি সত্যবাদী হবে না? কিন্তু যদি তাঁকে দয়াবান দেখতে ইচ্ছা কর, তবে তিনি আসবার আগে তুমি দয়াবান হও; কেউ তোমার প্রতি অপরাধী হলে তাকে ক্ষমা কর, তোমার প্রাচুর্য থেকে বিলিয়ে দাও। আর যা যা দান কর, তাঁর কাছ থেকে ছাড়া তা কার্ কাছ থেকেই বা আসে? তুমি যদি তোমার নিজের সম্পদ থেকেই দিতে, তবে তা ভিক্ষাই হত; কিন্তু যখন তাঁরই সম্পদ থেকে দিচ্ছ, তখন এই দেওয়া প্রকৃতপক্ষে ফেরত দেওয়া। *আর তোমার এমন কীবা আছে যা পাওনি?* এগুলিই ঈশ্বরের সবচেয়ে গ্রহণযোগ্য বলি, যথা: দয়া, বিনম্রতা, স্বীকারোক্তি, শান্তি, ভালবাসা। এসো, তেমন দানগুলি সঙ্গে করে নিয়ে যাই, তবেই শান্ত মনে সেই বিচারকের আগমন অপেক্ষা করব, যিনি *ন্যায্যতার সঙ্গে জগৎ, সত্যের নীতিতে জাতিগুলিকে বিচার করবেন।*

৩৪শ সপ্তাহ

বিশ্বরাজ যীশুখ্রীষ্ট

ক বর্ষ - মথি ২৫:৩১-৪৬

সেসময় যীশু তাঁর শিষ্যদের বললেন, 'মানবপুত্র যখন তাঁর সকল দূতকে সঙ্গে করে নিজের গৌরবে আসবেন, তখন তিনি নিজের গৌরবময় সিংহাসনে আসন নেবেন। তাঁর সামনে সকল জাতিকে জড় করা হবে; আর তিনি তাদের একজন থেকে অন্যজনকে পৃথক পৃথক করে দেবেন, যেমন মেষপালক ছাগ থেকে মেষদের পৃথক করে দেয়; পরে তিনি মেষগুলোকে নিজের ডান পাশে ও ছাগগুলোকে বাঁ পাশে রাখবেন। তখন রাজা নিজের ডান পাশের লোকদের বলবেন, এসো, আমার পিতার আশীর্বাদের পাত্র যে তোমরা, জগৎপত্তনের সময় থেকে যে রাজ্য তোমাদের জন্য প্রস্তুত করা হয়েছে, তা উত্তরাধিকাররূপে গ্রহণ কর। কারণ আমি ক্ষুধার্ত ছিলাম আর তোমরা আমাকে খেতে দিয়েছিলে; তৃষ্ণার্ত ছিলাম আর আমাকে জল দিয়েছিলে; প্রবাসী ছিলাম আর আমাকে আশ্রয় দিয়েছিলে; বস্ত্রহীন ছিলাম আর আমাকে পোশাক পরিয়েছিলে; পীড়িত ছিলাম আর আমার সেবাযত্ন করেছিলে; কারারুদ্ধ ছিলাম আর আমাকে দেখতে এসেছিলে। তখন ধার্মিকেরা উত্তরে তাঁকে বলবে: প্রভু, কবে আপনাকে ক্ষুধার্ত দেখে খেতে দিয়েছিলাম, বা তৃষ্ণার্ত দেখে জল দিয়েছিলাম? কবেই বা আপনাকে প্রবাসী দেখে আশ্রয় দিয়েছিলাম, বা বস্ত্রহীন দেখে পোশাক পরিয়েছিলাম? কবেই বা আপনাকে পীড়িত বা কারারুদ্ধ দেখে আপনাকে দেখতে গিয়েছিলাম? উত্তরে রাজা তাদের বলবেন, আমি তোমাদের সত্যি বলছি, আমার এই ক্ষুদ্রতম ভাইদের একজনেরও প্রতি যা কিছু করেছ, তা আমারই প্রতি করেছ। পরে তিনি বাঁ পাশের লোকদেরও বলবেন, আমার কাছ থেকে দূর হও, অভিশাপের পাত্র যে তোমরা! দিয়াবলের ও তার দূতদের জন্য যে অনন্ত আগুন প্রস্তুত করা হয়েছে, তার মধ্যে যাও। কারণ আমি ক্ষুধার্ত ছিলাম, আর তোমরা আমাকে খেতে দাওনি; তৃষ্ণার্ত ছিলাম আর আমাকে জল দাওনি; প্রবাসী ছিলাম আর আমাকে আশ্রয় দাওনি; বস্ত্রহীন ছিলাম আর আমাকে পোশাক পরাওনি; পীড়িত ও কারারুদ্ধ ছিলাম আর আমাকে দেখতে আসনি। তখন তারাও উত্তরে বলবে, প্রভু, কবে আপনাকে ক্ষুধার্ত বা তৃষ্ণার্ত বা প্রবাসী বা বস্ত্রহীন বা পীড়িত বা কারারুদ্ধ দেখে আপনার সেবাযত্ন করিনি? তখন তিনি উত্তরে তাদের বলবেন, আমি তোমাদের সত্যি বলছি, তোমরা এই ক্ষুদ্রতম মানুষদের একজনেরও প্রতি যা কিছু করনি, তা আমারই প্রতি করনি। আর এরা অনন্ত দণ্ডে চলে যাবে, কিন্তু ধার্মিকেরা অনন্ত জীবনে প্রবেশ করবে।'

যোহন-রচিত সুসমাচারে আলেকজান্দ্রিয়ার বিশপ সাধু সিরিলের ব্যাখ্যা **৯ম পুস্তক**

খ্রীষ্ট যখন আবির্ভূত হবেন,
তখন তোমরাও তাঁর সঙ্গে গৌরবে আবির্ভূত হবে

মৃতদের মধ্য থেকে পুনরুত্থান করার পর যীশু আমাদের স্বরূপকে তার আদি অবস্থায় ফিরিয়ে এনে ও ক্ষয়শীলতা থেকে মানুষকে মুক্ত করে স্বর্গস্থ পিতা ঈশ্বরের কাছে প্রথমফসল স্বরূপ হয়ে আরোহণ করলেন—তিনিই যে তাঁর প্রথম মন্দির! কিন্তু অল্পকাল পরে তিনি আবার নেমে আসবেন, ও স্বর্গদূতদের সঙ্গে তাঁর পিতার গৌরবে পুনরায় আমাদের মাঝে ফিরে আসবেন যাতে ভাল মন্দ সকলকেই সেই ভয়ঙ্কর বিচারে আহ্বান করেন। কেননা প্রতিটি প্রাণীকে বিচারমঞ্চে দাঁড়াতে হবে, এবং প্রভু প্রত্যেককে যার যার জীবনের কর্মফল অনুসারে প্রতিদান দেবেন: যারা তাঁর বাঁ পাশে থাকবে, অর্থাৎ যারা জগতের বস্তু অপব্যবহার করেছে, তাদের তিনি বলবেন: *আমার কাছ থেকে দূর হও, অভিশাপের পাত্র যে তোমরা! শয়তানের ও তার দূতদের জন্য যে অনন্ত আগুন প্রস্তুত করা হয়েছে, তার মধ্যে যাও*; কিন্তু যারা তাঁর ডান পাশে থাকবে, অর্থাৎ পবিত্রজন ও ধার্মিকদের তিনি বলবেন, *এসো, আমার পিতার আশীর্বাদের পাত্র যে তোমরা, জগৎ-পত্তনের সময় থেকে যে রাজ্য তোমাদের জন্য প্রস্তুত করা হয়েছে, তা উত্তরাধিকাররূপে গ্রহণ কর*। তারা স্বর্গীয় মঙ্গলদান অসীম আনন্দের সঙ্গে ভোগ করে খ্রীষ্টের সঙ্গে বাস করবে ও রাজত্ব করবে—পুনরুত্থানে তাঁর অনুরূপ হয়ে উঠে ও প্রাচীন ক্ষয়শীলতার ফাঁদ থেকে মুক্ত হয়ে তারা চিরকাল ধরে নিত্যজীবনময় প্রভুর সঙ্গে এমন জীবন যাপন করবে, যা অবর্ণনীয় ও চিরস্থায়ী।

যারা সৎ ও পুণ্য জীবন যাপন করেছে, তারা যে খ্রীষ্টের অনির্বচনীয় সৌন্দর্যে চোখ নিবদ্ধ রেখে তাঁর সঙ্গে নিরন্তর জীবিত থাকবে, একথা প্রেরিতদূত দ্বারা ঘোষিত: *মহাদূতের কণ্ঠের সঙ্কেতে ও ঈশ্বরের তুরিধ্বনিতে প্রভু নিজেই স্বর্গ থেকে নেমে আসবেন, এবং খ্রীষ্টে যাদের মৃত্যু হয়েছে, তারাই প্রথমে পুনরুত্থান করবে; পরে, তখনও জীবিত আছি এই আমরা, তখনও বেঁচে আছি এই আমরা, এই আমাদেরও বায়ুলোকে প্রভুর সঙ্গে সাক্ষাৎ করার জন্য তাদের সঙ্গে মেঘলোকে কেড়ে নেওয়া হবে; আর এইভাবে চিরকালের মত প্রভুর সঙ্গে থাকব।*

আর যারা দেহলালসা দমন করতে চেষ্টা করেছে, তাদের উদ্দেশ করে তিনি এ কথাও বলেন: *তোমাদের তো মৃত্যুই হয়েছে, আর তোমাদের জীবন খ্রীষ্টের সঙ্গে ঈশ্বরে নিহিত হয়ে আছে। কিন্তু খ্রীষ্ট যখন আবির্ভূত হবেন—তিনিই তো তোমাদের জীবন—তখন তোমরাও তাঁর সঙ্গে গৌরবে আবির্ভূত হবে।*

সুসমাচারের এ বচনের গভীর তাৎপর্য স্বল্প কথায় ব্যক্ত করতে গিয়ে আমরা একথা বলব: যারা সংসারের শঠতা ভালবাসে, তারা পাতালে নিক্ষিপ্ত হবে, ও খ্রীষ্টের শ্রীমুখ থেকে দূরে থাকবে; কিন্তু যারা সদ্‌গুণ ভালবাসে ও পবিত্র আত্মার মুদ্রাঙ্কন অক্ষুণ্ন রাখবে, তারা তাঁর সঙ্গে বাস করবে ও তাঁর সৌন্দর্যে চোখ নিবদ্ধ রেখে তাঁর সঙ্গে জীবনযাপন করবে: *স্বয়ং প্রভুই হবেন তোমার চিরন্তন আলো, তোমার পরমেশ্বরই তোমার কান্তি।*

খ বর্ষ - যোহন ১৮:৩৩-৩৭

> সেসময় পিলাত যীশুকে বললেন, 'তুমি কি ইহুদীদের রাজা?' যীশু উত্তর দিলেন, 'আপনি কি নিজে থেকেই একথা বলছেন, না অন্যেরা আমার বিষয়ে আপনাকে বলেছে?' পিলাত উত্তর দিলেন, 'আমি কি ইহুদী? তোমার স্বজাতিরা ও প্রধান যাজকেরাই তোমাকে আমার হাতে তুলে দিয়েছেন—তুমি কী

করেছ?'

যীশু উত্তর দিলেন, 'আমার রাজ্য ইহলোকের নয়। যদি আমার রাজ্য ইহলোকের হত, তাহলে ইহুদীদের হাতে আমাকে যেন তুলে দেওয়া না হয়, তার জন্য আমার লোকজন লড়াই করত; কিন্তু, না, আমার রাজ্য ইহলোকের নয়।' পিলাত তাঁকে বললেন, 'তাহলে তুমি কি একজন রাজা?' যীশু উত্তর দিলেন, 'আপনিই তো বলছেন, আমি রাজা। সত্যের বিষয়ে যেন সাক্ষ্য দিতে পারি, এজন্যই আমি জন্মেছি, এজন্যই জগতে এসেছি। যে কেউ সত্যের মানুষ, সে আমার কথায় কান দেয়।'

যোহন-রচিত সুসমাচারে সাধু আগস্তিনের উপদেশাবলি **১১৫শ বিভাগ ২-৫**

খ্রীষ্টরাজ্য জগতের শেষ পর্যন্ত থাকবে

আমার রাজ্য এ জগতের নয়। খ্রীষ্টরাজ্য এইখানে রয়েছে ও জগতের শেষ পর্যন্ত থাকবে; কেননা শস্যকাটা হল জগতের শেষ, যখন শস্যকাটিয়েরা তথা স্বর্গদূতেরা এসে তাঁর রাজ্য থেকে সমস্ত বাধা-বিঘ্ন বের করে দেবেন: তেমনটি হত না, যদি না তাঁর রাজ্য এখানে না থাকত। কিন্তু তবুও তাঁর রাজ্য এখানকার নয়, কারণ রাজ্যটি জগতে প্রবাসীর মত; আর ঠিক তাঁর এই রাজ্যকে তিনি বলেন: *তোমরা জগতের নও, বরং আমি তোমাদের বেছে নিয়ে জগৎ থেকে পৃথক করে দিয়েছি।*

তাই যখন তারা তাঁর রাজ্য ছিল না, কিন্তু জগতের অধিপতির অধিকার ছিল, তখন তারা জগতেরই ছিল। ফলে তারা সকলেও জগতেরই, যারা সত্যকার ঈশ্বর দ্বারা সৃষ্ট হয়েও তবু সেই বংশ থেকে উদ্ভূত হয়েছে, যা আদমে কলুষিত ও অভিশপ্ত হয়েছিল; কিন্তু যারা খ্রীষ্টে নবজন্ম নিয়েছে, তারাই এমন রাজ্য যা এ জগতের নয়। কেননা ঈশ্বর এভাবেই *অন্ধকারের কর্তৃত্ব থেকে আমাদের নিস্তার করে তাঁর প্রিয়তম পুত্রের রাজ্যে স্থানান্তর করেছেন;* তেমন রাজ্য সম্বন্ধেই তিনি বলেন: *আমার রাজ্য এ জগতের নয়,* কিংবা, *আমার রাজ্য ইহলোকের নয়।*

তখন পিলাত তাঁকে বললেন: তাহলে তুমি কি একজন রাজা? যীশু উত্তর দিলেন, আপনিই তো বলছেন, আমি রাজা। আর সঙ্গে সঙ্গে তিনি বলে চললেন: *সত্যের বিষয়ে যেন সাক্ষ্য দিতে পারি, এজন্যই আমি জন্মেছি, এজন্যই জগতে এসেছি।* এখানে স্পষ্টই দাঁড়াচ্ছে, তিনি তাঁর সেই মানবজন্মেরই কথা ইঙ্গিত করেন, যা অনুসারে তিনি দেহধারণ করে জগতে এসেছিলেন; সেই অনাদিকালীন জন্মের কথা ইঙ্গিত করেন না, যা অনুসারে তিনি সেই ঈশ্বর ছিলেন, যাঁর দ্বারা পিতা জগৎ স্থাপন করলেন। সুতরাং, তিনি বললেন: কুমারী থেকে জন্মগ্রহণ করে যাতে সত্যের বিষয়ে সাক্ষ্য দিতে পারেন, এজন্যই তিনি জন্মেছিলেন ও এজন্যই জগতে এসেছিলেন। কিন্তু যেহেতু বিশ্বাস সকলেরই নয়, সেজন্য তিনি বলে চললেন: *যে কেউ সত্যের মানুষ, সে আমার কথায় কান দেয়।* সে ব্যক্তি আন্তরিক কান দ্বারাই শোনে, অর্থাৎ আমার কণ্ঠের প্রতি মনোযোগ দেয়, যার অর্থ এক কথায় এরূপ: সে আমাকে বিশ্বাস করে।

তাই খ্রীষ্ট যখন সত্যের বিষয়ে সাক্ষ্য দেন, তখন নিজেরই বিষয়ে সাক্ষ্য দেন, কারণ এই উক্তিও তাঁর: *আমিই সত্য;* আর অন্যত্র তিনি বললেন: *আমি নিজের বিষয়ে সাক্ষ্য দিই।* এবং যখন তিনি বলেছিলেন, *যে কেউ সত্যের মানুষ, সে আমার কথায় কান দেয়,* তখন সেই অনুগ্রহেরই দিকে অঙুলি নির্দেশ করছিলেন, যে অনুগ্রহ দ্বারা তিনি তাদেরই আহ্বান করেন যারা পরিত্রাণের উদ্দেশে আগে থেকে নিরূপিত।

পিলাত তাঁকে বললেন, *সত্য! তা আবার কী?* আর তা বলে উত্তরের জন্যও অপেক্ষা করলেন না; *কিন্তু একথা বলার পর তিনি আবার ইহুদীদের কাছে বেরিয়ে গিয়ে বললেন, ওর মধ্যে কোন অপরাধ আমি খুঁজে পাচ্ছি না।* আমি মনে করি যে, যখন পিলাত জিজ্ঞাসা করলেন 'সত্য! তা আবার কী?' তখন হঠাৎ তাঁর মনে পড়ল ইহুদীদের সেই প্রথা, যা অনুসারে পাস্কা উপলক্ষে একজনকে মুক্ত করে দেওয়া হত; ফলে তিনি সত্যের বিষয়ে যীশুর উত্তরের জন্য অপেক্ষা করলেন না, কারণ যখন তাঁর মনে পড়ল সেই প্রথা যা অনুসারে পাস্কা উপলক্ষে যীশুকে মুক্ত করে দেওয়া যেতে পারত, তখন আর দেরি করতে চাইলেন না—আসলে একথা সুস্পষ্ট যে, তিনি যীশুকে মুক্তি দিতে ইচ্ছাই করছিলেন।

তথাপি তিনি নিজের মন থেকে সেই কথা অপসারণ করতে পারলেন না যে, যীশু ইহুদীদের রাজা; হ্যাঁ, এমনটি মনে হচ্ছে যে, যা সম্বন্ধে যীশুকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, সেই সত্য যেমন ক্রুশের বিজ্ঞপ্তিতে তেমনি তাঁর অন্তরেও স্থিতমূল ছিল।

গ বর্ষ - লুক ২৩:৩৫-৪৩

সেসময়ে জনগণ সেখানে দাঁড়িয়ে দেখছিল। সমাজনেতারাও যীশুকে উপহাস করে বলতে লাগলেন, 'ও অপরকে ত্রাণ করেছে; ও যদি ঈশ্বরের সেই খ্রীষ্ট, যদি তাঁর সেই মনোনীতজন হয়, নিজেকেই ত্রাণ করুক।' সৈন্যেরাও তাঁকে বিদ্রূপ করছিল, তাঁকে সির্কা দেবার জন্য কাছে গিয়ে বলছিল, 'তুমি যদি ইহুদীদের রাজা হও, তবে নিজেকে ত্রাণ কর।' তাঁর মাথার উপরে একটা লিপিফলক ছিল: এ ইহুদীদের রাজা।

যে দু'জন অপকর্মা ক্রুশে ঝুলে ছিল, তাদের একজন তাঁকে এই বলে টিটকারি দিচ্ছিল, 'তুমি কি সেই খ্রীষ্ট নও? নিজেকে ও আমাদের ত্রাণ কর।' কিন্তু অপর একজন ভর্ৎসনা করে তাকে বলল, 'তুমি কি ঈশ্বরকেও ভয় কর না? তুমিও তো একই দণ্ড ভোগ করছ; কিন্তু আমরা ন্যায়সঙ্গতই দণ্ড পাচ্ছি, কারণ আমরা যা যা করেছি, তার যোগ্য প্রতিফল পাচ্ছি, কিন্তু এ কোন দোষ করেনি।' পরে সে বলল, 'যীশু, তুমি যখন রাজ-মহিমায় আসবে, তখন আমার কথা মনে রেখ।' তিনি তাকে বললেন, 'আমি তোমাকে সত্যি বলছি, আজই তুমি পরমদেশে আমার সঙ্গে স্থান পাবে।'

সাধু যোহন খ্রীসোস্তমের উপদেশাবলি **উপদেশ ১:৩-৪**

ক্রুশই রাজ্যের প্রতীক

যীশু, তুমি যখন রাজ-মহিমায় আসবে, তখন আমার কথা মনে রেখ। নিজেকে দস্যু বলে স্বীকার করায় নিজ পাপের বোঝা ঝেড়ে না দেওয়া পর্যন্ত দস্যুটা এ উক্তি উচ্চারণ করার সাহস পায়নি। তবে তুমি কি দেখতে পাচ্ছ পাপস্বীকার কেমন গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার? সে স্বীকার করল, আর পরমদেশ উন্মুক্ত হল: সে স্বীকার করল, আর এমন আস্থা পেল যে, দস্যু হয়েও রাজ্যই যাচনা করল। তুমি কি দেখতে পাচ্ছ, ক্রুশ আমাদের পক্ষে কতগুলো মঙ্গলদানের কারণ হল? তুমি কি রাজ্য যাচনা করছ? তবে সামনে কী দেখতে পাচ্ছ? সামনে রয়েছে পেরেক, সামনে রয়েছে ক্রুশ! কিন্তু ঠিক এই ক্রুশই তো রাজ্যের প্রতীক; আর তাঁকে ক্রুশে বিদ্ধ দেখতে পাচ্ছি বিধায় আমি স্বয়ং রাজাকে ডাকছি, কেননা প্রজাদের হয়ে মৃত্যুবরণ করাই রাজার ভূমিকা। তিনি নিজেও বলেছিলেন: *উত্তম পালক মেষগুলোর জন্য নিজের প্রাণ বিসর্জন দেয়,* ফলে উত্তম রাজাও প্রজাদের জন্য নিজ প্রাণ বিসর্জন দেন। সুতরাং তিনি নিজ প্রাণ বিসর্জন দিলেন বিধায়ই আমি সেই রাজাকে ডাকি:

প্রভু, *তোমার রাজ-মহিমায় আমার কথা মনে রেখ।*

তুমি কি দেখতে পাচ্ছ কেমন করে ক্রুশ রাজ্যের প্রতীক? এবিষয়ে কি অন্য প্রমাণ চাও? ক্রুশটিকে তিনি এ পৃথিবীতে রেখে যাননি, কিন্তু তা নিজের সঙ্গে টেনে নিয়ে স্বর্গে গেলেন। তেমন কথা কিসের উপর নির্ভর করে? কেননা তাঁর সেই দ্বিতীয় ও গৌরবময় আগমনের সময়ে তাঁর সঙ্গে ক্রুশও থাকবে, যাতে তুমি জানতে পার, ক্রুশ কেমন সম্মানের যোগ্য, এও জানতে পার, কেনই বা তিনি তা গৌরব বলে অভিহিত করলেন।

এখন কিন্তু এসো, দেখি কেমন করে ক্রুশ নিয়ে তিনি আসেন; কেননা একথা সূক্ষ্মরূপে ব্যাখ্যা করা একান্ত প্রয়োজন। *লোকে যদি বলে, দেখ, তিনি প্রান্তরে, তোমরা বেরিয়ে পড়ো না; দেখ, তিনি বাড়ির ভিতরে, তোমরা তা বিশ্বাস করো না।* তিনি এরূপে নিজ দ্বিতীয় গৌরবময় আগমনের কথাই ইঙ্গিত করছিলেন, যাতে কেউই নকল খ্রীষ্ট বা খ্রীষ্টবৈরীর ফাঁদে ও প্রবঞ্চনায় না পড়ে। আর যেহেতু খ্রীষ্টের আগে সেই খ্রীষ্টবৈরী আসবে, সেজন্য পালকের খোঁজ করতে করতে কেউই যেন নেকড়ের দাঁতে না পড়ে, আমি তোমাকে পালকের আগমনের পূর্বলক্ষণ দিলাম; উপরন্তু, যেহেতু তাঁর প্রথম আগমন গুপ্ত অবস্থায় ঘটেছিল, সেজন্য তুমি যেন তাঁর ভাবী আগমনও তেমনি গুপ্ত বলে মনে না কর, তিনি তোমাকে একটা চিহ্ন দিলেন। প্রথম আগমন ন্যায়সঙ্গতভাবেই গুপ্ত অবস্থায় ঘটেছিল: কেননা যা হারানো ছিল, তিনি তা খোঁজ করতে এসেছিলেন; কিন্তু এই দ্বিতীয় আগমনের বেলায় তেমনি হবে না। তাহলে তা কেমন হবে? *বিদ্যুৎ-ঝলক যেমন পুবদিক থেকে নির্গত হয়ে পশ্চিমদিক পর্যন্ত প্রকাশ পায়, মানবপুত্রের আগমন ঠিক তেমনি হবে।* তিনি হঠাৎ সকলের সামনে আবির্ভূত হবেন, আর দরকার হবে না যে কেউ জিজ্ঞাসা করবে তিনি এখানে না ওখানে; কেননা বিদ্যুৎ-ঝলক আবির্ভূত হলে যেমন আর দরকার হয় না যে কেউ জিজ্ঞাসা করবে তা আবির্ভূত হয়েছে কিনা, তেমনি খ্রীষ্টের আগমনেও আর দরকার হবে না যে কেউ জিজ্ঞাসা করবে, খ্রীষ্ট এসেছেন কিনা।

আগে প্রশ্ন রেখেছিলাম, ক্রুশ নিয়ে তিনি আসবেন কিনা; এপ্রসঙ্গে ব্যাখ্যা দেব বলে যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলাম, তা ভুলে যাইনি; তবে পরবর্তী কথা মনোযোগ দিয়ে শোন। তিনি বললেন, 'তখনই।' কিন্তু আমি জিজ্ঞাসা করি, 'কোন্ সময়ে?' যখন মানবপুত্র আসবেন, তখন *সূর্য অন্ধকারময় হবে, চাঁদও নিজের জ্যোৎস্না আর ছড়িয়ে দেবে না।* সেসময়ে এমন উজ্জ্বল আলো দেখা দেবে, যা তারকারাজির উজ্জ্বলতাকেও অন্ধকারময় করবে। তখন *আকাশ থেকে তারাগুলোর পতন হবে ও নভোমণ্ডলের পরাক্রমগুলো আলোড়িত হবে।* তুমি কি দেখতে পাচ্ছ, ক্রুশচিহ্নের কেমন শক্তি? রাজা নগরীতে প্রবেশ করলে যেমন সৈন্যরা তাঁর আগমনের সংবাদ দেবার উদ্দেশ্যে তাঁর নানা চিহ্ন ও পতাকা বহন করে তাঁর আগে আগে পথ চলে, তেমনি প্রভু স্বর্গ থেকে নেমে এলে দূত-মহাদূতবাহিনী তাঁর এই চিহ্ন উচ্চ করে বহন করে আমাদের কাছে এই সংবাদ দেবেন যে, রাজা আগমন করছেন।